بسم الله الرحمن الرحيم

(Be a Scholar by the knowledge of Gar Al-Hera)

اقرأ باسم ربك

পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য

আরবী দ্বিতীয় পত্রের ১২০টি প্রশ্নোত্তর

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের খেদমতে:

১. **দাখিল:** আরবী প্রথম পত্রের কম্পোজড নোট (সম্পূর্ণ আরবী)।
২. **দাখিল:** আরবী দ্বিতীয় পত্রের কম্পোজড নোট (সম্পূর্ণ আরবী)।
৩. **আলিম:** আরবী দ্বিতীয় পত্র, ফিকহ্ প্রথম পত্র, ফিকহ্ দ্বিতীয় পত্র, বালাগাত-মানতিক নোট (সম্পূর্ণ আরবী)।
৪. **ফাযিল-কামিল:** উসূলুল হাদীস (আরবী-বাংলা)।
৫. **কামিল (হাদীস বিভাগ):** এ্যাসাইনমেন্ট সহায়িকা (আরবী-বাংলা)।
৬. ষাট ঘন্টায় নাহু-ছরফ শিক্ষার পদ্ধতি।
৭. আরো রয়েছে নাহু, ছরফ, উসূলে হাদীসসহ অন্তত ৩০টি বিষয়।
৮. আরবী দ্বিতীয় পত্রের ১২০টি প্রশ্নোত্তর

নোটগুলো ফ্রি ডাউনলোড করার ঠিকানা: www.ibislamic.wordpress.com

আরবী নোটগুলো ফ্রি-ডাউনলোড করার নিয়ম:

Google থেকে www.ibislamic.wordpress.com-এই ওয়েব সাইটে প্রবেশ করার পর MENU-তে ক্লিক করুন, তারপর তালিকার একটু নিচে চলে যান, তালিকা থেকে HAND NOTES-এ ক্লিক করুন। অত:পর আপনার প্রয়োজনীয় বিষয়ের নামের উপর ক্লিক করুন, তারপর ডাউনলোড অপশনে ক্লিক করে ফ্রি-ডাউনলোড করুন। অথবা আপনার মেইল ঠিকানা দিন, আমরা মেইলে পাঠিয়ে দিবো, ইন-শা-আল্লাহ।

রচনায়:

মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল
বি.এ (অনার্স), এম.এ, ডিপ্লোমা ইন এ্যারাবিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
কামিল ট্রিপল মাস্টার্স- হাদিস, ফিকহ্ ও তাফসীর (ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়)
দাওরা-ই-হাদিস (ঢাকা)
আরবি প্রভাষক, চাটখিল কামিল (এম.এ) মাদরাসা, নোয়াখালী।
01912938736, 01797 120223 (ibrahim010187@gmail.com)

==

রাজিয়া মোল্লা পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

সন্তানকে আলেম হিসেবে গড়তে সম্মানিত অভিভাবকগণের করণীয়:

সন্তানের পিতা-মাতা হওয়া যেমন পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার, সাথে সাথে সন্তানকে নেককার-আদর্শবান সন্তান হিসেবে গড়ে তোলা আরো বেশী কঠিন, আবার সন্তানকে আলেম হিসেবে গড়ে তোলা তার চেয়েও বেশী কঠিন।

কোন প্রকার যত্ন-পরিচর্যা ছাড়া জমিনে আগাছা জন্ম নেয়া এবং বড় হওয়া সম্ভব, কিন্তু যত্ন-পরিচর্যা ছাড়া ধান,গম, সরিষা চাষ হওয়া অবাস্তব এবং অসম্ভব। তেমনি সন্তানকে আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে নিবিড় যত্ন-পরিচর্যার বিকল্প নেই।

• যারা সন্তানকে আলেম হিসেবে গড়ে তুলতে চান- তাদের খেদমতে আমার ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতা থেকে কিছু বিষয় তুলে ধরলাম,

ঌ একজন আলেমের পিতা হতে চাইলে আপনাকে অবশ্যই অধুমপায়ী, হালাল রোজগারী, নামাজী এবং ইসলামী অনুশাসনের শতভাগ অনুসারী হতে হবে।

ঌ সন্তানের মাতাকে অবশ্যই নামাজী, পর্দানশীল এবং সন্তানের ব্যাপারে শতভাগ যত্নশীল হতে হবে।

ঌ শিশুকাল থেকেই সন্তানকে ধর্মীয় পোশাকে অভ্যস্ত করাবেন, কারণ অশালীন এবং বিধর্মীদের পোশাক পরিধান করে একবার মজা পেয়ে গেলে আর ছাড়তে চাইবে না। সম্ভব হলে পর্যাপ্ত পরিমাণে দৃষ্টিনন্দন, দামী এবং আধুনিক ডিজাইনের ধর্মীয় পোশাক (পাঞ্জাবী, টুপি এবং পায়জামা) কিনে দিবেন।

ঌ শিশুকাল থেকেই সন্তানের মাথার চুল থেকে হাত-পায়ের নোখসহ নজর রাখবেন এবং সুন্নাতী তরিকায় ছোট করে দিবেন।

ঌ চরিত্রহীন, আড্ডাবাজ এবং ভখাটে শ্রেণির ছেলেদের সাথে মোটেই মিশতে দিবেন না।

ঌ সম্ভব হলে মোবাইল থেকে দূরে রাখবেন। তবে দাখিল পাস করার আগে কিছুতেই সন্তানের হাতে মোবাইল-ফোন দিবেন না।

ঌ সম্ভব হলে ক্লাস এবং পড়ার সময় পারিবারিক কাজের জন্য সন্তানকে আদেশ করবেন না।

ঌ বাসায় টিভি না রাখাই ভালো- একান্তই রাখতে চাইলে শক্ত হাতে রিমোটটি কন্ট্রোলে রাখবেন।

ঌ প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারী কিতাব গ্রহণ না করে সম্ভব হলে কিনে দেয়ার চেষ্টা করবেন।

ঌ একান্ত কষ্ট না হলে- বিনা বেতনে অধ্যয়নসহ যাবতীয় প্রাতিষ্ঠানিক সুযোগ-সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন।

ঌ আরবী মূল কিতাব কিনে দিবেন, সাথে সাথে অধ্যয়নের সুবিধার্থে সন্তানের চাহিদানুযায়ী বিভিন্ন বাংলা-আরবী ব্যখ্যাগ্রন্থ কিনে দিবেন।

ঌ কিছুতেই ক্লাস মিস করা যাবে না- এ বিষয়টি শতভাগ নিশ্চিত করাবেন।

ঌ যোগ্য আলেম হিসেবে গড়ে উঠার জন্য নিষ্ঠাবান ওস্তাযগণের সান্নিধ্যে পাওয়া জরুরী। তাই ইলম বিতরণে প্রসিদ্ধ মাদরাসা নির্বাচনে ভুল করবে না। তবে পীরপন্থী এবং বিদআতী মাদরাসাগুলো শতভাগ এড়িয়ে চলবেন।

ঌ ইসলামী রাজনীতি-অনুশাসন মেনে চলতে উৎসাহিত করবেন, তবে অতি বেশী রাজনীতি থেকে দূরে রাখবেন।

ঌ সন্তানের প্রয়োজন অনুযায়ী টাকা দিবেন, তবে তার হাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ দিবেন না।

ঌ কোন প্রকার বিরতি না দিয়ে একটানে ফাযিল-কামিল ,দাওরাহ পাস করাবেন।

ঌ সন্তানকে আলেম বানাতে চাইলে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি না করানোই ভালো। একান্ত যদি করাতেই চান, তাহলে- ইসলামিক স্টাডিজ, ইসলামের ইতিহাস অথবা আরবীতে ভর্তি করাবেন।

ঌ বেতন পাওয়ার সাথে সাথে সন্তানের বই, খাতা, কলম এবং বিদ্যালয়ের মাসিক বেতনের টাকা আগে পরিশোধ করবেন।

ঌ বাসা বাড়ীতে সন্তানের পড়ার জন্য নিরিবিলি এবং পরিচ্ছন্ন পরিবেশ নিশ্চিত করুন।

ঌ সন্তানের সামনে পারিবারিক ঝগড়া এবং গালাগালি করা থেকে বিরত থাকুন।

ঌ সাবধান! পড়া-লেখা অথবা অন্য কোন কারণে সম্মানিত শিক্ষকগণ আপনার সন্তানকে শাস্তি দিয়ে থাকলে, শিক্ষকদের সাথে বাড়াবাড়িতে জড়াবেন না- এতে আপনার সন্তানের ভবিষ্যত বরবাদ হয়ে যাবে।

ঌ সন্তানকে আলেম হিসেবে গড়ে তুলার জন্য আল্লাহর দরবারে সকাল-সন্ধ্যা দুআ করবেন, আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দো'আ শিক্ষা দিয়েছেন এভাবে,

(وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُن وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤) [الفرقان:

আল্লাহর নেক বান্দা তারাই যারা বলে, হে আমাদের রব, আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন। [সূরা আলফুরকান-৭৪]

যাকারিয়্যা আলাইহিস সালাম আল্লাহর নিকট দো'আ করেছিলেন,

[(هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُۥۖ قَالَ رَبِّ هَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّة طَيِّبَةًۖ إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ ٣٨) [آل عمران:٣٨

'হে আমার রব, আমাকে আপনার পক্ষ থেকে উত্তম সন্তান দান করুন। নিশ্চয় আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী'। [আলে ইমরান ৩৮]

সম্মানিত পিতামাতাবৃন্দ, আমরা কি সন্তানের হকগুলো পালন করতে পেরেছি বা পারছি ? আসুন, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে নেকসন্তান হিসাবে গড়ে তুলি। যে সম্পর্কে হাদিসে এসেছে,

«عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ-

আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, মানুষ মৃত্যুবরণ করলে তার যাবতীয় আ'মাল বন্ধ হয়ে যায়, তবে ৩ টি আ'মাল বন্ধ হয় না- ১. সদকায়ে জারিয়া ২. এমন জ্ঞান-যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় ৩. এমন নেক সন্তান- যে তার জন্য দো'আ করে [সহিহ মুসলিম:১৬৩১]

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সন্তানদেরকে আলেম হিসেবে কবুল করুন, তাদের হকসমূহ যথাযথভাবে পালন করার তাওফীক দিন। আমীন!

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের খেদমতে কিছুকথা:

حَامِـدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا

কোটি শুকরিয়া মহান মনিবের দরবারে যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করে ক্বলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন এবং মুসলিম হিসেবে পরিচয় দানের সুযোগ করে দিয়েছেন। সালাত এবং সালাম সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মোহাম্মদ (স:) এর প্রতি, ইলমে দ্বীনের জন্য যুগযুগ ধরে খেদমত করে যাঁরা মহান প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন তাদের জন্য জান্নাতুল ফিরদাউস, আর যাঁরা জীবিত থেকে এখনও নবুয়তী দায়িত্ব পালন করে চলেছেন তাদের সুস্বাস্থ্য এবং হায়াতে তাইয়্যিবাহ কামনা করছি, আমীন।

রাসুল (স.) বলেছেন: 'আল্লাহ তাআলা ইলম বান্দাদের থেকে উপড়ে নেয়ার মত করে উঠিয়ে নিবেন না বরং ওলামাদের মৃত্যুর মাধ্যমে উঠিয়ে নেবেন। এক পর্যায়ে যখন আর কোন আলেম অবশিষ্ট রাখবেন না তখন লোকেরা অজ্ঞ মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা হিসাবে গ্রহণ করবে। তারা বিভিন্ন বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হবে তখন তারা না জেনে ফতওয়া দেবে। ফলে নিজেরাও গোমরাহ হবে এবং অপরদেরকে গোমরাহ করবে। (বুখারী)

মোহাম্মদ (স.) সর্বশেষ নবী, তাঁর পরে আর কোন নবী-রাসুল আসবেন না। আর নবী-রাসুলদের অবর্তমানে ওরাসাতুল আম্বিয়া হিসেবে দ্বীনের প্রচার, প্রসার এবং সংরক্ষণ করার সম্পূর্ণ জিম্মাদারী অর্পিত হয় উম্মতের আলেম সমাজের উপর। বিংশ শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করে যেসকল হযরত ওলামায়ে কেরাম অক্লান্ত পরিশ্রম করে দ্বীনের খেদমত করেছেন তাদের প্রায় সকলেই আমাদেরকে নিঃস্ব-ইয়াতিম করে চলে গেছেন (আল্লাহ সকলকে জান্নাতুল ফিরদাউছ নসীব করুন)। আর যাঁরা জিবীত আছেন তাঁরা মহান রবের আহবানে সাড়া দেয়ার জন্য দিন-ক্ষণ গণনা করছেন। আল্লাহ সকলকে নেক হায়াত নসীব করুন, আমীন।

মানুষের জীবনে মৃত্যু অবধারিত, আমাদের সকলকে অবশ্যই একদিন মৃত্যু বরণ করতে হবে, তাতে আমাদের কিছুই করার নেই। কিন্তু আমাদের জন্য চরম অশনি সংকেত হল- বিদায়ী অথবা বিদায়ের পথে যাত্রী হযরত ওলামায়ে কেরামের সমতুল্য অথবা কাছাকাছি কোন আলেম তৈরী হচ্ছে না।

অপরদিকে আমাদের দেশের মাদরাসাসমূহে (বিশেষকরে আলিয়া মাদরাসায়) শিক্ষার্থীদের সংখ্যা প্রতিবছর জ্যামিতিক হারে কমে যাচ্ছে। বিশেষকরে উচ্চমাধ্যমিক তথা আলিমস্তর এবং ফাযিল-কামিলের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক এবং আশংকাজনক।

দ্বীনী শিক্ষার বর্তমান দুর্ভিক্ষের যুগে দ্বীনের স্বার্থে একটি ইলমি মিশন শুরু করার আকাংখা এবং আগ্রহ আমার দীর্ঘ দিনের। জামাতবদ্ধভাবে কোন প্রচেষ্টা শুরু করতে না পারলেও আমার ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাসমূহের প্রাথমিক ধাপ হিসেবে আরবী নোটগুলো সম্মানিত আহলে ইলমদের খেদমতে পেশ করতে পেরে মহান মনিবের দরবারে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

* আলোচ্য বইটির লেখক একজন ক্ষুদে লিপিকার হওয়ায় গ্রন্থটিতে কিছু ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। যেকোন ভুলের বিষয়টি লেখক বরাবর জানালে সম্মানিত পাঠক সমাজের প্রতি চির কৃতজ্ঞ থাকবো।

বর্তমান সামাজিক, রাজনৈতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সম্মানিত অভিভাবকগণ- যাঁরা নিজের কলিজার টুকরা আদরের সন্তানকে মাদরাসায় পড়তে দিয়ে কিছুটা হীনমন্যতায় ভুগছেন, তাঁদের খেদমতে:

১. অন্ততপক্ষে মাদরাসায় পড়ুয়া আপনার সন্তানটি আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবেনা।
২. ধুমপান অথবা মদ পান করে আপনার লক্ষ লক্ষ টাকা নষ্ট করবে না।
৩. নেশার টাকার জন্য বাড়ি-ঘরে আগুন এবং ঘরের আসবাবপত্র ভাংচুর করবে না এবং নেশাগ্রস্থ হয়ে পিতা-মাতার গায়ে হাত তুলবেনা (অথবা ঐশির ন্যায় পিতা-মাতাকে নিজ হাতে জবাই করবেনা)।
৪. রোযা-নামাজের জন্য তাকে তাকিদ করা লাগবেনা, বরং সেই আপনাকে রোযা-নামাজের তাকিদ দিবে।
৫. দাঁড়ি-মোচ সেভ (স্ট্যাইল) করে আপনার পকেটের টাকা কাটবে না।
৬. মৃত্যুর পরে সদকায়ে জারিয়ার একটি স্থায়ী ব্যবস্থাপনা।
৭. বিভিন্ন মাসয়ালা-মাসায়েল জিজ্ঞেস করার জন্য কাহারো কাছে যেতে হবেনা।
৮. আপনার মৃত্যুর পর আপনার সন্তান জানাযার নামাজ পড়াবে, কবরে নামবে, দাপন দিবে।
৯. আপনার সন্তানের বিরুদ্ধে মৌলবাদ, রাজাকার, আল-কায়েদা এবং যুদ্ধাপরাধীর মিথ্যা অভিযোগ থাকতে পারে- তবে ঘুষখোর, মদখোর, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, ইভটিজার এবং অবৈধ অস্ত্র মওজুদ, চোরাচালানি এবং মানবপাচারের কোন অভিযোগ কেউ প্রমাণ করতে পারবেনা- যাহা আপনার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নিয়ামত।
১০. হাশরের ময়দানে আপনাকে সুউজ্জ্বল মুকুট পরানো হবে, যাহা দেখে নবী-রাসুল এবং শহীদগণ পর্যাপ্ত ঈর্ষা করবে।

উৎসর্গ: আমাদের গর্বিত সলফে সালেহিনগণ- যাঁরা আমাদের প্রেরণার উৎস এবং ই'লমে দ্বীনের প্রচার ও প্রসারে যুগযুগ ধরে খেদমত করে আপন প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেছেন, **দু'আ কামনায়: মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল**

পরীক্ষাকালিন সময় এবং পরীক্ষার হলে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই পালনীয় বিষয়সমূহ:

- পরীক্ষাকালীন সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করবেন এবং সকল গুণাহ থেকে বেঁচে থাকবেন।
- ফরয-ওয়াজিবগুলো মেনে চলার পাশাপাশি কিছু কিছু দান সদকা এবং নফল ইবাদত করার চেষ্টা করবেন।
- পরীক্ষাকালীন সময়ে গোসল, ঘুম এবং নাস্তা পরিমিত ও যথাসময়ে গ্রহণ করবেন।
- যেকোন দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলার সুবিধার্থে পরীক্ষাকালিন সময়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠা-নামা, গাড়িতে উঠা-নামা, বাথরুমে যাওয়া, সাইকেল চালানো এবং খেলাধুলা অত্যন্ত সতর্কতার সহিত করবেন।
- যেকোন Accident এড়িয়ে চলার সুবিধার্থে পরীক্ষা শুরুর অন্তত এক সপ্তাহ আগ থেকে খেলাধুলা কমিয়ে দিবেন। কারণ খেলাধুলার সময় যেকোন দুর্ঘটনা দেখা দিতে পারে।
- পরীক্ষার আগের রাতে দীর্ঘ সময় জেগে থাকার অভ্যাস পরিহার করবেন, এতে পরীক্ষার হলে অশ্বস্তি, অশান্তি এবং মাথা ব্যথাসহ যেকোন অসুস্থতা দেখা দিতে পারে।
- প্রতি পরীক্ষার আগের রাত্রে পড়া শুরু করার আগে অবশ্যই পরবর্তী দিনের বিষয় রুটিন দেখে নিশ্চিত হবেন।
- পরীক্ষাকালে পড়ার সময় হাতে একটি কলম এবং রাফ কাগজ সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো মুখস্থ লিখবেন।
- পরীক্ষার হলে অবশ্যই শতভাগ কালো কালির কলম ব্যবহার করবেন, লাল কালির কলম ব্যবহার দোষনীয়।
- পরীক্ষার হলে মোবাইল ফোন বহন করা সম্পূর্ণ বেআইনী ।
- পড়ার সময় গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসম্বলিত পৃষ্ঠাগুলো নিদর্শন দিয়ে রাখবেন এবং বেশীবেশী অনুশীলন করবেন।
- পরীক্ষার ১০ দিন আগে একটি ফাইল, একটি স্কেল ক্রয় এবং অন্তত দশটি কলম চালু করে রাখবেন।
- পরীক্ষাকালীন সময়ের আগে-পরে কোন কাজে তাড়াহুড়া করবেন না।
- অশালিন, অভদ্র এবং অরুচিকর পোশাক পরিধান করে আসবেন না। এতে আপনার ব্যাপারে কক্ষ পরিদর্শকের মন্দ ধারণার সৃষ্টি হবে।
- প্রবেশপত্র এবং রেজিস্ট্রেশন কার্ড হাতে পৌঁছার সাথে সাথেই দুই সেট ফটোকপি বাসার নিরাপদ জায়গায় রাখবেন। (সম্ভব হলে একসেট কালার ফটোকপি করে রাখবেন)।
- একাধিক চালু কলম, প্রবেশপত্র, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, স্কেল, স্টেফলার, পিন, কালার প্যান, ক্যালকুলেটার, হাত ঘড়ি, পানির বোতল এবং একটি মিনি টিস্যুর প্যাকেট ঠাণ্ডা মাথায় ব্যাগে ঢুকিয়ে নিন।
- পরীক্ষার হলের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হবার আগে ফাইলটা আরো একবার চেক করে নিন।
- পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বের হবার সময় আব্বা-আম্মা এবং সকল মুরুব্বীদেরকে সালাম করে বের হবেন।
- ওযু করে হলে প্রবেশ এবং বাসা থেকে বের হবার পূর্বে দুই রাকাত নামাজ পড়ার বিষয়ে ভুল করবেন না।
- প্রথম দিন একঘন্টা আগে এবং বাকী দিনগুলোতে অন্তত ৩০ মিনিট পূর্বে পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হবেন।
- তিন ঘন্টার আগে যেন হল থেকে বের হওয়া না লাগে সে প্রস্তুতি নিয়ে হলে প্রবেশ করুন।
- সম্ভব হলে কানের গোড়ায় কলম রাখার বিষয়ে ধর্মীয় দিকগুলো আ'মল করবেন।
- পরীক্ষা শুরুর আগে হলে চুপচাপ-ঠাণ্ডা মাথায় বসে থাকবেন (বিভিন্ন দু'আ, দুরূদ পড়ার বিষয়ে ভুল করবেন না)।
- উত্তর পত্রের চার পাশে কমপক্ষে হাফ ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ এক ইঞ্চি পরিমাণ জায়গা রেখে মার্জিন করবেন।
- নাম, রোল নং, রেজিস্ট্রেশন নং, বিষয় কোড ইত্যাদি তথ্যগুলো ঠাণ্ডা মাথায়, সতর্কতার সাথে পূরণ করবেন।
- তথ্যগত কোন ভুল হলে নির্ভয়ে কক্ষ পরিদর্শককে অবহিত করুন।
- **"এখান থেকে লেখা শুরু করতে হবে"** এ নির্দেশনা অবশ্যই অনুসরন করবেন।
- লেখার শুরুতে بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ এবং السَّعْيُ مِنِّيْ وَالْإِتْمَامُ مِنَ اللهِ লিখতে ভুল করবেন না।
- ইংরেজি প্রশ্ন নং গুলো Answer to the Question No:এবং আরবিগুলো .اَلْاِجَابَةُ عَنِ السُّوَالْ লিখবেন।
- প্রশ্নপত্র হাতে পাওয়ার সাথে সাথে বিসমিল্লাহ পড়ে পুরো প্রশ্নের উপর একবার নজর বুলাবেন।
- আপনার সবচেয়ে ভালো মুখস্থ আছে এমন প্রশ্নটির উত্তর দিয়ে প্রথমে লেখা শুরু করবেন।
- প্রশ্নের ধারাবাহিকতা রক্ষা এবং সংযুক্ত ছোট প্রশ্নগুলো একত্রে লিখতে চেষ্টা করবেন।
- অস্পষ্ট প্রশ্নগুলো বুঝার ক্ষেত্রে নির্ভয়ে কক্ষ পরিদর্শকের সহযোগিতা নিবেন।
- অনেক বেশী ছোট অথবা অনেক বেশী বড় অক্ষরের লেখা দোষনীয়। মধ্যমপন্থা অবলম্বন করে লিখবেন।
- কোন প্রশ্ন ভুলে গেলে মনে মনে দুরূদ পাঠ করে স্মরণ করার চেষ্টা করবে।
- পরীক্ষায় ১০০% উত্তর প্রদানের ব্যাপারে সজাগ থাকুন, কিছুতেই নাম্বার ছেড়ে আসবেন না।
- কোন প্রশ্নের উত্তর না পারলে ধারণা করে একটু লিখে দিন। এতে পরীক্ষক নাম্বার দেয়ার সুযোগ পাবেন।
- তবে মনগড়া, অনর্থক এবং গল্প-কাহিনী লেখা থেকে বিরত থাকবেন। এতে পরীক্ষক মারাত্মকভাবে ক্ষুব্ধ হন।
- পরীক্ষার্থীদের অন্যায় সহযোগিতা করা থেকে বিরত থাকুন।
- পরস্পর কথা বলা, বিশৃংখলা, পিছনে তাকানো, অন্যকে ডিস্টার্ব করা, অন্যের খাতা দেখা থেকে বিরত থাকবেন।
- হল পরিদর্শক অথবা পাশের পরীক্ষার্থীকে ডিস্টার্ব করবেননা, এতে আপনার ব্যাপার হল পরিদর্শকের খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে।
- আপনার খাতায় কক্ষ পরিদর্শকের স্বাক্ষর নিশ্চিত করবেন। কক্ষ পরিদর্শকের সাথে ভালো-ভদ্র আচরন করবেন।

- স্বাক্ষরবিহীন কোন অতিরিক্ত উত্তরপত্রে লিখবেন না।
- কভার পেজ ভাঁজ করা, উত্তরপত্রে অনর্থক কিছু লেখালেখি করা থেকে বিরত থাকবেন।
- সকল ভুল এক টানে কেটে দিতে হবে, অধিক কাটাকাটি বর্জন করবেন।
- একটি প্রশ্ন শেষ হওয়ার পর অন্তত দুই লাইন পরিমাণ জায়গা খালি রেখে পরবর্তী প্রশ্ন লেখা শুরু করবেন।
- পৃষ্ঠার অর্ধেক পরিমাণে এসে কোন প্রশ্নের উত্তর লেখা শেষ হলে উক্ত পৃষ্ঠায় আর কোন নতুন প্রশ্ন লেখা শুরু না করে পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে শুরু করবেন।
- কিছুতেই এক পৃষ্ঠায় প্রশ্ন নং অথবা পয়েন্ট লিখে পরবর্তী পৃষ্ঠা থেকে লেখা শুরু করবেন না
- পয়েন্ট আকারের লেখাগুলো পাশাপাশি না লিখে উপর-নিচ করে লিখবেন। এতে আপনার লেখার পরিমাণ এবং সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাবে।
- খাতা জমা দেয়ার আগে ১০০% উত্তর হয়েছে কিনা তাহা নিশ্চিত হবেন।
- পূর্ণ সময় হলে থাকতে অভ্যাস করুন।
- ১৫ মিনিট বাকী থাকতেই কাগজ রিভিশন শুরু করবেন। লুজ পেপারগুলোর সিরিয়াল বারবার নিশ্চিত হবেন।
- লুজ পেপারগুলোর ক্রমিক নং লিখা এবং বৃত্ত ভরাটের বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।
- কাগজের মাঝখানে ভুলে কোন পৃষ্ঠা খালি থাকলে দুই টানে কেটে দিবেন।
- সকল পয়েন্টগুলো রঙ্গিন কালির কলম দিয়ে কালার করে দিতে চেষ্টা করবেন (লাল কালির কলম দিয়ে নয়)।
- সকল পরীক্ষা শেষে অবসর সময়টা ব্যক্তিগত মানোন্নয়নে কাজে লাগাবেন এবং আল্লাহর দরবারে দু'আ করবেন।

ভালো ছাত্র হওয়ার জন্য অবশ্যই অনুসরনীয় গুণাবলীসমূহ:

STUDENT: S= Study, T= Tendency, U=Unity, D=Discipline, E=Energy, N=Natural, T=Teaching.

(উন্নত জীবন গঠনের জন্য রুটিন মাফিক চলার বিকল্প নেই)

১. একজন ভালো ছাত্র কিছুতেই সামান্যটুকু সময়ও নষ্ট করবে না।
২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাসময়ে আদায় করবে। কোন কারণে এক ওয়াক্ত নামাজ ছুটে গেলে তাহা কাযা করে নিবে।
৩. প্রতিদিন ক্লাসে যথাসময়ে উপস্থিত হবে। কিছুতেই অনুপস্থিত থাকবে না।
৪. শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল ঘন্টাগুলো শেষ না করে শ্রেণি কক্ষ ত্যাগ করবে না। হউক সহজ বিষয় অথবা কঠিন বিষয়।
৫. শিক্ষক পড়া ধরবেন কি ধরবেন না তাহা বিবেচনা না করে প্রতিদিনের সকল বাড়ীর কাজ অবশ্যই সম্পন্ন করে আসবে (গণিত থেকে শুরু করে কৃষি শিক্ষাসহ সকল পিরিয়ড)।
৬. শ্রেণি কক্ষে শিক্ষক আসার ফাকে ফাকে পড়া কিতাব অধ্যয়ন করবে এবং হাতের লিখা সুন্দর করার চেষ্টা করবে।
৭. দুপুরের খাবারের পর অবশ্যই এক ঘন্টা ঘুমাবে। কিছুতেই ভুল করা যাবে না।
৮. যেদিন ক্লাস থাকবে না অথবা হাফ-ডে ক্লাস সেদিন দুপুর ১২ টায় অর্থাৎ জোহরের নামাজের আগে এক ঘন্টা ঘুমাবে। ঐদিন দুপুরে খাবারের পর আর ঘুমাবে না।
৯. আসরের নামাজের পর পড়তে কোন সমস্যা নেই, তবে মাগরিবের নামাজের ২০ মিনিটি পূর্ব থেকে সালাতুল মাগরিব পর্যন্ত একটু হাঁটাহাঁটি করা যেতে পারে।
১০. সালাতুল মাগরিবের পর পড়া শুরুর আগে একটু চা-নাস্তা খাওয়া আবশ্যক।
১১. পড়ার টেবিলে বসার আগে অবশ্যই ওযু করে বসবে।
১২. পড়ার টেবিলে পর্যাপ্ত খাবার পানি প্রস্তুত রাখবে।
১৩. অনেকক্ষণ পড়ার পর আর পড়তে মন না চাইলে লিখা শুরু করবে। আবার অনেকক্ষণ লিখার পর আর লিখতে মন না চাইলে পড়তে শুরু করবে। অত:পর বিশ্রাম করবে।
১৪. খাটে বসে পড়ার চেয়ে টেবিলে বসে পড়ার অভ্যাস করবে, তাতে সহজেই শুয়ে যাওয়ার মানসিকতা অনেকটা দূর হয়ে যাবে।
১৫. প্রতিদিন কমপক্ষে একপৃষ্ঠা করে আরবী, বাংলা এবং ইংরেজি হাতের লিখা লিখবে। কারণ যেকোন বিষয় একবার লিখা দশবার পড়ার সমান। আর ভালো ফলাফলের জন্য সুন্দর হাতের লিখা অতিব জরুরী।
১৬. প্রতিদিন সকাল বেলার পড়া কুরআন মাজিদ এবং সন্ধ্যার পড়া হাদীস শরীফ দিয়ে শুরু করবে।
১৭. ভোর রাতে (ফজরের ১/২ ঘন্টা আগে) উঠার চেষ্টা করতে হবে। ভোর রাতের এক ঘন্টার পড়া সন্ধ্যা রাতের ৩ ঘন্টা পড়ার সমান। প্রতিষ্ঠান ছুটির দিনসমূহে ভোর বেলা জাগার বিশেষ সুযোগ হিসেবে কাজে লাগাবে।
১৮. ফজরের নামাজের পর ঘুমানো সম্পূর্ণ হারাম। (ঘুম ত্যাগ করার জন্য সকালে গোসল, একটু হাঁটা, পানি পানকরা এবং মুড়ি খাওয়া যেতে পারে।
১৯. অবশ্যই অবশ্যই সকাল ৭/৮ টায় (নাস্তা গ্রহন করার আগে) গোসল সেরে নিবে। ইহার উপকারিতা সব কিছুর উপরে।

(মহান রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে রুটিন মাফিক জীবন-যাপনের তাওফিক দিন, আমীন)।

❖ ছাত্র জীবন ধ্বংসকারী জিনিস ৩টি: গরম, নরম, শরম।

* **গরম:** গরম-গরম খাবার, তাজা তাজা খাবার, মুখরোচক খাবার, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ না হলে চলে না।
* **নরম:** নরম বিছানা, সাজানো বিছানা, উন্নত বিছানা, শীতের সময় গরম এবং গরমের সময় ঠাণ্ডা বিছানা চাই।
* **শরম:** প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শরম, পুরান বই বহনে শরম, হুণ্ডা ছাড়া চলতে শরম, ইস্ত্রি ছাড়া জামা গায়ে দিতে শরম, কম দামী জামা পরিধানে শরম, শিক্ষককে কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে শরম, প্রতিষ্ঠানে হেঁটে আসতে শরম।

ক্রম	নাহু অংশ	পৃষ্ঠা

بسم الله الرحمن الرحيم

(১) প্রশ্ন ঃ عِلْمُ النَّحْوِ কাকে বলে? উহার আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ভাষায় গভীর জ্ঞান অর্জন করার জন্য ইলমে নাহু সম্পর্কে বিস্তারিত জানা জরুরী। عِلْمُ النَّحْوِ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلنَّحْوُ لُغَةً (নাহুর আভিধানিক অর্থ)**: ❖

- اَلْقَصْدُ (অনুরূপ)
- اَلنَّوْعُ (প্রকার)

❖ **اَلنَّحْوُ اِصْطِلَاحًا (নাহুর পারিভাষিক সংজ্ঞা)**: ❖

যে শাস্ত্র পাঠ করলে আরবী শব্দের গঠন, ইরাব এবং একটির সাথে অপরটির সম্পর্কের অবস্থা জানা যায়, তাকে নাহু বলে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ :اَلنَّحْوُ عِلْمٌ بِأُصُوْلٍ يُعْرَفُ بِهَا اَحْوَالُ اَوَاخِرِ الْكَلِمِ الثَّلَاثِ مِنْ حَيْثُ الْاِعْرَابِ وَالْبِنَاءِ وَكَيْفِيَةُ التَّرْكِيْبِ بَعْضِهَا مَعْ بَعْضٍ–

- **নাহুর আলোচ্য বিষয়** (مَوْضُوْعُ لِعِلْمُ النَّحْوِ) :

ইলমে নাহুর আলোচ্য বিষয় হলো: كَلِمَةُ- كَلَامُ

مَوْضُوْعُهُ اَلْـكَلِمَةُ وَالْكَلَامُ

- **ইলমে নাহুর উদ্দেশ্য** (غَرْضُ لِعِلْمُ النَّحْوِ):

আরবী বাক্যকে প্রকাশ্য ভুল থেকে রক্ষা করা ।

صِيَانَةُ الذِّهْنِ عَنِ الخَطَاءِ اللَّفْظِيْ فِيْ كَلَامِ الْعَرَبِ–

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖: আরবী ভাষায় ইলমে নাহুর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২) প্রশ্ন ঃ كَلِمَةٌ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ❖:** আরবী ব্যাকরণে কালিমার আলোচনা ব্যাপক। كَلِمَةٌ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلْكَلِمَةُ لُغَةً (কালেমার আভিধানিক অর্থ):**

- اَلطَّرْحُ (নিক্ষেপ করা)
- اَلْجَرْحُ (আঘাত করা)

❖ **اَلْكَلِمَةُ اِصْطِلَاحًا (কালেমার পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

- হেদায়াতুন্নাহু গ্রন্থাকার বলেন: একক অর্থবোধক শব্দকে كَلِمَةٌ বা পদ বলে।

اَلْكَلِمَةُ لَفْظٌ وُضِعَ لِمَعْنًي مُفْرَدٍ-

- **كَلِمَةٌ এর প্রকারভেদ:** كَلِمَةٌ বা পদ তিন প্রকার: ১। اِسْمٌ ২। فِعْلٌ ৩। حَرْفٌ

وَهِيَ مُنْحَصِرَةٌ فِيْ ثَلَاثَةِ اَقْسَامٍ اِسْمٌ وَفِعْلٌ وَحَرْفٌ –

১। اِسْمُ এর বিবরণ : اِسْم এমন একটি كَلِمَةٌ বা পদকে বলে যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে।
যেমন : قَلَمٌ - خُبْزٌ – صائم

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ :اَلْاِسْمُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰي مَعْنًي فِيْ نَفْسِهَا غَيْرُ مُقْتَرِنٍ بِاَحْدِ الْاَزْمِنَةِ الثَّلَاثَةِ – (**اَلْمَثَلُ:** زَيْدٌ)

২। فِعْلُ এর বিবরণ : فِعْلُ এমন একটি كَلِمَةٌ বা পদকে বলে যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করে এবং কোন এক কালের (সময়ের) সাথে মিল রাখে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ :اَلْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰي مَعْنًي فِيْ نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانٍ ذَالِكَ الْمَعْنَي، (**اَلْمَثَلُ:** نَصَرَ)

৩। حَرْفٌ এর পরিচয় : حَرْفُ এমন كَلِمَةٌ বা পদকে বলে যা নিজের পূর্ণাঙ্গ অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন : مِنْ – اِلَى – فِيْ

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ :اَلْحَرْفُ كَلِمَةٌ لَا تَدُلُّ عَلٰي مَعْنًي فِيْ نَفْسِهَا بَلْ تَدُلُّ عَلٰي مَعْنًي فِيْ غَيْرِهَا-
اَلْمَثَلُ: مِنْ، اِلَي

❖**اَلْخَاتِمَةُ❖:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে কালিমার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৩) প্রশ্ন ঃ كَلَامْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে কালামের আলোচনা ব্যাপক। كَلَامْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلْكَلَامُ لُغَةً** ❖ **(কালামের আভিধানিক অর্থ):**

১. اَلْجُمْلَةُ: বাক্য
২. اَلْوَعْظُ: আদেশ
৩. اَلْخُطْبَةُ: বক্তব্য

❖ **اَلْكَلامُ اِصْطِلَاحًا** ❖ **(কালামের পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

كَلَامْ ঐ শব্দ যাহা কমপক্ষে দুইটি পদকে অন্তর্ভূক্ত করে। كَلَامْ কে جُمْلَةُ ও বলা হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: اَلْكَلَامُ لَفْظٌ تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ بِالاِسْنَادِ۔

❖**اَقْسَامُ الْكَلَامِ**❖ **কালামের প্রকারভেদ:**

كَلَامْ তথা جُمْلَةٌ মোট দুই প্রকার:

১. جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

দুইটি إِسْمٌ এর দ্বারা গঠিত বাক্যকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলা হয়।

যেমনঃ زَيدٌ قَائمٌ

২. جُمْلَةٌ فِعْلِيَةٌ

একটি إِسْمٌ এবং একটি فِعْل এর দ্বারা গঠিত বাক্যকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলা হয়।

যেমনঃ قَامَ زَيدٌ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে কালামের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৪) প্রশ্ন ঃ اِعْرَابْ কাকে বলে? اِعْرَابْ কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে اِعْرَابْ এর আলোচনা ব্যাপক। اِعْرَابْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلْاِعْرَابُ لُغَةً (ই'রাবের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلْعَلَامَةُ- (নিদর্শন)
- اَلْآثَارُ- (প্রভাব)

❖ **اَلْاِعْرَابُ اِصْطِلَاحًا (ই'রাবের পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

যে নিদর্শন দ্বারা আরবী শব্দের শেষ অক্ষর পরিবর্তন হয় তাকে ই'রাব বলা হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهِدَايَةِ النَّحْوِ :اَلْاِعْرَابُ مَا بِهِ يَخْتَلِفُ اٰخِرُ الْمُعْرَبْ-

যেমন- হরকত চিহ্ন: পেশ, যবর ও জের

অব্যয় স্বরচিহ্ন, যেমন: الف- واو এবং ياء

❖ **إِعْرَابْ ই'রাবের প্রকারভেদঃ**

এ'রাব দুই ভাগে বিভক্ত।

১. **إِعْرَابُ بِالْحَرَكَةِ** পেশ, যবর, জের। যেমন ঃ

جَاءَ نِيْ زَيْدٌ- رَاَيْتُ زَيْدًا- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ-

২. **إِعْرَابُ بِالْحُرُوْفِ** ওয়াও, আলিফ এবং ইয়া। যেমন ঃ

جَاءَ نِيْ اَخُوْكَ- رَاَيْتُ اَخَاكَ - مَرَرْتُ بِاَخِيْكَ –

❖ **(مَحَلُّ اِعْرَابْ) এ'রাবের স্থানঃ**

إسم এর শেষ অক্ষর إعراب এর স্থান।

- প্রত্যেকটির উদাহরণ, যেমন ঃ جَاءَ نِيْ زَيْدٌ- رَاَيْتُ زَيْدًا- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

❖ **আমেল (عَامِلْ) কাকে বলে?**

যার কারণে রফা, নছব এবং জর হইয়া থাকে।

❖ **বি:দ্র:** আরবী ভাষায় اِسْمُ مُتَمَكِّنُ ও فِعْلُ مُضَارِعْ ছাড়া অন্য কিছু মো'রাব হয় না।

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে إِعْرَاب এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৫) প্রশ্ন ঃ اِسْمُ مُعْرَبْ কাকে বলে? উদাহরণসহ উহার হুকুম লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে اِسْمُ مُعْرَبْ এর আলোচনা ব্যাপক। اِسْمُ مُعْرَبْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمُعْرَبُ لُغَةً (মুরাবের আভিধানিক অর্থ):**

১. اَلْاِبَانَةُ – প্রকাশ করা

২. اَلْاِظْهَارُ - স্পষ্ট করা

☒ **اَلْمُعْرَبُ اِصْطِلَاحًا (ইসমু মুরাবের পারিভাষিক অর্থ):**

ইসমে মু'রাব (পরিবর্তনশীল পদ): প্রত্যেক ঐ اِسْمُ কে বলে যাহা অন্যের সহিত যুক্ত হইবে কিন্তু مَبْنِي اَصَلْ এর সহিত সাদৃশ্য রাখিবে না।

- **مَبْنِي اَصَلْ মোট ৩টি:** হরফ, আমরে হাজের মা'রূফ এবং মাজী।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ : وَهُوَ كُلُّ اِسْمٍ رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ وَلَايَشْبَهُ مَبْنِيَ الْاَصْلِ-

❖ **উদাহরণ:** قَامَ زَيدٌ - বাক্যে قَامَ শব্দটি اِسْمُ مُعْرَبُ

❖ **ইসমে মো'রাবের حُكْمُ الْمُعْرَبِ বা বিধানাবলীঃ**

حُكْمُ الْمَعْرَبِ: اَنْ يَّخْتَلِفَ اَخِرُهُ بِاخْتِلَافِ الْعَوَامِلِ اِخْتِلَافًا لَفْظِيًّا وَتَقْدِيْرًا –

❖ আ'মেল এর পরিবর্তনের দরুন إسمِ مُعْرَبْ এর শেষাক্ষরের إعْرَابُ পরিবর্তন হয়।

❖ শব্দগত পরিবর্তন হইবে। جَاءَ نِيْ زَيْدٌ- رَايْتُ زَيْدًا- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ-

❖ অথবা উহ্য হিসাবে হইবে। – جَاءَ نِيْ مُوْسٰي- رَايْتُ مُوْسٰي - مَرَرْتُ بِمُوْسٰي –

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ইসমে মুরাবের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৬) প্রশ্ন ঃ اِسْمُ الْمُعْرَب কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে اِسْمُ مُعْرَبْ এর আলোচনা ব্যাপক। اِسْمُ مُعْرَبْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

اَقْسَامُ لِاسْمِ الْمُعْرَب (ইসমে মুরাবের প্রকারভেদ):

❖ ইরাব গ্রহণের দিক থেকে اِسْمُ দুই প্রকার :

১. مُنْصَرِفْ পরিবর্তনীয়

২. غَيْرُ مُنْصَرِفْ অপরিবর্তনীয়

* **مُنْصَرِفْ : মুনছারেফের পরিচয়:** إسْمُ مُنْصَرِفْ সেই ইসম যাহাতে أَسْبَابُ تِسْعَةٍ অর্থাৎ নয় সবব-এর মধ্য হইতে দুইটি سَبَبُ অথবা দুইটি سَبَبُ এর সমকক্ষ একটি سَبَبْ পাওয়া যাইবে না, ইহাকে إسْمُ مُتَمَكِّنْ ও বলা হয়।

- যেমন ঃ زَيْدٌ

وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيْهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْاَسْبَابِ التِّسْعَةِ (كَزَيْدٍ)

* **حُكْمُ الْمُنْصَرِفِ:** اَنْ يَّدْخُلُهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِيْنِ _

* **غَيْرُ مُنْصَرِفْ গায়রু মুনছারেফের পরিচয়:** إسْمُ غُيْرُ مُنْصَرِفْ সেই ইসম যাহাতে أَسْبَابُ تِسْعَةٌ অর্থাৎ নয় সবব-এর মধ্য হইতে দুইটি سَبَبُ অথবা দুইটি سَبَبُ এর সমকক্ষ একটি سَبَبُ অর্থাৎ উপসর্গ পাওয়া যাবে, ইহাকে إسْمُ غَيْرُ مُتَمَكِّنْ ও বলা হয়।

❖ وَهُوَ مَا فِيْهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْاَسْبَابِ التِّسْعَةِ –

❖ যেমন - جَاءَ نِيْ عُمَرُ - رَايْتُ عُمَرَ - مَرَرْتُ بِعُمَرَ

حُكْمُ لِغَيْرُ مُنْصَرِفْ: لَايَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِيْنُ وَيَكُوْنُ فِيْ مَوْضَعِ الْجَرِّ مَفْتُوْحَةً اَبَدًا-

❖ **গায়রে মুনছারেফের নয় সবব নিম্নরূপ:**

عَدَلْ -وَصْفُ- تَأنِيْثُ -مَعْرِفَةُ- عُجْمَةُ - جَمْعُ -تَرْكِيْبُ -وَزْنُ فِعْلِ اَلِفُ وَنُوْنُ زَائِدَتَانِ

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে اِسْمُ مُعْرَبْ এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৭) প্রশ্ন ঃ مُنْصَرِفْ কাকে বলে? উহার হুকুমগুলো উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে مُنْصَرِفْ এর আলোচনা ব্যাপক। مُنْصَرِفْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمُنْصَرِفُ لُغَةً (মুনসারেফের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلْتَّغَيُّرُ– পরিবর্তন করা।
- اَلتَّبْدِيْلُ– বদল করা।

☒ **اَلْمُنْصَرِفُ اِصْطِلَاحًا (মুনসারেফের পারিভাষিক অর্থ):**

হেদায়াতুন্নাহু গ্রন্থাকার বলেন: إِسْمُ مُنْصَرِفْ সেই ইসম যাহাতে أَسْبَابُ تِسْعَةٍ অর্থাৎ নয় সবব-এর মধ্য হইতে দুইটি سَبَبْ অথবা দুইটি سَبَبْ এর সমকক্ষ একটি سَبَبْ অর্থাৎ উপসর্গ পাওয়া যাইবে না, ইহাকে إِسْمُ مُتَمَكِّنْ ও বলা হয়।

- **যেমন** ঃ زَيْدٌ

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: وَهُوَ مَا لَيْسَ فِيْهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْاَسْبَابِ التِّسْعَةِ-

❖ **حُكْمُ الْمُنْصَرِفِ (মুনসারিফের হুকুম)ঃ**

يَدْخُلُهُ الْحَرَكَاتُ الثَّلَاثُ مَعَ التَّنْوِيْنِ _

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মুনসারিফের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(০৮)প্রশ্ন ঃ غَيْرُ مُنْصَرِفْ কাকে বলে? উহার সববগুলো কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে غَيْرُ مُنْصَرِفْ এর আলোচনা ব্যাপক। غَيْرُ مُنْصَرِفْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمُنْصَرِفُ لُغَةً (মুনসারিফের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلْتَّغَيُّرُ– পরিবর্তন করা।
- اَلتَّبْدِيْلُ– বদল করা।

☒ **غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ اِصْطِلَاحًا (গায়রু মুনসারিফের পারিভাষিক অর্থ):**

হেদায়াতুন্নাহু গ্রন্থাকার বলেন: غَيْرُ مُنْصَرِفْ إِسْمُ সেই ইসম যাহাতে أَسْبَابُ تِسْعَةٍ অর্থাৎ নয় সবব-এর মধ্য হইতে দুইটি سَبَبْ অথবা দুইটি سَبَبْ এর সমকক্ষ একটি سَبَبْ অর্থাৎ উপসর্গ পাওয়া যাইবে, ইহাকে إِسْمُ غَيْرُ مُتَمَكِّنْ ও বলা হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: وَهُوَ مَا فِيْهِ سَبَبَانِ اَوْ وَاحِدٌ يَقُوْمُ مَقَامَهُمَا مِنَ الْاَسْبَابِ التِّسْعَةِ -

❖ **حُكْمُ لغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ (গায়রে মুনসারিফের হুকুম)ঃ**

اَنْ لَايَدْخُلُهُ الْكَسْرَةُ وَالتَّنْوِيْنُ وَيَكُوْنُ فِيْ مَوْضَعِ الْجَرِّ مَفْتُوْحَةً اَبَدًا-

❖ উদাহরণ: إِبْرَاهِيْمُ

❖ **اَسْبَابُ لغَيْرِ الْمُنْصَرِفِ (গায়রে মুনসারিফের ৯টি সবব)ঃ**

عَدْلُ- وَصْفُ - تَأنِيْثُ - مَعْرِفَةُ - عُجْمَةُ -جَمْعُ-
تَرْكِيْبُ -وَزْنُ فِعْلِ- أَلِفُ وَنُوْنُ زَائِدَتَانِ-

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে গায়রু মুনসারিফের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(০৯) প্রশ্ন ঃ اِسْمُ غَيْرِ مُتَمَكِّنْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে اِسْمُ غَيْرِ مُتَمَكِّنْ এর আলোচনা ব্যাপক। اِسْمُ غَيْرِ مُتَمَكِّنْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

⊠ اَلْمُتَمَكِّنُ لُغَةً (মুতামাক্কিনের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْتَّغَيُّرُ– পরিবর্তন করা।
- اَلتَّبْدِيْلُ– বদল করা।

⊠ اِسْمُ غَيْرِ مُتَمَكِّنْ اِصْطِلَاحًا (গায়রু মুতামাক্কিনের পারিভাষিক অর্থ):

হেদায়াতুন্নাহু গ্রন্থাকার বলেন: إِسْمُ غَيْرُ مُتَمَكِّنْ সেই ইসম যাহাতে أَسْبَابُ تِسْعَةٍ অর্থাৎ নয় সবব-এর মধ্য হইতে দুইটি سَبَبْ অথবা দুইটি سَبَبْ এর সমকক্ষ একটি سَبَبْ অর্থাৎ উপসর্গ পাওয়া যাইবে, ইহাকে إِسْمُ غَيْرُ مُنْصَرِفْ ও বলা হয়।

❖ اَقْسَامُ لِغَيْرِ الْمُتَمَكِّنْ (গায়রু মুতামাক্কিনের প্রকার)ঃ

১. اَلْـمُـضْـمَرَاتُ -(সর্বনামসমূহ), যেমন: اَنَا، نَحْنُ
২. أَسْمَاءُ الإِشَارَةِ -(ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ), যেমন: هَذَا، تِلْكَ
৩. أَسْمَاءُ الْمَوْصُولَاتِ-(সম্বন্ধসূচক বিশেষ্যসমূহ), যেমন: اَلَّذِيْ، اَلَّتِيْ
৪. أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ -(ক্রিয়ার অর্থবোধক বিশেষ্যসমূহ), যেমন: هَيَّهَلْ، هَلُمَّ
৫. أَسْمَاءُ الأَصْواتِ -(ধ্বনিবাচক বিশেষ্যসমূহ), যেমন: يَخْ، بَخْ، غَاقْ
৬. أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ -(স্থান ও কালবাচক বিশেষ্যসমূহ), যেমন: اَمْسِ، غَدَا
৭. أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ- (ইঙ্গিতসূচক বিশেষ্যসমূহ), যেমন: كَمْ، كَذَا
৮. الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيْ -(সর্বনামসমূহ বিশেষ্যসমূহ), যেমন: اَحَدَ عَشَرَ- سِتَّةَ عَشَرْ

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে গায়রু মুতামাক্কিনের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১০) প্রশ্ন ঃ مَبْنِيْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে مَبْنِيْ এর আলোচনা ব্যাপক। مَبْنِيْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلْمَبْنِيْ لُغَةً** ❖ **(মাবনির আভিধানিক অর্থ):**

১. اَلْمِدَادُ: খুঁটি

২. اَلْبِنَاءُ: ভিত্তি

❖ **اَلْمَبْنِيْ اِصْطِلَاحًا** ❖ **(মাবনির পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

মাবনী এমন একটি إسم যাহা অন্য কোন إسم এর সহিত সংযুক্ত হয় না।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: وَهُوَ الَّذِيْ يُتْرَكُ عَلٰي بِنَائِهِ —

- যেমন- ثلاثة -اثنان -واحد -ت -ب ইত্যাদি।

❖**مَبْنِي এর হুকুম**: আ'মেল পরিবর্তন হইলেও উহার শেষের اِعْرَابْ পরিবর্তন হয় না। মাবনী এর হরকতকে যথাক্রমে ضُمَّةٌ- فَتْحَةٌ- كَسْرَةٌ বলা হয়, আর سُكُوْنُ কে وَقْفُ বলা হয়।

❖ **اَقْسَامُ الْمَبْنِيْ** ❖ (মাবনীর প্রকার):

মাবনী মোট দুই প্রকার:

১. **اَصْلُ الْمَبْنِيْ** (আসল মাবনী)

২. **مُشَبَّهْ مَبْنِيْ** (মাবনীর অনুরূপ)

❖ **اَصْلُ الْمَبْنِيْ** ❖ **(আসল মাবনী) দুই প্রকার:**

- **فِعْل** থেকে- দুই প্রকার:

١. فِعْلُ مَاضِيْ- ٢. اَمْرُ حَاضِرْ مَعْرُوفْ

- **حرف** থেকে- সকল প্রকার হরফ: جَمِيْعُ حُرُوفْ

❖**مُشَبَّهْ مَبْنِيْ** ❖ **(মাবনীর অনুরূপ) আট প্রকার,** যেগুলো কেবল ইসম থেকে ব্যবহৃত হবে। مُشَبَّهْ مَبْنِيْ মোট ৮ প্রকার:

اَلْمُضْمَرَاتُ- أَسْمَاءُ الإشَارَةِ -أَسْمَاءُ الْمَوْصُولَاتِ- أَسْمَاءُ الأَفْعَالِ-

أَسْمَاءُ الأَصْواتِ - أَسْمَاءُ الظُّرُوْفِ -أَسْمَاءُ الْكِنَايَةِ- الْمُرَكَّبُ الْبِنَائِيْ-

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ইসমে مَبْنِيْ এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১১) প্রশ্ন ঃ اَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَاتِ এর প্রকারসমূহ উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে اَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَاتِ এর আলোচনা ব্যাপক। اَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَاتِ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

⊠ اَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَاتِ (اَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَاتِ এর সংজ্ঞা):

হেদায়াতুন্নাহু গ্রন্থাকার বলেন: নসবের (যবর) হালতে ব্যবহৃত সকল ইসিমকে اَسْمَاءُ الْمَنْصُوْبَاتِ বলে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: هي اَلْاَسْمَاءُ اَلَّتِيْ تُسْتَعْمَلُ عَلٰي حَالَةِ النَّصْبِ-

- **اَقْسَامُ الْمَنْصُوْبَاتِ: মানসুবাতের প্রকারসমূহ**

১. مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ: যেমন- نَصَرَ زَيْدٌ نَصْرًا

২. مَفْعُوْلُ بِهِ: যেমন- نَصَرَ زَيْدٌ خَالِدًا

৩. مَفْعُوْلُ فِيْهِ : যেমন- صُمْتُ شَهْرًا

৪. مَفْعُوْلُ لَهُ : যেমন- ضَرَبْتُهُ تَادِيْبًا

৫. مَفْعُوْلُ مَعَهُ: যেমন- جَاءَ الْبَرْدُ وَالْجُبَّاتِ

৬. حَالْ: যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ رَاكِبًا

৭. تَمِيزْ: যেমন- عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا

৮. مُسْتَثْنٰي : যেমন- جَاءَنِيْ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا

৯. اسمُ إِنَّ وَاَخْوَاتِهَا: যেমন- اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ

১০. خَبْرِ كَانَ وَاَخْوَاتِهَا : যেমন- كَانَ اللهُ عَلِيْمًا

১১. خَبْرِ مَا وَ لَا الْمُشَبَّهَتَيْنِ بِلَيْسَ : যেমন- مَا زَيْدٌ قَائِمًا

১২. اسْمِ لَا اَلَّتِيْ لِنَفِيِ الْجِنْسِ: যেমন- لَا طَالِبًا حَاضِرٌ

১৩. خَبْرِ لَما اَلَّتِيْ لِنَفِيِ الْجِنْسِ: যেমন- لَا طَالِبًا حَاضِرٌ

১৪. خَبْرِ كَادَ وَاَخْوَاتِهَا : যেমন- كَادَ اللهُ عَلِيْمًا

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ইসমে মানসুবাতের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১২) প্রশ্ন ঃ مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ এর আলোচনা ব্যাপক। مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمَفْعُوْلُ لُغَةً (মাফউলের আভিধানিক অর্থ):**

- مَعْمُوْلُ–কৃত/সম্পাদিত কাজ।
- اَلْمَوْقُوْعُ–পতিত।

☒ **مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ اِصْطِلَاحًا (মাফউলু মুতলাকের পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

উহা এমন একটি مَصْدَرْ যাহা উহার পূর্বে বর্ণিত فِعْلُ এর অর্থে ব্যবহৃত হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهِدَايَةِ النَّحْوِ: هُوَ مَصْدَرٌ بِمَعْنَي فِعْلٍ مَذْكُوْرٍ قَبْلَهُ-

- যেমন- نَصَرَ زَيْدٌ نَصْرًا

❖ **مَفْعُوْلُ مُطْلَقْ তিন প্রকার:**

১. اَلتَّاكِيْدُ: (দৃঢ়তা বাচক), যেমন:

نَصَرْتُ نَصْرًا

২.اَلنَّوْعُ (শ্রেণি বাচক), যেমন:

جَلَسْتُ جِلْسَةَ الْقَارِيْ

৩.اَلْعَدَدُ (সংখ্যা বাচক), যেমন:

جَلَسْتُ جَلْسَةً اَوْجَلْسَتَيْنِ اَوْجَلْسَاتٍ

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মাফউলের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১৩) প্রশ্ন ঃ مَفعُوْلُ بِـهِ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে مَفْعُوْلُ بِـهِ এর আলোচনা ব্যাপক। مَفْعُوْلُ به সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمَفْعُوْلُ لُغَةً (মাফউলের আভিধানিক অর্থ):**

- مَعْمُوْلُ–কৃত/সম্পাদিত কাজ।
- مَوْقُوْعُ–পতিত।

☒ **مَفْعُوْلُ به اِصْطِلَاحًا (পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

❖ مفعول به ঐ إسم কে বলে যাহার উপর কর্তার কাজটি নিপতিত হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهِدَايَةِ النَّحْوِ: وَهُوَ اِسْمٌ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ فِعْلُ الْفَاعِلِ –

- যেমন- نَصَرَ زَيْدٌ عَمْرًا

❖ **مَفْعُوْلُ به চার প্রকার:**

১. اِسْمٌ ظَاهِرٌ (প্রকাশ্য ইসিম): যেমন-نَصَرَ الطَّالِبُ الْفَقِيْرَ

২. ضَمِيْرٌ مُتَّصِلٌ (সংযুক্ত সর্বনাম): যেমন আল্লাহর বাণী–
هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ-

৩. ضَمِيْرٌ مُنْفَصِلٌ (বিচ্ছিন্ন সর্বনাম): যেমন আল্লাহর বাণী–
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-

৪. اَلْمَصْدَرُ الْمُؤَوَّلُ بِالصَّرِيْحِ (ব্যাখ্যাকৃত মাসদার): যেমন আল্লাহর বাণী–
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً-

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মাফউলের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১৪) প্রশ্ন ঃ حَالْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে حَالْ এর আলোচনা ব্যাপক। حَالْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْحَالُ لُغَةً (হালের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلْهَيْئَةُ– আকৃতি।
- اَلْحَالَةُ– অবস্থা।

☒ **اَلْحَالُ اِصْطِلَاحًا (হালের পারিভাষিক অর্থ):**

❖ হেদায়াতুন্নাহু গ্রন্থাকার বলেন: حَالْ হাল এমন একটি শব্দ যাহা فَاعِلْ কিংবা مَفْعُوْلُ অথবা উভয়েরই অবস্থা বর্ণনা করে।

❖ যেমন- جَاءَزَيْدٌرَاكِبًا ❖

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: اَلْحَالُ لَفْظٌ يَدُلُّ عَلٰي بَيَانِ هَيْأَةِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُوْلِ بِهِ اَوْ كِلَيْهِمَا

❖ حَالْ সব সময় نَكِرَةُ এবং ذُوْالْحَالِ অধিকাংশ সময় مَعْرِفَةُ হইয়া থাকে।

❖ **اَقْسَامُ الْحَالِ** (হালের প্রকারভেদ): হাল তিন প্রকার:

١- مُفْرَدْ-

٢- جُمْلَةٌ-

٣- شِبْهُ جُمْلَةٍ-

১. **مُفْرَدْ** (শব্দ): যেমন: আল্লাহর কুরআনের বাণী: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا

২. **جُمْلَةٌ** (বাক্য)

جُمْلَةُ আবার দুই প্রকার:

أ. جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ

দুইটি إِسْمُ এর দ্বারা গঠিত বাক্যকে **جُمْلَةٌ** اِسْمِيَّةٌ বলা হয়, যেমনঃ زَيدٌ قائمٌ

ب. جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ

একটি إسم এবং একটি فعل এর দ্বারা গঠিত, ইহা **جُمْلَةٌ** فِعْلِيَّةٌ যেমনঃ قامَ زَيدٌ

৩. **شِبْهُ جُمْلَةٍ** (বাক্যের অনুরূপ): যেমন: আল্লাহর কুরআনের বাণী:

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে হালের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১৫) প্রশ্ন ঃ تَمِيْز কাকে বলে? উহা কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে تَمِيْز এর আলোচনা ব্যাপক। تَمِيْز সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **التَّمِيْزُ لُغَةً (তামিজের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلتَّفْرِيْقُ–পৃথক করা।
- اَلاِبْعَادُ– দূর করা।
- اَلْقَطْعُ– বিচ্ছেদ করা।

☒ **التَّمِيْزُ اِصْطِلَاحًا (তামিজের পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

تميز (সন্দেহ নিরসনকারী পদ) ঃ تميز এমন একটি نكرة যাহা (সংখ্যা, পরিমাণ, ওজন, দূরত্ব) ইত্যাদি কোন অস্পষ্ট পরিমাণের উল্লেখের পর বর্ণনা করা হয় এবং সেই نكرة শব্দটি ঐ সন্দেহকে দূরীভূত করিয়া থাকে। যেমন- عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا-

التَّمِيْزُ هُوَ نَكِرَةٌ تُذْكَرُ بَعْدَ مِقْدَارٍ مِنْ عَدَدٍ اَوْ كَيْلٍ اَوْ وَزْنٍ اَوْ مَسَاحَةٍ اَوْ غَيْرُ ذَالِكَ-

❖ **تَمِيْزُ দুই প্রকার:**

১- تَمِيْزُ مُفْرَدٍ (শব্দগত তামিজ)।
২- تَمِيْزُ جُمْلَةٍ (বাক্যগত তামিজ)।

❖**تَمِيْزِ مُفْرَدْ (শব্দগত তামিজ)।**

مُمَيَّزْ টি হবে পূর্বে উল্লেখিত একক শব্দ। এ প্রকারের تَمِيْزِ ব্যবহার হবে নিম্নের পদসমূহের পর-

১. بَعْدَ عَدَدٍ- সংখ্যার পরে। যেমন- আল্লাহর বাণী:
إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا (يوسف:٤)
২. بَعْدَ كَيْلٍ- পরিমাপের পরে। যেমন--اشتريت اوقية عسلا
৩. بَعْدَ وَزْنٍ- ওজনের পরে। যেমন--اِشْتَرَيْتُ لِتَرًا حَلِيْبًا
৪. بَعْدَ عَرِيْضَةٍ- আয়তনের পরে। যেমন--زرعت هكتارا أرضا
৫. بَعْدَ مَسَاحَةٍ- মাপের পরে। যেমন- আল্লাহর বাণী: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

❖**تَمِيْزِ جُمْلَةْ (বাক্যগত তামিজ)।**

مُمَيَّزْ টি উল্লেখ ছাড়াই পূর্বের বাক্য থেকে তা প্রণিধানযোগ্য হয়।
এ প্রকারের تَمِيْزِ ব্যবহার হবে নিম্নের পদসমূহের পর-

১- فَاعِلْ থেকে। যেমন আল্লাহর বাণী–
قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (مريم:٤)
২- مَفْعُولْ بِهِ থেকে। যেমন আল্লাহর বাণী–
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ (القمر:١٢)
৩- مُبْتَدَأ থেকে। যেমন আল্লাহর বাণী–
وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا (الكهف:٣٤)

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে তামিজের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১৬) প্রশ্ন ঃ مُسْتَثْنٰي কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে مُسْتَثْنٰي এর আলোচনা ব্যাপক। مُسْتَثْنٰي সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمُسْتَثْنٰي لُغَةً (মুসতাছনার আভিধানিক অর্থ):**

- اَلْاِفْتِرَاقُ– আলাদা করা।
- اَلْاِبْعَادُ– পৃথক করা।

☒ **اَلْمُسْتَثْنٰي اِصْطِلَاحًا (মুসতাছনার পারিভাষিক অর্থ):**

مُسْتَثْنَي (পৃথককৃত) ঃ مُسْتَثْنَي এমন একটি শব্দ যাহা اِلَّا বা তাহার সমগোষ্ঠী।

لَفْظٌ يُذْكَرُ بَعْدَ اِلَّا وَاَخَوَاتِهَا لِيَعْلَمَ اَنَّهُ لَا يُنْسَبُ اِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلٰي مَا قَبْلَهَا –

❖ **مُسْتَثْنَي দুই প্রকার:**

১. مُسْتَثْنَي مُتَّصِلْ (একত্রি মুসতাছনা)।

২. مُسْتَثْنَي مُنْقَطِعْ (বিচ্ছিন্ন মুসতাছনা)।

❖ **مُسْتَثْنَي مُتَّصِلْ (একত্রি মুসতাছনা):** ঐ মুসতাছনাকে বলা হয় যাহা اِلَّا এবং তাহার সমগোষ্ঠীর (خَلَا، عَدَا، حَاشَا، مَاخَلَا، مَاعَدَا، لَيْسَ) দ্বারা সংখ্যা হইতে বাহির করিয়া দেওয়া হয়।

- যেমন -جَاءَنِيْ الْقَوْمُ اِلَّا زَيْدًا

❖ **مُسْتَثْنَي مُنْقَطِعْ (বিচ্ছিন্ন মুসতাছনা):** ঐ মুসতাছনাকে বলে যাহা اِلَّا এবং তাহার সমগোষ্ঠীর পরে বর্ণনা করা হয় বটে কিন্তু তাহা مُسْتَثْنَي مِنْهُ এর অন্তর্ভূক্ত নয় বিধায় উহাকে مُسْتَثْنَي مِنْهُ হইতে বাহির করা হয় না। যেমন- جَاءَنِيْ الْقَوْمُ اِلَّا حِمَارًا

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মুসতাছনার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১৭) উদাহরণসহ تَثْنِيَّةُ এর পরিচয় লিখ।

تَثْنِيَّةُ এর পরিচয়: দ্বিবচনবাচক শব্দকে تَثْنِيَّةُ বলে।

❖ **تَثْنِيَّةُ তিন প্রকার:**

১. تَثْنِيَّةُ حَقِيْقِيْ : প্রকৃত দ্বিবচন।

যেমন: رَجُلَانِ- رَجُلَيْنِ-

২. تَثْنِيَّةُ مَعْنَوِيْ: উহ্য দ্বিবচন ।

যেমন: كِلَا،كِلْتَا- كِلَيْهِمَا- كِلْتَيْهِمَا-

৩. تَثْنِيَّةُ صُوْرِيْ : আকৃতিগত দ্বিবচন ।

যেমন: اِثْنَانِ،اِثْنَتَانِ- اِثْنَيْنِ،اِثْنَتَيْنِ-

❖ **تَثْنِيَّةُ এর ইরাব :** রফার অবস্থায় الف হওয়া, নসব ও যরের অবস্থায় ياء সাকিন এবং তাহার পূর্বাক্ষর যবর হবে।

(১৮) প্রশ্ন ঃ جَمْعُ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে جَمْعُ এর আলোচনা ব্যাপক। جَمْعُ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلْجَمْعُ لُغَةً (জাম'আর আভিধানিক অর্থ):**

- اَلضَّمُّ : একত্রিত
- اَلْاِتِّفَاقُ : ঐক্য
- اَلْكَثِير : অনেক

❖ **اَلْجَمْعُ اِصْطِلَاحًا (জাম'আর পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

❖ جمع (বহুবচন) ঐ ইসম যাহা নিজের এক বচনের অক্ষরগুলি শাব্দিক বা উহ্য পরিবর্তনের দ্বারা উহার অক্ষরসমূহের মাধ্যমে উহার উদ্দেশ্যগত একাধিক একককে বুঝায়। যেমন-رِجَالٌ

❖ কেউ কেউ বলেন: যে শব্দ দ্বারা দুই এর অধিক বুঝায় তাকে জাম'আ বলে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: هُوَ اِسْمٌ يَدُلُّ عَلٰي ثَلَاثَةٍ فَاَكْثَرْ مِنَ الْاَحَادِ بِتَغْيِيْرِ فِيْ مُفْرَدِهِ-

جَمْعُ এর প্রকারভেদ:

☒ **جَمْعُ প্রথমত দুই ভাগে বিভক্ত।**

جَمْعُ مُكَسَّرْ(২) جَمْعُ سَالِمْ (১)

❖ جَمْعُ سَالِمْ ঐ কে বলা হয়, যাহার মধ্যে وَاحِدْ এর ওজন পরিবর্তন হয় না। যেমন- مُسْلِمُوْنَ

❖ আর جَمْعُ مُكَسَّرْ ঐ কে বলা হয় যাহার মধে وَاحِدْ এর ওজন পরিবর্তন হইয়া যায় رِجَالٌ

☒ **جَمْعُ سَالِمْ আবার দুই ভাগে বিভক্ত।**

مُؤَنَّثُ سَالِمْ (مُسْلِمَاتْ) (২) مُذَكَّرُ سَالِمْ (مُسْلِمُوْنَ) (১)

❖ مُذَكَّرُ سَالِمْ ঐ ইসমকে বলা হয় যাহার শেষ ভাগে এমনوَاوُ যোগ করা হয় যাহার পূর্বের অক্ষর পেশ যুক্ত হয় এবং وَاوُ এর পরে যবর যুক্ত نُوْنُ হয়। যেমন-مُسْلِمُوْنَ অথবা শেষে يَاءُ হইবে যাহার পূর্ব অক্ষর যেরযুক্ত হয় এবং পূর্ব উল্লেখিত نُوْنُ হয়।

❖ যেমন- مُسْلِمِيْنَ - مُسْلِمُوْنَ এবং এই নিয়ম শুধু جَمْعُ سَالِمْ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

❖ দ্বিতীয় প্রকার جَمْعُ مُؤَنَّثِ سَالِمْ ঐ বহুবচন যাহার এক বচনের অন্তে اَلِفْ এবং تَاءُ যুক্ত হয়। যেমন- (مُسْلِمَاتٌ)

❖ ইহার জন্য শর্ত হইয়াছে এই যে, যদি ইয়া কোন صَفَةْ হয় এবং ইহার পুংলিঙ্গের বহুবচন وَاوُ ও نُوْنُএর দ্বারা হয় তখন উল্লেখিতভাবে উহার جَمْعُ হইবে।

☒ **جَمْعُ আবার দুইভাগে বিভক্ত।**

جَمْعُ قِلَّتْ- جَمْعُ كَثُرَتْ

❖ جَمْعُ قِلَّتْ ঐ বহুবচন, যাহা দশ বা উহা হইতে কম সংখ্যা বুঝায়।

❖ উহার ওযনগুলো: افعل -افعال- افعلة- فعلة

❖ দ্বিতীয় প্রকার جَمْعُ كَثُرَتْ যাহা দশের উপরের সংখ্যার জন্য ব্যবহার হয় এবং এর جَمْعُ قِلَّتْ ওজনসমূহের বাহিরে যত ওজন আছে ঐ সমস্ত جَمْعُ كَثُرَتْ এর ওজন।

(১৯) প্রশ্ন ঃ اَسْمَاءُ مَرْفُوْعَاتْ কাকে বলে? উহার প্রকারসমূহ উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে اَسْمَاءُ مَرْفُوْعَاتْ এর আলোচনা ব্যাপক। اَسْمَاءُ مَرْفُوْعَاتْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَسْمَاءُ مَرْفُوْعَاتْ এর সংজ্ঞা:**

পেশের হালতে ব্যবহৃত সকল ইসিমকে اَسْمَاءُ مَرْفُوْعَاتْ বলে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: هي اَلْاَسْمَاءُ اَلَّـتِيْ تُسْتَعْمَلُ عَلٰي حَالَةِ الرَّفْعِ

- **اَقْسَامُ الْمَرْفُوْعَاتْ: মারফুআ'তের প্রকারসমূহ:**

اَسْمَاءُ مَرْفُوْعَاتْ (পেশ প্রদানকারী বিশেষ্য) আট প্রকার :

১. فَاعِلُ (কর্তা)- যেমন: نَصَرَ زَيْدٌ-

২. نَائِبُ فَاعِلْ (কর্তার স্থলাভিষিক্ত):- যেমন:- نُصِرَ زَيْدٌ

৩. مُبْتَدَاءُ (উদ্দেশ্য):- যেমন: اللهُ خَالِقٌ

৪. خَبَرُ (সংবাদ): - যেমন: اَلْاِسْلَامُ نُوْرٌ

৫. خَبْرِ إِنَّ وَاِخَوَاتِهَا (إِنَّ এবং তার সমগোত্রীয়দের খবর):- اِنَّ اللهَ عَلِيْمٌ-

৬. اِسْمِ كَانَ وَاِخْوَاتِهَا (كان এবং তার সমগোত্রীয়দের ইসম)كَانَ اللهُ عَلِيْمًا

৭. اِسْمِ مَا وَ لَا الْـمُـشَـبَّـهْـتَـيْـنِ بِلَيْسَ (ما، لا এর সাথে সাদৃশ্য ليس):مَا زَيْدٌ قَائِمًا

৮. خَبْرِ لَا اَلَّتِيْ لِنَفِيِ الْجِنْسِ (জাতিবাচক لا এর খবর)যেমন:- لَا طَالِبًا حَاضِرٌ-

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মারফুআ'তের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২০) প্রশ্ন ঃ فَاعِلْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে فَاعِلْ এর আলোচনা ব্যাপক। فَاعِلْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ اَلْفَاعِلُ لُغَةً (ফা'য়েলের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْعَامِلُ– কর্তা।
- اَلْاٰمِرُ– আদেশকারী।

☒ اَلْفَاعِلُ اِصْطِلَاحًا (ফা'য়েলের পারিভাষিক অর্থ):

❖ فَاعِلْ (কর্তৃকারক) ঃ ইহা এমন একটি ইসম যাহার পূর্বে একটি ফে'ল বা ছিফাত হইতে সেই ইসমের দিকে এইভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে যে فعل টি ইসমটির সহিত বিদ্যমান হইবে, কিন্তু ইসমটির উপর উহা পতিত হবে না।

❖ কেউ কেউ বলেন: কর্ম সম্পাদনকারীকে فَاعِلْ বলে। যেমন: قَامَ زَيْدٌ

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: كُلُّ اِسْمٍ قَبْلَهُ فِعْلٌ اَوْ صِفَةٌ –

❖সকল কাজকে فَعْلُ বলে, কাজটি যিনি করেন তাকে فَاعِلُ বলে এবং কাজটি যার উপর পতিত হয় তাকে مَفْعُوْلُ বলে।

❖ বাক্যে সাধারণত প্রথমে فَعْلُ , তার পর فَاعِلْ এবং সর্বশেষ مَفْعُوْلُ আসে।

❖ فَاعِلْ হওয়ার জন্য إِسْمُ হওয়া শর্ত, কিন্তু إِسْمُ হওয়ার জন্য فَاعْلُ হওয়া শর্ত নয়।

☒ اَقْسَامُ الْفَاعِلْ (ফায়েলের প্রকারভেদ):

ফায়েল দুই প্রকার

১. مُظْهَرْ :প্রকাশ্য, যেমন: قَامَ زيدٌ

২. مُضْمَرْ : সর্বনাম, যেমন: زيدٌ قامَ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ফায়েলের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২১) প্রশ্ন ঃ مُبْتَدَأ ও خَبْرُ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে مُبْتَدَأ، خَبْرُ এর আলোচনা ব্যাপক। مُبْتَدَأ، خَبْرُ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ الْمُبْتَدَأ لُغَةً (মুবতাদার আভিধানিক অর্থ):

- اَلْمَبْدَأ— শুরু।
- اَلشُّرُوْعُ— আরম্ভ।

☒ الْخَبْرُ لُغَةً (খবরের আভিধানিক অর্থ):

- اَلنَّبَأُ— সংবাদ।
- اَلْقَوْلُ— বার্তা।

☒ اَلْمُبْتَدَأُ وَ الْخَبْرُ (মুবতাদা ও খবরের পারিভাষিক অর্থ):

বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مُبْتَدَأ এবং যাহা বলা হয় তাকে خَبْرُ বলে।

❖ উহার একটিকে مُسْنَدُ إِلَيْهِ এবং উহাকে مُبْتَدَأ বলা হয়, অপরটি مُسْنَدُ এবং উহাকে خَبَرُ বলা হয়।

❖ এ দুইটি ইসিম عَامِلِ لَفْظِيْ (বাহ্যিক আমেল) হইতে মুক্ত হইবে।

اَلْمُبْتَدَأُ وَ الْخَبْرُ هُمَا اِسْمَانِ مُجَرَّدَانِ عَنِ الْعَوَامِلِ اللَّفْظِيَّةِ۔

❖ উদাহরণ: زَيْدٌ قَائِمٌ বাক্যে زيد মুবতাদা, এবং قائم উহার খবর।

==

○ মুবতাদা হওয়ার জন্য শর্ত ৬টি:

১. إِسْمُ তথা নাম হওয়া।
২. ضُمَّةٌ তথা পেশ হওয়া।
৩. إِبْتِدَأ তথা বাক্যের শুরুতে আসা।
৪. عَامِلُ لَفْظِيْ তথা প্রকাশ্য আমেল থেকে মুক্ত হওয়া।
৫. مُسْنَدُ إِلَيْهِ তথা তার মুসনাদের।
৬. مَعْرِفَةٌ তথা নির্দিষ্ট হওয়া।

○ বি.দ্র: ছয়টি শর্তের মধ্যে যদি যেকোন একটির না পাওয়া যায় তাহলে মুবতাদা হবে না।

○ مُبْتَدَأ + خَبَرْ= جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ (اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ- اَلْكُفْرُ بَاطِلٌ- اللهُ خَالِقٌ- اَلْمُسْلِمُ مُطِيْعٌ- هَذَا قَلَمٌ- زَيْدٌ عَالِمٌ)

○ مُبْتَدَأ + خَبَرْ(مُضَافْ+ مُضَافُ اِلَيْهِ)= جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ (اَلْقُرْانُ كِتَابُ اللهِ- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ)-

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মুবতাদা এবং খবরের গুরুত্ব অপরিসীম।

(২২) প্রশ্ন ঃ مُنَادَي কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে مُنَادَي এর আলোচনা ব্যাপক। مُنَادَي সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **المُنَـادَي لُغَةً (মুনাদার আভিধানিক অর্থ):**

- اَدْعُوْ – আমি ডাকি।
- اَطْلُبُ– আমি তালাশ করি।

☒ **المُنَـادَي اِصْطِلَاحًا (মুনাদার পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

اَلْمُنَادَيْ (আহুত) মোনাদা এমন ইসম যাহাকে কোন حَرْفُ نِدَاءَ দ্বারা ডাকা হয়।

❖ যেমনঃ يازَيْدُ

قَالَ الصَّاحِبُ لِهِدَايَةِ النَّحْوِ: اِسْمٌ مَدْعُوٌّ بِحَرْفِ النِّدَاءِ-

❖ **حُرُوْفُ النِّدَاءِ (হরফে নেদা) পাঁচটি।**

১. يَــا যেমন: يَا اللهُ-
২. -أيَــا- যেমন:-اَيَا خَالِقَ النَّاسِ
৩. – هَيَا যেমন: هَيَا عَبْدَ اللهِ
৪. – أيْ যেমন: اَيْ فَاطِمَةُ
৫. -هَـمْــزَةُ الْمَــفْــتُــوْحَــة- যেমন: أَاَدْخُلُ؟

☒ **মুনাদার ব্যবহার পদ্ধতি:**

❖ اَيْ এবং هَمْزَةُ নিকটবর্তী জিনিসকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

❖ اَيَا এবং هَيَا দূরবর্তী জিনিসকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

❖ اَيَا নিকটবর্তী এবং দুরবর্তী সকল জিনিসকে আহ্বান করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

❖**اَلْخَاتِمَةُ** :বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মুনাদার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৩) প্রশ্ন ঃ تَوَابِعْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে تَوَابِعْ এর আলোচনা ব্যাপক। تَوَابِعْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ اَلتَّوَابِعُ لُغَةً (তাওয়াবের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْاِتِّبَاعُ–আনুগত্য করা
- اَلْاِطَاعَةُ–অনুসরন করা
- اَلتَّقْلِيْدُ– অনুকরন করা

☒ اَلتَّوَابِعُ اِصْطِلَاحًا (তাওয়াবের পারিভাষিক সংজ্ঞা):

تَابِعْ প্রত্যেক ঐ দ্বিতীয় শব্দকে বলা হয় যে শব্দের اِعْرَابْ একই কারণে পূর্ববর্তী শব্দের اِعْرَابْ এর মত হয়। অর্থাৎ উভয়ের মধ্যে একই اِعْرَابْ হয় এবং উভয়ের মধ্যে ঐ اِعْرَابْ হওয়ার কারণও অভিন্ন।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهِدَايَةِ النَّحْوِ: قَدْ يَكُوْنُ اِعْرَابُ الْاِسْمِ بِتَبْعِيَّةِ مَا قَبْلَهُ -

● যেমন- جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ

❖ **تَوَابِعُ মোট ৫ প্রকার:**

١- اَلنَّعْتُ، ٢- اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ، ٣- اَلتَّاكِيْدُ، ٤- اَلْبَدْلُ، ٥- عَطْفُ الْبَيَانِ

১. اَلنَّعْتُ: (গুণবাচক)। যেমন: -جَاءَنِيْ رَجُلٌ عَالِمٌ

২. اَلْعَطْفُ بِالْحُرُوْفِ: (হরফ দ্বারা সংযোজিত)। যেমন: -نَصَرْتُ اَنَا وَزَيْدٌ

৩. اَلتَّاكِيْدُ: (দৃঢ়তাজ্ঞাপক পদ)। যেমন:-جَاءَ جَاءَ زَيْدٌ

৪. اَلْبَدْلُ : (পরিবর্তিত পদ)। যেমন:- جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ

৫. عَطْفُ الْبَيَانِ: (বর্ণনামূলক)। যেমন:-قَامَ اَبُوْ حَفْصٍ عُمَرُ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে তাওয়াবের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৪) প্রশ্ন ঃ نَعْتُ কাকে বলে? উহা কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ❖:** আরবী ব্যাকরণে نَعَتْ এর আলোচনা ব্যাপক। نَعَتْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْنَّعْتُ لُغَةً (না'তের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلصِّفَةُ– গুণ।
- اَلثَّنَاءُ– প্রশংসা।

☒ **اَلْنَّعْتُ اِصْطِلَاحًا (না'তের পারিভাষিক অর্থ):**

نَعْتُ (বিশেষণ): উহা ঐ تَابِعْ যাহা একক অর্থ বুঝায়, যাহা مَتْبُوْعُ এবং مَتْبُوْعُ এর সংশ্লিষ্ট জিনিসের মধ্যে হইবে। আর نَعْتُ কে صِفَتْ ও বলা হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: اَلنَّعْتُ تَابِعٌ يَدُلُّ عَلَي مَعْنًي فِيْ مَتْبُوْعِهِ-

- যেমন- هُوَ رَجُلٌ عَالِمٌ

❖ **نَعَتْ দুই প্রকার:**

১. النَّعْتُ الْحَقِيْقِيُ (প্রকৃত নাত):

২. النَّعْتُ السَّبَبِيُ (কারণ বশত: নাত):

❖**النَّعْتُ الْحَقِيْقِيُ (প্রকৃত নাত):**

প্রথম প্রকার نَعَتْ এর জন্য تَابِعْ এবং مَتْبُوْعُ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত দশটির ৪টি বিষয়ে সমতা থাকা শর্ত। সেই দশটি বিষয় হইল ঃ

١- مُذَكَّرْ – مُؤَنَّثْ – ٢- وَاحِدْ – تَثْنِيَّةْ – جَمَعْ –

٣- مَعْرِفَةْ – نَكِرَةْ – ٤- رَفَعْ- نَصَبْ – جَرْ

❖**اَلْمَثَلُ:** هو رَجُلٌ عَالِمٌ

❖**النَّعْتُ السَّبَبِيُ❖ (কারণ বশত: নাত):**

দ্বিতীয় প্রকার نَعَتْ এর জন্য تَابِعْ এবং مَتْبُوْعُ এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত ৫টির মধ্যে ২টি বিষয়ে সমতা থাকা শর্ত।

١- مَعْرِفَةْ – نَكِرَةْ – ٢- رَفَعْ- نَصَبْ – جَرْ

اَلْمَثَلُ: هَذَا بَيْتٌ وَاسِعَةٌ غُرْفَتُهُ-

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে নাতের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৫) প্রশ্ন ঃ بَدْلُ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে بَدْلُ এর আলোচনা ব্যাপক। بَدْلُ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ اَلْبَدْلُ لُغَةً (বদলের আভিধানিক অর্থ):

- اَلتَّغْيِيْرُ– পরিবর্তন।
- اَلتَّحْوِيْلُ– স্থানান্তর।

☒ اَلْبَدْلُ اِصْطِلَاحًا (বদলের পারিভাষিক অর্থ):

بَدَلْ ঐ تَابِعْ যে উহার পূর্ববর্তী শব্দকে যাহার সহিত সম্বন্ধ করা হইয়াছে, উহাকেও সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধ করা হয় এবং সেই সম্বন্ধের দ্বারা প্রকৃত পক্ষে সেই تَابِعْ টি মাকছুদ বা উদ্দেশ্য, مَتْبُوْعُ মাকছুদ নহে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: يُنْسَبُ إِلَيْهِ مَا نُسِبَ إِلَي مَتْبُوْعِهِ-

❖ **بَدْلُ চার প্রকার:**

১. بَدْلُ الْكُلِّ (পরিপূর্ণ বদল): যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ اَخُوْكَ

২. بَدْلُ الْبَعْضِ (অংশ বদল): যেমন-ضَرَبْتُ زَيْدًا رَاسَهُ

৩. بَدْلُ الْاِشْتِمَالِ (আনুষাঙ্গিক বদল): যেমন-سُلِبَ زَيْدٌ ثَوْبَهُ

৪. بَدْلُ الْغَلَطِ (ভুলবশত: বদল): যেমন- جَاءَنِيْ زَيْدٌ خَالِدٌ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖ : বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে বদলের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৬) প্রশ্ন ঃ حُرُوْفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ কাকে বলে? উহা কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে حُرُوْفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ এর আলোচনা ব্যাপক। حُرُوْفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمُشَبَّهَةُ لُغَةً (মুশাব্বাহর আভিধানিক অর্থ):**

- اَلتَّمْثِيْلُ– অনুরূপ।
- اَلتَّصْوِيْرُ– আকৃতি।

☒ **اَلْمُشَبَّهَةُ اِصْطِلَاحًا (মুশাব্বাহর পারিভাষিক অর্থ):**

حُرُوفُ مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ (ফে‘লের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হরফ): এই হরফগুলি মোবতাদা ও খবরের পূর্বে আসিয়া মোবতাদাকে নছব এবং খবরকে রফা‘ প্রদান করে।

* উহার মুবতাদাকে اِسْمُ إِنَّ এবং খবরকে خَبْرُ إِنَّ বলা হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهِدَايَةِ النَّحْوِ: هُوَ اِسْمِ اِنَّ وَخَبْرُ اِنَّ فِيْ الْجُمْلَةِ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ-

❖ **حُرُوْفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ এর আমল:** মোবতাদাকে নছব এবং খবরকে রফা‘ প্রদান করে।

تَنْصَبُ الْمُبْتَدَاء اَيْ اِسْمِ اِنَّ وَتَرْفَعُ الْخَبْرُ اَيْ خَبْرِ اِنَّ-

❖ **حُرُوْفُ مُشَبَّهَةٌ بِالْفِعْلِ ছয়টি:**

إِنَّ، اَنَّ، كَانَّ، لَكِنَّ، لَيْتَ، لَعَلَّ –

---

১. إِنَّ: لِلتَّحْقِيْقِ (اِنَّ দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
اَلْمَثَلُ: اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ-

২. أَنَّ: لِلتَّحْقِيْقِ- (اَنَّ দৃঢ়তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
اَلْمَثَلُ: اَنَّ خَالِدًا حَاضِرٌ-

৩. كَأَنَّ: لِلتَّشْبِيْهِ (كَانّ সাদৃশ্য বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
اَلْمَثَلُ: كَانَّ زَيْدًا اَسَدٌ-

৪. لَكِنَّ: للإِسْتِدْرَاكِ (لَكِنَّ বিকল্প বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
اَلْمَثَلُ: زَيْدٌ قَائِمٌ لَكِنَّ بَكْرًا جَالِسٌ -

৫. لَيْتَ: لِلتَّمَنَّائِيْ (لَيْتَ আকাংখা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
اَلْمَثَلُ: لَيْتَ الشَّبَابَ يَعُوْدُ-

৬. لَعَلَّ: لِلإِحْتِمَالِ (لَعَلَّ সম্ভাব্যতা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়)
اَلْمَثَلُ: لَعَلَّ زَيْدًا غَنِيٌّ-

❖ **إِنَّ এর হামযাহ মোট ৪ স্থানে যেরযুক্ত হবে:**

১. قول শব্দের পর, ২. قسم এর পর, ৩.শব্দের শুরুতে আসলে, ৪.বাক্যে খবর হওয়া।

❖ **اَنَّ এর হামযাহ মোট ৫ জায়গায় যবরযুক্ত হবে:**

১. علم শব্দের পর, ২. ظن এর পর, ৩. শব্দের মাঝখানে আসলে, ৪. لو এর পর, ৫. لولا এর পর।

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে حُرُوفُ مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৭) প্রশ্ন ঃ اِضَافَةٌ কাকে বলে? উহা কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে اِضَافَةٌ এর আলোচনা ব্যাপক। اِضَافَةٌ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **الْاِضَافَةُ لُغَةً (ইযাফাতের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلنِّسْبَةُ– সম্পর্ক।
- اَلْاِتِّصَالُ– মিলানো।

☒ **الْاِضَافَةُ اِصْطِلَاحًا (ইযাফাতের পারিভাষিক অর্থ):**

اِضَافَةٌ ঐ إسم কে বলা হয়, যাহার সাথে حَرْفُ جَارْ দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্বন্ধ করা হয়। সেই হরফে জারটি প্রকাশ্য হইতে পারে। যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ

* বাক্যে কোন বস্তুর সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করাকে إضَافَةٌ বলে। যে বস্তুর সাথে সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় সে বস্তুকে مُضَافْ বলে, বস্তুর সাথে যার সম্পর্ক প্রকাশ করা হয় তাকে مُضَافُ إلَيْهِ বলে।

* এ ধরনের তারকীবকে পরিভাষায় جَارْ ও مَجْرُوْرُ বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: هِيَ نِسْبَةٌ بَيْنَ اِسْمَيْنِ بِوَاسِطَةِ حَرْفِ جَرٍّمَحْذُوْفٍ-

❖**বাংলা বাক্যে إضَافَةٌ চেনার উপায়:**

* বাংলা বাক্যে শব্দের শেষে "র" থাকা إضافة এর আলামত।
* যেমন: করিমের বই, খালেদের ভাই, আল্লাহর রাসুল।

❖ **اِضَافَةٌ এর প্রকার: ইযাফাত দুই প্রকার**

১- لَفْظِيَّةٌ (প্রকাশ্য ইযাফাত):

وَهِيَ اَنْ يَكُوْنَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً اِلَي مَعْمُوْلِهَا-

اَلْمَثَلُ: زَائِرُ سَعْدٍ

২- مَعْنَوِيَّةٌ (অপ্রকাশ্য ইযাফাত):

وَهِيَ اَنْ لَا يَكُوْنَ الْمُضَافُ صِفَةً مُضَافَةً اِلَي مَعْمُوْلِهَا-

اَلْمَثَلُ: صَلَاةُ اللَّيْلِ

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ইযাফাতের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৮) প্রশ্ন ঃ حَرْفُ جَرْ কাকে বলে? উহা কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে حَرْفُ جَرْ এর আলোচনা ব্যাপক। حَرْفُ جَرْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْجَرُّ لُغَةً (জারের আভিধানিক অর্থ):**

- كَسْرَةٌ–যের।
- تَحْتُ– নিচ।

☒ **اَلْجَرُّ اِصْطِلَاحًا (হরফে জারের পারিভাষিক অর্থ):**

حُرُوْفُ الْجَرِّ ঃ ইসিমকে যের প্রদানকারী অব্যয়গুলোকে حُرُوْفُ الْجَرِّ বলে ।

* حُرُوْفُ الْجَرِّ حُرُوْفٌ وُضِعَتْ لِإِفْضَاءِ الْفِعْلِ اَوْ شِبْهِهِ اَوْ مَعْنَي الْفِعْلِ اِلَي مَا تَلِيْهِ-
* قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: هِيَ الْحُرُوْفُ الَّتِيْ تَسْكُنُ بَعْدَ الْاِسْمِ

- যেমন- كَتَبْتُ بِالْقَلَمِ
- **حُرُوْفُ الْجَرِّ ঃ ইসিমকে যের প্রদানকারী অব্যয় ১৭টি**

بَـوْ- تَـوْ – كَـافْ – لَامْ- واو – مُـنْـذُ- مُـذْ – خَـلَا- رُبَّ –
حَـاشَا – مِنْ – عَـدَا – فِـيْ – عَـنْ – عَـلَي – حَـتَّي – إِلَـيْ

❖**اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে حَرْفُ جَرْ এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২৯) প্রশ্ন ঃ اَفْعَالُ نَاقِصَةٌ কাকে বলে? উহা কয়টি ও কী কী? উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে اَفْعَالُ نَاقِصَةٌ এর আলোচনা ব্যাপক। اَفْعَالُ نَاقِصَةٌ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ النَّاقِصَةُ لُغَةً (নাকেসার আভিধানিক অর্থ):

- اَلْقَلِيْلُ– কম।
- ضِدُّ الْكَمَالِ -অপূর্ণ।

☒ النَّاقِصَةُ اِصْطِلَاحًا (নাকেসার পারিভাষিক অর্থ):

أَفْعَالُ نَاقِصَةٌ এমন কতগুলি فعل যেগুলি নিজের فاعل কে স্বীয় مصدر বা ধাতুর গুণ ব্যতীত অন্য কোন গুণের উপর প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে গঠন করা হইয়াছে।

* قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: هِيَ مَالَا تَتَمُّ بِفَاعِلِهَا بَلْ تَحْتَاجُ إِلَي خَبْرِهَا-

- যেমন- وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

- **أَفْعَالُ نَاقِصَةٌ ঃ অসম্পন্ন অব্যয় মোট ১৭টি**

١. كَانَ– ٢. صَارَ– ٣. اَصْبَحْ– ٤. اَمْسَي– ٥. ظَلَّ– ٦. بَاتَ- ٧. مَادَامَ-
٨. اَضْحَي– ٩. لَيْسَ– ١٠. مَازَالَ– ١١. مَابَرِحَ– ١٢. مَافَتَي-
١٣. مَاانْفَكَ - ١٤. اٰضَ- ١٥.عَادَ- ١٦. غَدَا- ١٧. رَاحَ-

- **اَلْعَمَلُ لِاَفْعَالِ النَّاقِصَةِ ঃ অসম্পন্ন অব্যয়গুলোর আমল:**

মুবতাদাকে পেশ এবং খবরকে যবর প্রদান করে।

تَرْفَعُ الْمُبْتَدَاءِ اَيْ اِسْمِ كَانَ وَتَنْصَبُ الْخَبْرِ اَيْ خَبْرِ كَانَ-

☒ وَجْهُ تَسْمِيَّةِ لِاَفْعَالِ النَّاقِصَةِ نَاقِصَةً ঃ ফেলে নাকিস নামকরণের কারণ:

فِعْلُ نَاقِصْ অর্থ অসম্পন্ন ক্রিয়া, আর فِعْلُ نَاقِصْ কে অসম্পন্ন ক্রিয়া বলার কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. যেহেতু فِعْلُ نَاقِصْ তাদের فاعل দ্বারা সম্পন্ন না হয়ে খবরের প্রতি মুখাপেক্ষি হয়।
২. যেহেতু فِعْلُ نَاقِصْ এর মধ্যে তিন কালের মধ্যে কেবল একটি কাল পাওয়া যায়।
৩. যেহেতু فِعْلُ نَاقِصْ পরিপূর্ণভাবে তাসাররূপ হয়না।

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ফেলে নাকিসগুলোর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৩০) উদাহরণসহ إِسْنَادْ، مُسْنَدْ، مُسْنَدُ اِلَيْهِ এর পরিচয় লিখ।

- إِسْنَادْ শব্দের অর্থ সংযুক্ত করা, সম্পর্ক করা।
  যেমন- (زَيْدٌ قَائِمٌ، نَصَرَ زَيْدٌ)
- বাক্যে যার সম্পর্কে কিছু বলা হয় তাকে مُسْنَدُ إِلَيْهِ এবং যাহা বলা হয় তাকে مُسْنَدْ বলে।
- جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এর মধ্যে ফে'লকে مُسْنَدْ এবং ফায়েলকে مُسْنَدُ إِلَيْهِ বলে।
  যেমন- (نَصَرَ زَيْدٌ)
- جُمْلَةٌ إِسْمِيَّةٌ এর মধ্যে খবরকে مُسْنَدْ এবং মুবতাদাকে مُسْنَدُ إِلَيْهِ বলে।

যেমন- (زَيْدٌ قَائِمٌ)

(৩১) উদাহরণসহ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এর পরিচয় লিখ।

যে বাক্যটি إسم দ্বারা শুরু তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এবং যেটি فعل দ্বারা শুরু তাকে جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ বলা হয়।

- সকল প্রকার কাজকে فعل বলে, কাজটি যিনি করেন তাকে فاعل এবং কাজটি যার উপর পতিত হয় তাকে مفعول বলে।
  যেমন- (نَصَرَ زَيْدٌ خَالِدًا)
- جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ যাহা 'ফেল-ফায়েল" অর্থাৎ একটি ইসিম এবং একটি ফেল দ্বারা গঠিত হয়।
- جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ এর মধ্যে ফে'লকে مسند এবং ফায়েলকে مسند إليه বলে।
  যেমন- (نَصَرَ زَيْد)

فِعْلُ + فَاعِلُ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ- (نَصَرَ زَيْدٌ- جَاءَ عُمَرُ- قَرَأتْ فَاطِمَةُ- صَلَّي عَلِيٌّ- قَعدَ وَلِيْدٌ)-

(৩২) উদাহরণসহ جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ এর পরিচয় লিখ।

যে বাক্যটি إسم দ্বারা শুরু হয় তাকে جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ বলা হয়। এবাক্যে فعل এর কোন অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না।

- جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ যাহা 'মুবতাদা এবং খবর" অর্থাৎ দুইটি ইসিম দ্বারা গঠিত হয়।
  যেমন- (زَيْدٌ قَائِمٌ)

(৩৩) উদাহরণসহ مَوْصُـــوْفٌ এবং صِـفَـةٌ এর পরিচয় লিখ।

- বাক্যের মধ্যে দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বুঝানোকে صفت বলে।
  যেমন- (زَيْدٌ الْعَالِمُ- مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ)
- আর যার দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ বুঝানো হয় তাকে موصوف বলে।
- صفت- موصوف এর জন্য দশটি বিষয়ের মধ্যে চারটি মিল থাকা আবশ্যক: (বচন, লিঙ্গ, ইরাব, পরিচিতি)

١. مُذَكَّرْ – مُؤَنَّثْ –   ٢. وَاحِدْ – تَثْنِيَّةْ – جَمَعْ –
٣. مَعْرِفَةْ – نَكِرَةْ –   ٤. رَفَعْ- نَصَبْ – جَرْ

(৩৪) প্রকারসহ مَعْرِفَةٌ এর পরিচয় লিখ।

مَعْرِفَةٌ এমন একটি ইসম যাহা কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বুঝানোর জন্য গঠন করা হইয়াছে।

❖**মা'রেফা সাত প্রকার:**

১. اَلْعَلَمُ (কোন কিছুর নাম), যেমন- مُحَمَّدٌ
২. اَلْمُضْمَرَاتْ (ইসমে জমীর তথা সর্বনাম), যেমন- اَنَا، نَحْنُ
৩. اَسْمَاءُ الْمَوْصُوْلَاتْ (ইসমে মওসুল তথা মিলিত বিশেষ্য), যেমন- اَلَّذِيْ، اَلَّتِيْ
৪. اَسْمَاءُ الْاِشَارَاتْ (ইসমে ইসারা তথা ইঙ্গিত বাচক বিশেষ্য), যেমন- هَذَا، تِلْكَ
৫. مُعَرَّفْ بِاللَّام (শব্দের শুরুতে আলিফ লাম), যেমন- اَلْقَلَمُ
৬. الاِضَافَةُ (ইযাফাত তথা সম্বন্ধযুক্ত), যেমন- كِتَابُ اللهِ
৭. مُنَادَي (মুনাদা তথা হরফে নেদা দ্বারা আহুত শব্দ), যেমন- يَا اللهُ

- معرفة না হওয়াটাই نكرة এর আলামত, আর নাকিরা কখনো মুবতাদা হতে পারে না। যেমন- رَجُلٌ عَالِمٌ

فِعْلُ + فَاعِلُ (مَوْصُوفْ + صِفَةٌ)= جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ
(جَاءَ رَجُلٌ مَرِيْضٌ، ذَهَبَ طَالِبٌ زَكِيٌّ، رَايْتُ رَجُلًا فَقِيْرًا)

(৩৫) উদাহরণসহ نعت এবং منعوت এর পরিচয় লিখ।

- نعت (বিশেষণ) ঃ উহা ঐ تابع যাহা একক অর্থ বুঝায়, যাহা متبوع এবং متبوع এর সংশ্লিষ্ট জিনিসের মধ্যে হইবে।
- صفت-موصوف কে نعت - منعوت ও বলা হয়। نعت অর্থ গুণ, আর منعوت অর্থ গুণান্বিত।
- আর نعت কে صفت ও বলা হয়। প্রথম প্রকার نعت এর জন্য تابع এবং متبوع এর মধ্যে নিম্নবর্ণিত দশটির ৪টি বিষয়ে সমতা থাকা শর্ত।
  যেমন- هَذَا قَلَمٌ جَدِيْدٌ

(৩৬) উদাহরণসহ أَسْمَاءُ الْمَجْرُوْرَةِ এর পরিচয় লিখ।

- حَرْفِ جَرْ অর্থ যের প্রদানকারী হরফ। এ ধরনের তারকীবকে পরিভাষায় جَرْ ও مَجْرُوْرْ বলিয়া আখ্যায়িত করা হয়।
- أَسْمَاءُ الْمَجْرُوْرَةِ : ঐ مضاف اليه إسم কে বলা হয়, যাহার সাথে حرف جار দ্বারা কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে সম্বন্ধ করা হয়। সেই হরফে জারটি প্রকাশ্য হইতে পারে, যেমন- مَرَرْتُ بِزَيْدٍ
- অথবা حرف جر উহ্য থাকিবে। যেমন- غُلَامُ زَيْدٍ যাহা মূলে ছিল غُلَامُ لِزَيْدٍ
- حُرُوْفِ جَــرْ যে ইসিমের পূর্বে সে ইসিমকে মাজরুর বলে।
- حُرُوْفِ جَــرْ (ইসিমকে যের প্রদানকারী হরফ) ১৭টি:

بَـوْ- تَـوْ– كَـافْ– لَامْ- واو– مُـنْذُ- مُـذْ– خَـلَا- رُبَّ–
حَـاشَا– مِنْ– عَـدَا–فِـيْ– عَـنْ– عَـلـيْ– حَـتّي– إِلَـيْ-

(৩৭) উদাহরণসহ تَاكِيدْ এর পরিচয় লিখ।

- تَاكِيدْ দৃঢ়তা সৃষ্টিকারী পদ, যে শব্দকে তাকীদ করা হয় তাকে مؤكد বলে।
- এমন একটি تابع যাহা দ্বারা متبوع এর সহিত সম্বন্ধযুক্ত বস্তুর সম্পর্ক দৃঢ় করা কিংবা متبوع এর একক সংখ্যাগুলি প্রত্যেকটি متبوع এর অন্তর্ভূক্ত করার জন্য ব্যবহার করা হয়।
- **تَاكِيْدُ দুই প্রকার:**

১. تاكيدُ لَفْظِيْ
২. تاكيدُ مَعْنَوِيْ

أ. **تَاكِيْدُ لَفْظِيْ** প্রথম শব্দটিকে বার বার উল্লেখ করিয়া যে تاكيد করা হয়।

যেমন- جَاء زَيْدٌ زَيْدٌ

ب. **تَاكِيْدُ مَعْنَوِيْ** নয়টি শব্দ দ্বারা হয়ে থাকে:

نَفْسٌ– عَيْنٌ– كِلَا– كِلْتَا– كُلٌّ– اَجْمَعُ– اَكْتَعُ– اَبْتَعُ– اَبْصَعُ

(৩৮) উদাহরণসহ اَفْعَالُ مَدْحُ وَذَمْ এর পরিচয় লিখ।

⊠ اَفْعَالُ مَدْحُ وَذَمْ ⊠ (প্রশংসা ও নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়া) মোট ৪টি:

نِعْمَ – حَبَّذَا- بِئْسَ – سَاءَ

❖ اَفْعَالِ مَدْحُ (প্রশংসাজ্ঞাপক ক্রিয়া) ২টি: نِعْمَ – حَبَّذَا

❖ ইহার ইসিমকে فَاعِلِ مَدَحْ এবং খবরকে مَخْصُوصْ بِالْمَدَحْ বলে।

❖ এগুলো فاعل ও مَخْصُوصْ بِالْمَدَحْ কে পেশ দেয়।

যেমন : نِعْمَ الرَّجُلُ زَيْدٌ

❖ اَفْعَالِ ذم (নিন্দাজ্ঞাপক ক্রিয়া) ২টি: بِئْسَ – سَاءَ –

❖ ইহার ইসিমকে فَاعِلِ بِالذَّمْ এবং খবরকে مَخْصُوصْ بِالذَّمْ বলে।

❖ এগুলো فَاعِلْ ও مَخْصُوصْ بِالذَّمْ কে পেশ দেয়। যেমন : بئس الرَّجُلُ زَيْدٌ

(৩৯) উদাহরণসহ فِـعْـلُ مُـقَـارَبَـةٌ এর পরিচয় লিখ।

أَفْعَالُ مُقَارَبَةَ নৈকট্যজ্ঞাপক ক্রিয়ার সংজ্ঞা:

ঐ সমস্ত ফে'ল যাহা নিজের ফায়েলকে খবরের নিকটবর্তী হওয়া বুঝায়।

عَسَي- حَرَي- اِخْلَوْلَقَ- كَادَ- كَرُبَ- اَوْشَكَ-

(৪০) উদাহরণসহ مَفْعُوْلُ فِيْهِ এর পরিচয় লিখ।

❖ مَفْعُوْلُ فِيْهِ ❖ ঐ স্থান বা কালের নাম যাহার মধ্যে কর্তার যেই কর্মটি ঘটিয়া থাকে তাহাকে مفعول فيه বলা হয় এবং ইহাকে ظرف (পাত্র)ও বলা হয়।

❖ **ظَرْفُ** ❖ **দুই ভাগে বিভক্ত:**

১. ظَرْفُ زَمَانْ

২. ظَرْفُ مَكَانْ

❖ **ظَرْفُ مَكَانْ** ❖ **মোট ৪টি** فَوْقُ- قُدَّامُ- تَحْتُ- حَيْثُ-

❖ **ظَرْفُ زَمَانْ** ❖ **মোট ১২টি :**

بَعْدُ- اَمْسِ- عَوْضُ- مَتَي- مُذْ- قَبْلُ- كَيْفَ- مُنْذُ- اِذَا - قَطُّ- اِذْ- اَيَّانَ-

ظرف زَمَانْ وَمَكَانْ আবার দুই ভাগে বিভক্ত ঃ مُبْهَمْ- مَحْدُودْ (অনির্দিষ্ট এবং সীমিত)

(৪১) উদাহরণসহ حُرُوْفُ الــشَّــرْطِ এর পরিচয় লিখ।

❖ **حُرُوْفُ الـــشَّــرْطِ: (শর্তবোধক হরফ) ৩টি:** إِنْ – لَوْ – أَمَّا- ❖

❖ শর্তের পরের প্রতিদানকে جَزَاء বলে।

❖ শর্তের হরফগুলো বাক্যের প্রারম্ভে আসে। প্রত্যেকটি দুইটি বাক্যের উপর দাখেল হয়, إِسْمِيَّةٌ হউক অথবা فِعْلِيَّةٌ অথবা ভিন্ন ভিন্ন হউক। إن ভবিষ্যতকালের জন্য আসে, যদিও মাজি এর পূর্বে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে।

❖ অর্থাৎ তখন উহাকে إِسْتِفْهَامْ এর অর্থে পরিবর্তন করিয়া দিবে।

إِنْ زُرْتَنِي أُكْرِمْكَ- اِنْ تُكْرِمْنِيْ أُكْرِمْكَ- اِنْ تَذْهَبْ اَذْهَبْ- مَنْ يَّعْمَلِ الْخَيْرَ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ= جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ شَرْطِيَّةٌ / حَرْفِ شَرطْ+ فِعْلُ+ فَاعِلُ+ مَفْعُوْلُ بِهِ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ شَرْطٌ(مَنْ يَّعْمَلِ الْخَيْرَ) فِعْلُ + فَاعِلُ + مَفْعُوْلُ بِهِ = جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ جَزَاءُ (يَدْخُلُ الْجَنَّةَ)

(৪২) উদাহরণসহ اَفْـعَالُ الْقُـلُـوبْ এর পরিচয় লিখ।

❖ যেই সমস্ত فعل অন্তরের সাথে সম্পর্ক রাখে অথবা অন্তর হইতে পয়দা হয়।

❖ اَفْعَالِ قُلُوبْ ৭টি: এগুলো একাধিক مَفْعُولْ কে যবর দেয়।

যেমন : عَلِمْتُ زَيْدًا قَائِمًا

❖ নিম্নে বর্ণিত فعل গুলিকে أَفْعَالُ الْقُلُوبْ বলা হয়।

حَسِبْتُ– عَلِمْتُ– وَجَدْتُ– خِلْتُ– رَايْتُ– ظَنَنْتُ– زَعَمْتُ

(৪৩) উদাহরণসহ إِسْمَاءُ الإِشَـارَةَ এর পরিচয় লিখ।

❖ إِسْمُ اِشَارَةْ ইঙ্গিতবাচক শব্দ, আর যার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয় তাকে مُشَارٌ اِلَيْهِ বলে।

❖ إِسْمِ اِشَارَةْ ঐ ইসম যাহা দ্বারা কোন বস্তুকে নির্দেশ করা হয় এবং এই ইঙ্গিতের পাঁচটি শব্দ ছয়টি অর্থের জন্য ব্যবহার হয়।

❖ إِسْمِ اِشَارَةْ এর পরের শব্দ মারেফা হলেই কেবল مُشَارٌ اِلَيْهِ হবে, অন্যথায় খবর হবে। هَذَا قَلَمٌ، هَذَا الْكِتَابُ الْجَمِيْلُ

ذَا- ذَانَ- ذَيْنَ- أُوْلَاءِ- أُوْلِيْ- تَا، تِيْ ، تَهْ، ذَهْ، ذَهِيْ، تَهِيْ، تَانِ، تَيْنِ، أُوْلَاءِ-أُوْلِي-

❖ কোন কোন সময় اسماء اشارة এর প্রারম্ভে ها আসিয়া থাকে।

যেমন- هَذَا- هَذَانِ- هَذِهِ-

(৪৪) উদাহরণসহ اسْمَاءُ المَـوْصُـوْلات এর পরিচয় লিখ।

اِسْمُ مَوْصُولْ (সম্বন্ধবাচক ইসম)ঃ এমন একটি ইসম যাহা তাহার পরে ব্যবহৃত صله ব্যতীত বাক্যের পূর্ণ অংশ হইতে পারে না।

আর صِلَةٌ এমন একটি জুমলায়ে খবরিয়া হয়, যাহার মধ্যে موصول এর প্রতি প্রত্যাবর্তনকারী একটি জমীর হওয়া আবশ্যক।

বহুবচন	দ্বিবচন	একবচন
اَلَّذِيْنَ	اَلَّذَانِ- اَلَّذَيْنِ	ذُوْ- اَلَّذِيْ
اَللاَّتِيْ- اَللَّوَاتِيْ	اَللَّتَانِ- اَللَّتَيْنِ	اَلَّتِيْ
اَيَّةٌ	اَيٌّ	مَا- مِنْ

(৪৫) উদাহরণসহ حُرُوْفُ عَطَفْ এর পরিচয় লিখ।

❖حُرُوْفُ عَطَفْ বা দুই শব্দের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনকারী মোট অক্ষর দশটি।
যেমন- جَاء زَيْدٌ وَعَمْرٌ

واو- فاء- ثم- حتي- او- اما- ام- بل- لكن- لا

❖معطوف টি معطوف عليه এর হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হয়। অর্থাৎ معطوف যদি কোন বস্তুর صفت বা خبر অথবা صله কিংবা حال হয় معطوف عليه ও তাহাই হইবে।

❖ عطف بالحروف (সংযোগকারী অব্যয়) ঃ এমন একটি تابع যাহার প্রতি ঐ জিনিসের সম্পর্ক করা হইয়াছে যাহার সম্পর্ক করা করা হইয়াছে উহার متبوع এর প্রতি, ইহাকে عطف النسقও বলা হয়।

فِعْلُ+ مَعْطُوفْ عَلَيْهِ(مُضَافْ+ مُضَافُ اِلَيْهِ)+ مَعْطُوفْ(مُضَافْ+ مُضَافُ اِلَيْهِ)=
جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ / رَوَي عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدْ-

(৪৬) উদাহরণসহ اَسْمَـاءُ سِتَّـةٍ مُكَبَّرَةٍ এর পরিচয় লিখ।

ছয়টি একক "মুকাব্বারা বিশেষ্য" যাহা يَاءُ مُتَكَلِّمْ এর প্রতি ইযাফাত হয় না।

ছয়টি ইসিম নিম্নরূপ: اَخٌ- اَبٌ- هَنٌ- حَمٌ- فَمٌ- ذُوْ

❖এ প্রকারের ইসিমের ইরাব হল:

রফার অবস্থায় واو হবে, নসব অবস্থায় الف এবং যরের অবস্থায় ياء হবে।

যেমন: جَاءَنِيْ اَخُوْكَ- رَايْتُ اَخَاكَ- مَرَرْتُ بِاَخِيْكَ

(৪৭) উদাহরণসহ اِسْمِ مَقْصُورْ এর পরিচয় লিখ।

- اِسْمِ مَقْصُورْ: যে শব্দের শেষে "আলিফে মাকসুরা তথা লম্বা আলিফ" থাকে। ইহা جَمْعُ مُذَكَّرْ سَالِمْ কে বাদ দিয়ে শুধু ইয়া মুতাকাল্লিম এর প্রতি ইযাফাত হয়।
- এ প্রকারের ইরাব হল: রফার অবস্থায় উহ্য পেশ, নসবের অবস্থায় উহ্য জের হবে।
- যেমন: <عصا>

(৪৮) উদাহরণসহ اسْمِ مَنْقُوصْ এর পরিচয় লিখ।

- اسْمُ مَنْقُوصْ: যে শব্দের শেষের অক্ষর "ইয়া" এবং তার পূর্বের অক্ষর যের বিশিষ্ট হবে।
- এ প্রকারের ইরাব হল: রফার অবস্থায় উহ্য পেশ হওয়া, যেরের অবস্থায় উহ্য যের, নসবের অবস্থায় প্রকাশ্য যবর হওয়া।
- যেমন: جَاءَنِيْ اَلْقَاضِيْ- رَايْتُ اَلْقَاضِيْ - مَرَرْتُ بِاَلْقَاضِيَ

(৪৯) اَسْمَاءُ جَوَازِمُ الْمُضَارِعْ এর সংজ্ঞা দাও। উহা কয়টি ও কি কি?

اَسْمَاءُ جَوَازِمُ الْمُضَارِعْ এর সংজ্ঞা:

اَسْمَاءِ جَوَازِمُ الْمُضَارِعْ এর সংজ্ঞা: ফে'লে মু'জারের প্রথমে আসিয়া শেষ হরফে জযম প্রদানকারী ইসিমগুলোকে اَسْمَاءِ جَوَازِمُ الْمُضَارِعْ বলে।

اَسْمَاءُ جَوَازِمُ الْمُضَارِعْ এর প্রকার:

اَسْمَاءِ جَوَازِمُ الْمُضَارِعْ মোট ৯টি: مَنْ- مَا- مَتٰي- مَهْمَا-اَيُّ- اَنَّي-اَيْنَمَا-اِذْمَا- حَيْثُمَا

- **যেমন:** مَنْ يُكْرِمْ أُكْرِمْ

(৫০) نَوَاصِبُ الاِسْمِ الْمُنْكَرْ এর সংজ্ঞা দাও। উহা কয়টি ও কি কি?

نَوَاصِبُ الاِسْمِ الْمُنْكَرْ এর সংজ্ঞা: اِسْمِ نَكِرَةْ কে تَمِيْزْ হিসাবে যবর প্রদানকারী ইসিমগুলোকে نَوَاصِبُ الاِسْمِ الْمُنْكَرْ বলে।

نَوَاصِبُ الاِسْمِ الْمُنْكَرْ এর প্রকার:

نَوَاصِبُ الاِسْمِ الْمُنْكَرْ মোট ৪টি: كَمْ- كَذَا – كَاَيِّنْ– اَحَدَ عَشَرَ/تِسْعَ عَشَرَ

- যেমন: عِنْدِيْ عِشْرُوْنَ دِرْهَمًا

(৫১) اَسْمَاءُ اَفْعَالْ এর সংজ্ঞা দাও। উহা কয়টি ও কি কি?

اَسْمَاءُ اَفْعَالْ এর সংজ্ঞা: ৯টি (প্রথম ৬টি তাদের পরবতী ইসিমকে যবর এবং দ্বিতীয় ৩টি তাদের পরবতী ইসিমকে পেশ প্রদানকারী ইসিমগুলোকে اَسْمَاءُ اَفْعَالْ বলে।

اَسْمَاءُ اَفْعَالْ এর প্রকার:

اَسْمَاءُ اَفْعَالْ মোট ৯টি: حَيَّهَلْ- هَلُمَّ- عَلَيْكَ- رُوَيْدَ- بَلْهَ- دُوْنَكَ- هَيْهَاتَ- شَتَّانَ- سَرْعَانَ

- যেমন: دُوْنَكَ زَيْدًا / خُذْ زَيْدًا، هَيْهَاتَ زَيْدٌ / بَعُدَ زَيْدٌ

একনজরে فعل এর প্রকারসমূহ:

❖ اَفْعَالِ قُلُوبْ ৭টি: একাধিক مفعول কে যবর দেয়।
যেমন : عَلِمْتُ زَيْدًا قَائِمًا
حَسِبْتُ– عَلِمْتُ– وَجَدْتُ– خِلْتُ– رَايْتُ– ظَنَنْتُ– زَعَمْتُ

❖ اَفْعَالِ مَدْحُ وَ ذَمْ ৪টি: مخصوص فاعل ও فاعل কে পেশ দেয়।
نِعْمَ – بِئْسَ – سَاءَ – حَبَّذَا

❖ اَسْمَاءِ اَفْعَالْ ৯টি:
حَيَّهَلْ- هَلُمَّ- عَلَيْكَ- رُوَيْدَ- بَلَهَ- دُوْنَكَ- هَيْهَاتَ- شَتَّانَ- سَرْعَانَ-

❖ اَفْعَالِ مُقَارَبَةْ ৪টি: ইসিমকে পেশ এবং খবরকে যবর দেয়।
যেমন : عَسَي زَيْدٌ اَنْ يَفُوْزَ
عَسَي- كَادَ- كَرُبَ – اَوْشَكَ-

❖ نَوَاصِبُ الاِسْمِ الْمُنْكَرْ ৪টি:
كَمْ- كَذَا – كَاَيِّنْ– اَحَدَ عَشَرَ/تِسْعَ عَشَرَ

❖ اَفْعَالِ تَحْوِيْلِ৭টি:
وَهَبَ- طَفِقَ- اِتَّخَذَ- اَخَذَ- تَرَكَ- رَدَّ- صَبَرَ

❖ اَفْعَالِ رُجْحَانَ ৭টি:
ظَنَّ- هَبْ- حَسِبْ- زَعَمَ- عَدَّ- حَجَا- خَالَ

❖ اَفْعَالِ يَقِيْنْ ৭টি:
عَلِمَ- تَعْلِمْ بِمَعْنٰي اَعْلِمْ – وَجَدَ- دَرَاي- اَلْفَيَ- جَعَلَ- رَايَ

❖ اَفْعَالِ رَجَاءَ ৩টি:
عَسَي- حَرَي- اِخْلَوْلَقَ -

❖ اَفْعَالِ شُرُوْعُ ৯টি:
شَرَعَ- اَنْشَا- طَفِقَ- اَخَذَ- عَلَّقَ- صَبَّ- جَعَلَ- هَلْهَلَ- قَامَ-

একনজরে حرف এর প্রকারসমূহ:

❖ حُرُوْفِ ناصِبَةْ : ফে'লে মুজারেকে যবর প্রদানকারী হরফ ৪টি:

أنْ – لَنْ – كَيْ – إذَنْ -

❖ حُرُوْفِ جـَازِمَـــةُ : ফে'লে মুজারেকে জযম প্রদানকারী হরফ ৫টি:

لـَمْ – لَمَّا – لَامُ أمْرِ– لَائِيْ نَهِيْ – إنِ الشَّرْطِيَّةِ-

❖حُرُوْفُ الـعـَطْــفِ❖: (যোগসূত্র স্থাপনকারী হরফ) ১০টি:

وَاو– فـَا– ثُـمَّ– حَـتـَّي– أوْ– إمَّا– أمْ– بَـلْ– لـَكِنْ– لَا

❖حُرُوْفُ الــتـَّـنْـبِـيْــهِ❖: (সতর্কতা জ্ঞাপক হরফ) ৩টি:

ألَا – أمَا – هَا-

❖حُرُوْفُ الإيـْجَـابِ❖: (সাড়াদান জ্ঞাপক হরফ) ৬টি:

نَعَمْ – بَلٰي – أجَلْ – جَيرْ- إنَّ – إيْ –

❖حُرُوْفُ الــزِّيـَادَةِ❖: (অতিরিক্ত হরফ) ৭টি:

إنْ – أنْ – مِنْ – مَا- لَا –لَامْ - بَاءُ -

❖ حرفُ التـَّـفْسِيـْـرِ❖: (ব্যাখ্যাদানকারী হরফ) ২টি:

أيْ- أنْ-

❖ حُرُوْفُ الـمَصْدَرِ❖: (মাসদারী হরফ) ৩টি:

مَا – أنْ - أنَّ -

❖حُرُوْفُ الـتَّـحْـضِيْضِ❖: (উৎসাহ প্রদানকারী হরফ) ৪টি:

ألَّا – هَلَّا – لَوْلَا – لَوْمَا -

❖حرف الــتـَّـوْقُّـــعِ❖: (আশাব্যঞ্জক হরফ) ১টি: قَدْ -

❖ حرف إسْــتِــفْــهَــامِ ❖: (প্রশ্নবোধক হরফ) ২টি:

هَـمْـزَةُ - هَلْ-

❖حُرُوْفُ الــشَّـــرْطِ❖: (শর্তবোধক হরফ) ৩টি:

إنْ – لَوْ – أمَّا-

❖ حرف الـــرَّدْعِ ❖: (অস্বীকৃতি জ্ঞাপক হরফ) ১টি: كَلَّا-

❖حرف تَـائِي تَـانِـيْثْ سَاكِـنَـةِ❖: (সুকুনযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গের তা) ১টি: تاء-

❖حُرُوْفُ نُــوْنُ الــتَّــنْوِيْـــنِ❖: (সুকুনযুক্ত তানভিনের হরফ) ৫টি:

تَـمَكُّنْ– تَـرَنُّـمْ– تَـنْـكِيْـرْ– عِـوَضْ– مُقَابَـلَــةْ–

❖حُرُوْفُ نُوْنَـــي الـــتَّـــاكِـيْـدِ❖: (সুকুনযুক্ত স্ত্রীলিঙ্গের তা) ৫টি:

أمَـرْ– نَـهِـيْ– إسْـتِـفْـهَــامْ– تَـمَـنِّيْ– عَـرَضْ-

(ছরফ অংশ)

(১) প্রশ্ন ঃ عِلْمُ الصَّرْفِ কাকে বলে? উহার আলোচ্য বিষয় এবং উদ্দেশ্য লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে عِلْمُ الصَّرْفِ এর আলোচনা ব্যাপক। عِلْمُ الصَّرْفِ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **الصَّرْفُ لُغَةً (ছরফের আভিধানিক অর্থ):**

- اَلتَّغْيِيْرُ- পরিবর্তন করা।
- اَلتَّحْوِيْلُ– ব্যাখ্যা করা।
- اَلتَّخْلِيَةُ– খালি করা।

☒ **الصَّرْفُ اِصْطِلَاحًا (ছরফের পারিভাষিক অর্থ):**

যে শাস্ত্র পাঠ করলে আরবী শব্দের মূল, গঠন পদ্ধতি ও রূপান্তরের নিয়ামাবলী জানা যায়, তাকে ছরফ বলে।

هُوَ عِلْمٌ يُبْحَثُ عَنِ الْكَلِمِ مِنْ حَيْثُ مَا يَعْرِضُ لَهُ مِنْ تَصْرِيْفٍ وَاِعْلَالٍ وَادْغَامٍ وَابْدَالٍ-

- **غَرْضُ لِعِلْمِ الصَّرْفُ (ইলমে ছরফের আলোচ্য বিষয়):**
  ছরফের আলোচ্য বিষয় : এর আলোচ্য বিষয় হলো كَلِمَةٌ , Parts of speech

- **مَوْضُوْعُ لِعِلْمِ الصَّرْفُ (ইলমে ছরফের উদ্দেশ্য):**
  ছরফের উদ্দেশ্য : প্রয়োজন অনুযায়ী নির্ভুলভাবে আরবী শব্দ গঠন করা।

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ছরফের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২) প্রশ্ন ঃ كَلِمَةٌ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে كَلِمَةٌ এর আলোচনা ব্যাপক। كَلِمَةٌ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖كَلِمَةٌ❖ এর আলোচনা:

এক বা একাধিক অক্ষর (حَرْف) মিলে যদি কোন পূর্ণাঙ্গ অর্থ প্রকাশ করে তবে তাকে كَلِمَةٌ বা পদ বলে।

كلمة বা পদ তিন প্রকার: ১। اِسْمٌ ২। فِعْلٌ ৩। حَرْفٌ

১। اِسم এর বিবরণ : اِسْم এমন একটি كلمة বা পদকে বলে যা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত কালের সাথে মিলিত না হয়ে নিজের অর্থ প্রকাশ করতে পারে। যেমন : — صائم خُبْزٌ- قَلَمٌ

❁ اسم এর বাংলা নাম হলো নাম/বিশেষ্য। বাংলা পদের তিনটি اسم এর সাথে সামাঞ্জস্য। বিশেষ্য, বিশেষণ ও সর্বনাম। ইংরেজী চারটির সাথে সামাঞ্জস্য। Noun, Pronoun, Adjective, Adverb।

২। فعل এর বিবরণ : فِعْلُ এমন একটি كلمة বা পদকে বলে যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করে এবং কোন এক কালের (সময়ের) সাথে মিল রাখে।

যেমন : نَصَرَ – قَتَلَ- يَضْرِبُ

❁ **فعل** এর বাংলা নাম হলো কাজ। বাংলা পদের ক্রিয়া এর সাথে সামাঞ্জস্য। ইংরেজী Parts of Speech এর Verb এর সাথে সামাঞ্জস্য।

৩। حرف এর পরিচয় : حرف এমন كلمة বা পদকে বলে যা নিজের পূর্ণাঙ্গ অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে না। যেমন : فِيْ – اِلَى – مِنْ

❁ حرف বাংলা পদের অব্যয় এর সাথে সামাঞ্জস্য। ইংরেজী Parts of Speech এর Preposition, Conjunction, Interjection এর সাথে সামাঞ্জস্য।

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে কালেমার গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৩) প্রশ্ন ঃ فِعلْ কাকে বলে? কালভেদে উহা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

যে শব্দ অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং যা দ্বারা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোন করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فعل বলে।

যেমন ঃ فَعَلَ ، نَصَرَ، يَفْعَلُ، يَنْصُرُ ইত্যাদি।

❖ **কালভেদে فِعْل মোট তিন প্রকার:**

১। مَاضِىْ বা অতীতকালিন : যা দিয়ে অতীতের কোন কাজ বুঝায়।

২। حَالْ বা বর্তমানকালিন : যা দিয়ে বর্তমানের কোন কাজ বুঝায়।

৩। مُسْتَقْبِلْ বা ভবিষ্যতকালিন : যা দিয়ে ভবিষ্যতের কোন কাজ বুঝায়।

* حال ও مستقبل কে একত্রে مُضَارِعْ বলে।

অর্থাৎ مُضَارِعْ অর্থ হলো বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া।

فِعْلُ مَاضِىْ এর পরিচয়: যে فعل দ্বারা অতীত কালের কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فِعْلِ مَاضِىْ বলে। যেমন : نصر - قتل

فِعْلُ حَالْ এর পরিচয়: যে فعل দ্বারা বর্তমান কালের কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فِعْلِ مَاضِىْ বলে। যেমন : ينصر - يقتل

فِعْلُ مُسْتَقْبِلْ এর পরিচয়: যে فعل দ্বারা ভবিষ্যত কালের কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فِعْلِ مَاضِىْ বলে। যেমন : ينصر - يقتل

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে হালের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৪) প্রশ্ন ঃ فِعلْ কাকে বলে? ব্যবহারভেদে উহা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেকটির উদাহরণ দাও।

যে শব্দ অন্য শব্দের সাহায্য ছাড়া নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করতে পারে এবং যা দ্বারা অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোন করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فعل বলে।

যেমন ঃ فَعَلَ ، نَصَرَ، يَفْعَلُ، يَنْصُرُ ইত্যাদি।

- **فعل এর প্রকারভেদ ঃ ব্যবহারভেদে فعل চার প্রকার যথা:**

  (١) فِعْلُ مَاضِىْ (٢) فِعْلُ مُضَارِعْ (٣) فِعْلُ اَمَرْ (٤) فِعْلُ نَـهِىْ

❖ **প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ ঃ**

(১) যেমন ঃ نَصَرَ সে সাহায্য করেছে, (فِعْلِ مَاضِىْ তথা অতীত কালের উদাহরণ)।

(২) যেমন ঃ يَنْصُرُ সে সাহায্য করছে/করবে, (فِعْلِ مُضَارِعْ তথা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালের উদাহরণ)।

(৩) যেমন ঃ اُنْصُرْ তুমি সাহায্য কর, (فِعْلِ أمَر তথা আদেশসূচক ক্রিয়ার উদাহরণ)।

(৪) যেমন ঃ لاَتَنْصُرْ তুমি সাহায্য করবে না, (فِعْلِ نَهِيْ তথা নিষেধসূচক ক্রিয়া)।

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে হালের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৫) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ مَاضِىْ কাহাকে উহা কত প্রকার ও কী কী? প্রত্যেক প্রকারের উদাহরণ দাও।

فِعْلِ مَاضِىْ এর সংজ্ঞা ঃ فعل এর যে ছিগাহ/ রূপ দ্বারা অতীতকালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فِعْلِ مَاضِىْ বলা হয়।

যেমন ঃ نَصَرَ সে একজন পুং সাহায্য করলো, قَرَأتُ আমি পড়লাম।

<u>فِعْلُ مَاضِىْ এর প্রকারভেদ ঃ</u> <u>فِعْلِ مَاضِىْ ছয় প্রকার ঃ যাথা-</u>

১। مَاضِىْ مُطْلَقْ (সাধারণ অতীত) ঃ যেমন : قَرَأتُ - আমি পড়লাম।
২। مَاضِىْ قَرِيبْ (নিকটবর্তী অতীত) যেমন : قَدْ قَرَأتُ - আমি (এ মাত্র) পড়লাম।
৩। مَاضِىْ بَعِيدْ (দূরবর্তী অতীত) ঃ যেমন : كُنْتُ قَرَأتُ - আমি (অনেক আগে) পড়লাম।
৪। مَاضِىْ إحْتِمَالِى (সম্ভাবনাসূচক অতীত) ঃ যেমন : لَعَلَّمَا قَرَأتُ - সম্ভবতঃ সে পড়লো।
৫। مَاضِىْ تَمَنِّى (আকাঙ্ক্ষাসূচক অতীত) উদাহরণ ঃ যেমন : لَيْتَمَا قَرَأتُ - যদি সে পড়তো।
৬। مَاضِىْ إسْتِمْرَارِىْ (চলমান অতীত) উদাহরণ ঃ যেমন : كَانَ يَقْرَأُ - সে পড়তো।

(৬) প্রশ্ন ঃ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقُ এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাও।

مَاضِىْ مُطْلَقْ (সাধারণ অতীত) উদাহরণ ঃ যেমন : قَرَأتُ - আমি পড়লাম।

রূপান্তর বা বহাছ সাধারণত দুই প্রকারের হয়। اِثْبَاتْ বা হ্যাঁ বোধক ও نَفِىْ বা না বোধক। প্রত্যেকটির আবার দুটি প্রকার রয়েছে। ১। مَعْرُوفْ বা কর্তৃবাচ্য ও ২। مَجْهُولْ বা কর্মবাচ্য।

- اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ (হ্যাঁ বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচ্যের বিবরণ) :ফা কালেমায় যবর, আইন কালেমায় বাব অনুযায়ী যবর, যের, পেশ ও লাম কালেমায় যবর দিলে اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ গঠিত হয়।
- "ফা" কালেমা প্রথম অক্ষরকে, আইন কালেমা মাঝের অক্ষরকে এবং লাম কালেমা শেষের অক্ষরকে বলে। যেমন : فَعَلَ
- اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُولْ (হ্যাঁ বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্মবাচ্যের বিবরণ) : ফা কালেমায় পেশ, আইন কালেমায় যের ও লাম কালেমায় যবর দিলে اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُولْ গঠিত হয়। যেমন : فُعِلَ
- نَفِىْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ (না বাচক সাধারণ অতীতকালীন কর্তৃবাচ্যের বিবরণ) اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ এর পূর্বে না অর্থবোধক ما যোগ করলে نَفِىْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ গঠিত হয়। যেমন : مَا فَعَلَ
- نَفِىْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَجْهُولْ (না বাচক সাধারণ অতীতকালিন কর্মবাচ্যের বিবরণ) اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعروف এর ফা কালেমায় পেশ, আইন কালেমায় যের ও লাম কালেমায় যবর দিতে হয়। যেমন : مَا فُعِلَ
- বি ঃ দ্র ঃ ماضى مطلق এর পূর্বে كان যুক্ত করলে ماضى بعيد গঠিত হয়। মূল فعل এর সাথে كان ও রূপান্তরিত হবে। যেমন : كَانُوْا فَعَلُوا

(৭) প্রশ্ন ঃ فِعْلِ مَاضِىْ قَرِيبْ এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাও।

مَاضِىْ قَـرِيـبْ (নিকটবর্তী অতীত) উদাহরণ যেমন : قَدْ قَرَأْتُ - আমি (এ মাত্র) পড়লাম।

- اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ قَـرِيْـبْ مَـعْـرُوفْ (হ্যাঁ বাচক নিকটবর্তী অতীতকালীন কর্তৃবাচ্যের বিবরণ) اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُـطْـلَـقْ مَـعْـرُوفْ এর পূর্বে قد যোগ করলে اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ قَـرِيْـبْ مَـعْـرُوفْ গঠিত হয়। যেমন : قَدْ فَعَلَ
- اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ قَـرِيْـبْ مَـجْـهُـولْ (হ্যাঁ বাচক নিকটবর্তী অতীতকালীন কর্মবাচ্যের বিবরণ) اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ قَـرِيْـبْ مَـعْـرُوفْ এর ফা কালেমায় পেশ, আইন কালেমায় যের ও লাম কালেমায় যবর দিতে হয়। যেমন : قد فُعِلَ
- **اَلْخَاتِمَةُ:** বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে হালের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৮) প্রশ্ন ঃ اَلطَّلَبُ মাসদার দিয়ে اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُـطْـلَـقْ مَـعْـرُوفْ এর ছিগাহগুলো লেখ।

উঃ طلب – طلبا – طلبوا – طلبت – طلبتا – طلبن – طلبت – طلبتما – طلبتم – طلبت – طلبتما – طلبت – طلبنا-

(৯) প্রশ্ন ঃ العلم মাসদার দিয়ে اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُـطْـلَـقْ مَـعْـرُوفْ এর রূপান্তর লেখ।

উঃ علم– علما– علموا– علمت– علمتا– علمن– علمت– علمتما– علمتم– علمت– علمتما– علمتن – علمت– علمنا-

(১০) প্রশ্ন ঃ اِثْبَـاتْ فِعْلِ مَاضِىْ بَـعِـيْـدْ مَـعْـرُوفْ এর রূপান্তর লেখ।

উত্তর ঃ كَانَ فَعَلَ – كَانَا فَعَلَا – كَانُوْا فَعَلُوْا – كَانَتْ فَعَلَتْ – كانتا فعلتا – كن فعلن – كنت فعلت – كنتما فعلتما – كنتم فعلتم – كنت فعلت – كنتما فعلتما – كنتن فعلتن – كنت فعلت – كنا فعلنا-

(১১) প্রশ্ন ঃ مَاضِىْ اِسْتِمْرَارِىْ এর বিভিন্ন ব্যবহার দেখাও।

- **বি:দ্র: مَاضِىْ اِسْتِمْرَارِىْ এর ব্যবহার নিয়ম:**

مَاضِىْ اِسْتِمْرَارِىْ গঠন করতে হলে فِعْلِ مُضَارِعْ এর পূর্বে كَانَ এর রূপান্তর বসালে مَاضِىْ اِسْتِمْرَارِىْ গঠিত হয়। এখানেও نَـفِـىْ ও مَجْهُـولْ এর গঠন পূর্বের ন্যায় গঠিত হবে। অর্থাৎ مَا مُضَارِعْ مَجْهُـولْ এর পূর্বে كَانَ এর রূপান্তর এবং نَـفِىْ এর গঠনে كَانَ এর রূপান্তরের পরে বসবে।

(১২) প্রশ্ন ঃ اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ এর গঠনপ্রণালী ও ছিগাহগুলো অর্থসহ লেখ।

মূল শব্দের প্রথম (عين كلمة) ও শেষ অক্ষর (لام كلمة) তে যবর দিলে اثبات فعل ماضى معروف এর واحد مذكر غائب গঠিত হয়।

اِثْبَاتْ فِعْلِ مَاضِىْ مُطْلَقْ مَعْرُوفْ **এর অর্থসহ সিগাহসমূহ:**

نَصَرَ	সে (একজন পুং) সাহায্য করলো
نَصَرَا	তারা (দুজন পুং) সাহায্য করলো
نَصَرُوا	তারা (সকল পুং) সাহায্য করলো
نَصَرَتْ	সে (একজন স্ত্রী) সাহায্য করলো
نَصَرَتَا	তারা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করলো
نَصَرْنَ	তারা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করলো
نَصَرْتَ	তুমি (একজন পুং) সাহায্য করলে
نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন পুং) সাহায্য করলে
نَصَرْتُمْ	তোমরা (সকল পুং) সাহায্য করলে
نَصَرْتِ	তুমি (একজন স্ত্রী) সাহায্য করলে
نَصَرْتُمَا	তোমরা (দুজন স্ত্রী) সাহায্য করলে
نَصَرْتُنَّ	তোমরা (সকল স্ত্রী) সাহায্য করলে
نَصَرْتُ	আমি (একজন পুং/স্ত্রী) সাহায্য করলাম
نَصَرْنَا	আমরা (দুই বা ততোধিক পুং/স্ত্রী) সাহায্য করলাম

(১৩) প্রশ্ন ঃ مُضَارِعْ এর সংজ্ঞা ও প্রকার বর্ণনা কর।

- ❖ فِعْلُ مُضَارِعْ এর সংজ্ঞা:- فِعلْ এর যে রূপ/ ছিগাহ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فِعْلُ مُضَارِعْ বলা হয়।
- ❖ فِعْلُ مُضَارِعْ এর আলামত চারটি:

الف- ت- ي- ن একবাক্যে اتين বলা হয়।

- ❖ فِعْلُ مُضَارِعْ কে পাঁচভাগে ভাগ করা যায়: ।

১. فِعْلِ مُضَارِعْ مُثْبَتْ : হ্যাঁ-সূচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া।যেমন: يَنْصُرُ، تَنْصُرُ

২. فِعْلِ مُضَارِعْ مَنْفِيْ : না-সূচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া। যেমন: يَنْصُرُ، تَنْصُرُ

৩. فِعْلِ مُضَارِعْ مَنْفِيْ بَلَمِ جِحَدْ : "لَمْ" যোগে না-বাচক অস্বীকারজ্ঞাপক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া। যেমন: يُنْصَرُ، تُنْصَرُ

৪. فِعْلِ مُضَارِعْ مَنْفِيْ بِلَنِ مُؤَكَّدْ : অর্থাৎ "لَنْ" যোগে না-বাচক দৃঢ়তাসূচক বর্তমান ও ভবিষ্যতকালীন ক্রিয়া। যেমন: لن يَنْصُرَ

৫. فِعْلِ مُضَارِعْ مُؤَكَّدْ بَلَامِ وَ نُوْنِ التَّاكِيدْ : অর্থাৎ দৃঢ়তাবাচক ل এবং ن যোগে নিশ্চয়তাসূচক ক্রিয়া। যেমন: لم يَنْصُرْ

(১৪) প্রশ্ন ঃ مُضَارِعْ এর সংজ্ঞা ও গঠনপ্রণালী বর্ণনা কর।

উত্তর ঃ فِعْلِ مُضَارِعْ এর সংজ্ঞা:- فِعلْ এর যে রূপ/ ছিগাহ দ্বারা বর্তমান বা ভবিষ্যৎকালে কোন কাজ করা বা হওয়া বুঝায় তাকে فِعْلُ مُضَارِعْ বলা হয়।

*** فِعْلِ مُضَارِعْ এর গঠন প্রণালী-**

فِعْلُ مُضَارِعْ - فِعْلُ مَاضِىْ থেকে গঠিত হয়।

فِعْلُ مُضَارِعْ গঠন করতে গঠন করতে হলে مُضَارِعْ চারটি চিহ্ন (ا- ت – ي – ن) হতে যে কোন একটি চিহ্ন مَاضِىْ এর পূর্বে যুক্ত করতে হবে। فَا ءُ كَلِمَةْ কে সাকিন করে لَامْ كَلِمَةْ তে ضُمَّةْ / পেশ দিতে হবে। عَيْنُ كَلِمَةْ তে কখনো ضُمَّةْ/ পেশ কখনো فَتْحَةُ / যবর কখনো كَسْرَةْ/ যের দিতে হবে। অর্থাৎ بَابْ অনুযায়ী হরকত দিতে হবে।

বিঃ দ্রঃ- مُضَارِعْ এর عَلَامَتْ/ চিহ্ন হতে আলিফ এক ছিগার জন্য ن চিহ্নটি এক ছিগাহর জন্য تَاءُ চিহ্নটি আট صِيْغَةْএর জন্য এবং يَاءُ চিহ্নটি চার صِيْغَةْ এর জন্য আসে। ১৪টি ছিগাহ থেকে ৭টি ছিগাহ এর শেষে نُوْنُ اِعْرَابِيْ যুক্ত হবে। যেমন - يَذْهَبُ

مُضَارِعْ এর রূপান্তরের প্রথম অক্ষর দেখে ছিগাহগুলো নির্ণয় করা যাবে।

(১৫) প্রশ্ন ঃ اَلطَّلَبُ মাসদার হতে اَمَرْ حَاضِرْ مَعْرُوفْ এর ছিগাহগুলো লেখ।

উত্তর : اُطْلُبْ – اُطْلُبَا – اُطْلُبُوْا – اُطْلُبِىْ – اُطْلُبَا – اُطْلُبْنَ

(১৬) প্রশ্ন ঃ اِسْمُ فَاعِلْ কাকে বলে? উহার গঠন প্রণালী ও ছিগাহগুলো অর্থসহ লেখ।

উত্তর ঃ اِسْمُ فَاعِلْ এর সংজ্ঞা: اِسم এর যে ছিগাহ/ রূপ দ্বারা فعل/ ক্রিয়া সম্পাদনকারীকে বা প্রকাশকারীকে বুঝায় এবং তিন কালের কোন কাল থাকেনা তাকে উহাকে اسم فاعل বলা হয়।

যেমন ঃ ناصر একজন (পুং) সাহায্য কারী।

<u>* **গঠন প্রণালী** ঃ</u> তিন অক্ষর বিশিষ্ট فعل থেকে اسم فاعل টি فاعل এর ওজনে গঠিত হয়। مضارع معروف থেকে علامة المضارع /مضارع এর চিহ্নকে বিলুপ্ত করে فاء كلمة / প্রথম অক্ষরে فتحة/ যবর প্রদান কররে فاء ও عين كلمة এর মাঝে একটি الف যুক্ত করতে হয়। অতঃপর عين كلمة তে كسرة ও لام كلمة তে তানভীন যুক্ত করলে اسم الفاعل গঠিত হয়।

যেমন ;- يذهب হতে ذاهب

তিনের অধিক অক্ষর বিশিষ্ট فعل থেকে اسم فاعل গঠন করতে হলে علامة المضارع কে বিলুপ্ত করে তার জায়গায় একটি পেশ বিশিষ্ট মীম যুক্ত করতে হয়। অতঃপর শেষ অক্ষরে তানবীন ও তার পূর্বের অক্ষরে كسرة / যের দিলে اسم فاعل গঠিত হবে। অর্থসহ ছিগাহসমূহ

ذَاهِبٌ	একজন (পুং) গমনকারী
ذَاهِبَانِ	দুজন (পুং) গমনকারী
ذَاهِبُوْنَ	সকল (পুং) গমনকারী
ذَاهِبَةٌ	একজন (স্ত্রী) গমনকারী
ذَاهِبَتَانِ	দুজন (স্ত্রী) গমনকারী
ذَاهِبَاتٌ	সকল (স্ত্রী) গমনকারী

(১৭) প্রশ্ন ঃ فِعْلِ مُضَارِعْ مَنْفِى الْمُؤَكَّدْ بِلَنْ কাকে বলে? গঠন প্রণালী বর্ণনা কর।

فعل এর যে ছিগাহ দ্বারা ভবিষ্যতকালে নিশ্চিতভাবে কোন কাজ না করা বা না হওয়া বুঝায় তাকে نفى تاكيد بلن বলা হয়।

❖গঠন প্রণালী ঃ

فعل مضارع এর পূর্বে لن যুক্ত করতে হবে। لن পাঁচটি সীগাহ এর শেষে যবর দেয় এবং সাত সীগাহ থেকে نون اعرابى কে বিলুপ্ত করতে হবে। দুটি সীগাহ এর শেষে কোন পরিবর্তন হয়না। যে পাঁচটি সীগাহ শেষের যবর দেয় সীগাহগুলো এই

১। واحد مذكر غائب

২। واحد مؤنث غائب

৩। واحد مذكر حاضر

৪। واحد متكلم - لن افعل

৫। جمع متكلم - لن نفعل

যে সাত সীগাহ হতে نون اعرابى কে বিলুপ্ত করে দেয় صيغة গুলো এই

১. – تثينة مذكر غائب

২. – تثنية مؤنث غائب

৩. – تثنية مذكر حاضر

৪. -تثنيه مؤنت حاضر

৫. – جمع مذكر غائب

৬. – جمع مذكر حاضر

৭. واحد مؤنث حاضر

সে দুটি সীগাহ এর শেষে কোন পরিবর্তন হবেনা সীগাহ গুলো হলো:

(১) جمع مؤنث غائب

(২) جمع مؤنث حاضر

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে মুজারের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(১৮) প্রশ্ন ঃ صِيْغَةٌ কাহাকে বলে? উহার শাখা কয়টি ও কী কী?

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে صِيْغَةٌ এর আলোচনা ব্যাপক। صِيْغَةٌ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **الصِيْغَةُ لُغَةً (সীগার আভিধানিক অর্থ):**

- اَلصُّوْرَةُ– আকৃতি।
- اَلشِّكْلُ– গঠন।

☒ **الصِيْغَةُ اِصْطِلَاحًا (সীগার পারিভাষিক অর্থ):**

❖صِيْغَةٌ❖ সীগাহ এর পরিচয়: صِيْغَةٌ শব্দের অর্থ আকৃতি ও রূপ।

❖পরিভাষায়: শব্দের বিভিন্ন রূপ ও আকৃতিকে صِيْغَةٌ বলে।

❖**সীগাহ এর তিনটি অংশ:**

❖ جِنْسُ তথা পুরুষ/স্ত্রী

❖ عَدَدُ তথা বচন

❖ شَخْصُ তথা পুরুষ (উত্তম, মধ্যম ও নাম)

❖ **صِيْغَةٌ এর সংখ্যা:**

فَاعِلْ তথা কর্তার جِنْسُ , عَدَدُ , شَخْصُ অনুসারে صِيْغَةٌ মোট ১৪টি

(১৯) প্রশ্ন ঃ লিঙ্গভেদে اِسْمُ কত প্রকার ও কী কী?

❖**লিঙ্গভেদে اِسْمُ এর প্রকার:**

❖ লিঙ্গভেদে ইসম দুই ভাগে বিভক্ত:

(১) পুংলিঙ্গ: مُذَكَّرْ (২) স্ত্রীলিঙ্গ: مُؤَنَّثْ

❖ পুরুষবাচক সকল শব্দকে مُذَكَّرْ বলে। যেমন: كَاتِبٌ

❖ স্ত্রীবাচক সকল শব্দকে مُؤَنَّثْ বলে। যেমন: كَاتِبَةٌ

❖ مُؤَنَّثْ এর চিহ্নটি শব্দের মধ্যে থাকুক বা অর্থের মধ্যে থাকুক, ইহার মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। যে اِسْمُ ইহার বিপরীত হইবে উহাকে مُذَكَّرْ বলা হইবে।

✓ **مُؤَنَّثْ এর আলামত:**

স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন পাঁচটি। যেমন:

১. (اَلِفُ مَقْصُوْرَةٌ) – ছোট আলিফ: حُبْلٰي ,

২. (اَلِفُ مَمْدُوْدَةٌ) লম্বা আলিফ: حَمْرَاءُ ,

৩. প্রকাশ্য গোল তা كَاتِبَةٌ ,

৪. প্রকাশ্য লম্বা তা فَعَلَتْ,

৫. অপ্রকাশ্য তা زَيْنَبُ

✓ فِعْلِ مَاضِيْ এর শেষে গোল তা, -تِ- تَا- نْ- تُنَّ থাকা এবং فِعْلِ مُضَارِعْ এর শেষে نَ- يْنَ থাকা।

✓ مُؤَنَّثْ এর আলামত না থাকলে তাহা অবশ্যই مُذَكَّرْ এর সিগাহ।

(২০) প্রশ্ন ঃ شَخْصٌ কত প্রকার ও কী কী?

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে شخص এর আলোচনা ব্যাপক। শাখস সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ লিঙ্গভেদে ইসম দুই ভাগে বিভক্ত:

شخص এর প্রকারভেদ:

شَخْصٌ (পুরুষ) তিন প্রকার:

১. غَائِبْ উত্তম পুরুষ:

২. حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ:

৩. مُتَكَلِّمْ নাম পুরুষ:

○ غَائِبْ উত্তম পুরুষ: যে সীগাহ দ্বারা فَاعِلْ তথা কর্তার অনুপস্থিতি বুঝায় তাকে غَائِبْ বলা হয়।

○ অথবা এভাবে বলা যায়: সে, তারা, তাহারা ইত্যাদি সর্বনাম দ্বারা সম্পাদিত فِعلْ কে غَائِبْ বলে।

যেমন: نَصَرَ সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করল।

○ حَاضِرْ মধ্যম পুরুষ: যে সীগাহ দ্বারা فَاعِلْ তথা কর্তার উপস্থিতি বুঝায় তাকে حَاضِرْ বলা হয়।

○ অথবা এভাবে বলা যায়: তুমি, তোমরা, তোমাদের ইত্যাদি সর্বনাম দ্বারা সম্পাদিত فِعلْ কে حَاضِرْ বলে।

যেমন: نَصَرْتَ তুমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করেছ।

○ مُتَكَلِّمْ নাম পুরুষ: যে সীগাহ দ্বারা সম্বোধনকারীকে বুঝায় তাকে مُتَكَلِّمْ বলা হয়।

○ অথবা এভাবে বলা যায়: আমি, আমরা, আমাদের ইত্যাদি সর্বনাম দ্বারা সম্পাদিত فِعلْ কে مُتَكَلِّمْ বলে।

যেমন: نَصَرْتُ আমি (একজন পুরুষ) সাহায্য করেছি।

❖**اَلْخَاتِمَةُ** : বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে شخص এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২১) প্রশ্ন ঃ عَدَدْ কাকে বলে? ইহা কত প্রকার ও কী কী?

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে عَدَدْ -এর আলোচনা ব্যাপক। عَدَدْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖عدد (বচন) এর সংজ্ঞা:

সংখ্যাবাচক সকল শব্দকে আরবীতে عدد বা বচন বলা হয়।
যেমন: এক, দুই, প্রথম, অর্ধেক।

❖عدد এর প্রকারভেদ:

عدد (বচন) তিন প্রকার:

১. وَاحِدْ একবচন:
২. تَثْنِيَّةْ দ্বিবচন:
৩. جَمْعُ বহুবচন:

○ **وَاحِدْ একবচন:** যে فِعلْ এর সম্পাদনকারী কর্তা একজন তাকে وَاحِدْ বলে।
যেমন: نَصَرَ সে (একজন পুরুষ) সাহায্য করল।

○ **تَثْنِيَّةْ দ্বিবচন:** যে فِعلْ এর সম্পাদনকারী কর্তা দুইজন তাকে تَثْنِيَّةْ বলে।
যেমন: نَصَرَا তারা (দুইজন পুরুষ) সাহায্য করল।

○ **جَمْعُ বহুবচন:** যে فِعلْ এর সম্পাদনকারী কর্তা একাধিক তাকে جَمْعُ বলে,

○ جَمْعُ (বহুবচন) ঃ ঐ ইসম যাহা নিজের এক বচনের অক্ষরগুলি শাব্দিক বা উহ্য পরিবর্তনের দ্বারা উহার অক্ষরসমূহের মাধ্যমে উহার উদ্দেশ্যগত একাধিক একককে বুঝায়। বাহ্যিক পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত যেমন-رجال

○ যেমন: نَصَرُوْا তারা (একাধিক পুরুষ) সাহায্য করল

○ تَثْنِيَّةْ অথবা جَمَعْ এর আলামত না থাকলে তাহা অবশ্যই وَاحِدْ এর সিগাহ,

○ শব্দের শেষে দ্বিবচনের আলামত الف/الف- نون
যেমন: نَصَرَا، ينصران

○ বহুবচনের আলামত ات/ ين/واو- نون/واو-الف
যেমন: مسلمات، مسلمين، مسلمون، مسلموا

❖**اَلْخَاتِمَةُ** : বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে عَدَدْ এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(২২) প্রশ্ন ঃ فَعْلُ مُضَارِعْ مَنْفِى بِلَمْ কাকে বলে? তার গঠণপ্রণালী বর্ণনা কর।

فعل مضارع منفى بلم এর সংজ্ঞা = فعل এর যে রূপ/ সীগাহ দ্বারা অতীত কালে কোন না করা বা না হওয়ার নিশ্চয়তা বুঝায় তাকে فعل مضارع منفى بلم / نفى جحد بلم বলে।

গঠনপ্রণালী = فعل مضارع এর পূর্বে لم যুক্ত করলে فعل مضارع منفى بلم গঠিত হয়।

لم পাঁচটি সীগাহ এর শেষে জযম দেয় এবং সাত সীগাহ হতে نون اعرابى কে দূর করে দেয় এবং দুটি সীগাহ এর মধ্যে কোন পরিবর্তন হয়না।

বিঃ দ্রঃ لم ও لن যে لن পাঁচটি সীগাহ এর শেষে যবর দেয় কিন্তু لم পাঁচটি সীগাহ এর শেষে জযম দেয় বাকী বাকী অংশ مضارع منفى بلن এর গঠন উপর অনুমান করে লেখা যাবে।

(২৩) প্রশ্ন ঃ السمع মাসদার হতে مضارع منفى بلم এর সীগাহগুলো লেখ।

لَمْ يَسْمَعْ – لَمْ يَسْمَعَا – لَمْ يَسْمَعُوْا – لَمْ تَسْمَعْ – لَمْ تَسْمَعَا – لَمْ يَسْمَعْنَ –لم تَسْمَعْ –
لم تَسْمَعَا – لم تَسْمَعُوْا – لم تَسْمَعِىْ – لم تسمعَا- لم تسمعنَّ – لم اَسْمَعْ – لم نَسْمَعْ–

(২৪) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ الْاَمْرِ কাকে বলে? امر حاضر معروف এর গঠন প্রণালী লেখ।

فعل الامر এর পরিচয় ঃ فعل এর যে রূপ বা সীগাহ দ্বারা আদেশ, উপদেশ ও অনুরোধ বুঝায় তাকে فعل امر বলে। যথা - افعل = তুমি কর।

امر حاضر معروف এর গঠন প্রণালী : امرحاضر معروف - مضارع حاضر معروف থেকে গঠিত হয়। مضارع এর চিহ্নকে বিলুপ্ত করে দেখতে হবে প্রথম অক্ষর সাকীন না হরকত বিশিষ্ট। যদি হরকত বিশিষ্ট হয় তাহলে দেখতে হবে لام كلمة / শেষ অক্ষরটি حرف صحيح না حرف علت।

১। যদি শেষ অক্ষরটি حرف صحيح হয় তাহলে ساكن করতে হবে। যেমন تعد থেকে عد

২। যদি শেষ অক্ষরটি حرف علت হয় তাহলে বিলুপ্ত করতে হবে। যেমন تقى থেকে ق

مضارع এর চিহ্নকে বিলুপ্ত কওে দেখতে হবে প্রথম অক্ষর সাকীন না হরকত বিশিষ্ট مضارع এর চিহ্নকে বিলুপ্ত করার প্রথম অক্ষর যদি ساكن (সাকিন) বিশিষ্ট হয় তাহলে عين كلمة / মধ্যের অক্ষরটি দেখতে হবে তাতে কি হরকত রয়েছে

১। যদি মধ্যের অক্ষরে(عين كلمة) যবর বা যের বিশিষ্ট হয় তবে, শুরুতে একটি যের যুক্ত একটি হামযাহ যোগ করতে হবে। যেমন ঃ تفعل থেকে افعل

২। যদি মধ্যের অক্ষরে(عين كلمة) পেশ বিশিষ্ট হয়, তবে শুরুতে একটি পেশ যুক্ত হামযাহ যোগ করা হবে। تنصر হতে انصر

(২৫) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ কাকে বলে? صَحِيح এবং علة এর বিবেচনায় فعل কত প্রকার?

❖اَلْمُقَدَّمَةُ❖: আরবী ব্যাকরণে فعْل এর আলোচনা ব্যাপক। فعل সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ اَلْفَعْلُ لُغَةً (ফেলের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْحَدَثُ-নতুন-
- اَلْعَمَلُ-কাজ-

☒ اَلفعل اِصْطِلَاحًا (ফেলের পারিভাষিক সংজ্ঞা):

فِعْلُ এর বিবরণ : فِعْلُ এমন একটি كَلِمَةٌ বা পদকে বলে যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করে এবং কোন এক কালের (সময়ের) সাথে মিল রাখে।

❖ فعل এমন একটি كلمة বা পদকে বলে যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করে এবং কোন এক কালের সাথে মিল রাখে। فعل এর বাংলা নাম হলো কাজ। বাংলা পদের ক্রিয়া এর সাথে সামাঞ্জস্য। ইংরেজী Parts of Speech এর Verb এর সাথে সামাঞ্জস্য।

اَلْفِعْلُ كَلِمَةٌ تَدُلُّ عَلٰي مَعْنًي فِيْ نَفْسِهَا دَلَالَةً مُقْتَرِنَةً بِزَمَانٍ ذَالِكَ الْمَعْنَي-

- যেমন - جَاءَ- نَصَرَ- يَنْصُرُ -

❖ صحيح এর বিবেচনায় فعل দুই প্রকার

১. سَالِمْ: যাহা হামযাহ, হরফে ইল্লত এবং এক জাতীয় দুই হরফ থেকে মুক্ত। (نَصَرَ – قَتَلَ)

২. مُضْعَفْ: শব্দের মূল অক্ষরে এক জাতীয় একাধিক অক্ষর থাকা।

❖مُضْعَفْ❖ আবার দুই প্রকার:

١. مُضْعَفِ ثُلَاثِيْ-

٢. مُضْعَفِ رُبَاعِيْ-

مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ : তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে এক জাতীয় দুইটা শব্দ হলে তাকে مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ বলে। যেমন- سَدَّ- مَدَّ-

مُضْعَفِ رُبَاعِيْ: চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে এক জাতীয় দুইটা শব্দ হলে তাকে مُضَاعَفِ رُبَاعِيْ বলে। زَلْزَلَ- وَسْوَسَ

علة এর বিবেচনায় فعل ৫ প্রকার

১. مِثَالْ ফা কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে মিছাল বলা হয়। যেমন- وَلَدَ- وَجَدَ-

২. اَجْوَفْ আইন কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে আযওয়াপ বলা হয়। যেমন- دَيْنٌ

৩. نَاقِصْ লাম কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে নাকিছ বলা হয়। যেমন-رَمَيَ- سَعْيَ

৪. لَفِيفْ : শব্দের মূল অক্ষরে একাধিক হরফে ইল্লাত থাকলে তাকে লাফিফ বলে।

لَفِيفْ : আবার দুই প্রকার:

* لَفِيفِ مَفْرُوقْ : দুইটি হরফে ইল্লাত আলাদা আলাদা আসলে তাকে মাফরুক বলে।যেমন: شَوَيَ- غَوَي

*لَفِيفِ مَقْرُونْ : দুইটি হরফে ইল্লাত পাশাপাশি আসলে তাকে মাকরুন বলে। যেমন وَصَيَ- وَقَيَ

(২৬) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ কাকে বলে? صَحِيْحُ এবং مَهْمُوزْ এর বিবেচনায় فعل কত প্রকার?

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে فِعْلُ এর আলোচনা ব্যাপক। فِعْلُ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ اَلفَعْلُ لُغَةً (ফেলের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْحَدَثُ-নতুন
- اَلْعَمَلُ-কাজ

☒ اَلفَعْلُ اِصْطِلَاحًا (ফেলের পারিভাষিক সংজ্ঞা):

فِعْلُ এর বিবরণ : فِعْلُ এমন একটি كَلِمَةٌ বা পদকে বলে যা নিজের অর্থ নিজে প্রকাশ করে এবং কোন এক কালের (সময়ের) সাথে মিল রাখে।

الْفِعْلُ الصَّحِيْحُ هُوَ كُلَّ فِعْلٍ تَخْلُوْ حُرُوْفُهُ الْاَصْلِيَّةُ مِنْ اَحْرُفِ الْعِلَّةِ –

● যেমন - جَلَسَ - نَصَرَ

❖ **صحيح এর বিবেচনায় فعل এর প্রকার**

صحيح এর বিবেচনায় فعل দুই প্রকার

১. سَالِمْ: যাহা হামযাহ, হরফে ইল্লত এবং এক জাতীয় দুই হরফ থেকে মুক্ত।
(اَلْمَثَلُ: نَصَرَ – قَتَلَ)

২. مَهْمُوْزٌ: শব্দের মূল অক্ষরে হামজা থাকলে উহাকে মাহমুজ বলে ।
(اَلْمَثَلُ: أكل، قرأ، سأل)

❖ **مهموز তিন প্রকার:**

১. مَهْمُوْزُ فاء: ফা কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে মিছাল বলা হয়। যেমন- وَلَدَ- وَجَدَ
২. مَهْمُوْزُ عين : ফা কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে মিছাল বলা হয়। যেমন- وَلَدَ- وَجَدَ
৩. مَهْمُوْزُ لام: ফা কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে মিছাল বলা হয়। যেমন- وَلَدَ- وَجَدَ

- مُضْعَفْ: শব্দের মূল অক্ষরে এক জাতীয় একাধিক অক্ষর থাকা।

❖ **مُضْعَفْ আবার দুই প্রকার:**

১. مُضْعَفِ ثُلَاثِيْ-
২. مُضْعَفِ رُبَاعِيْ-

* তিন অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে এক জাতীয় দুইটা শব্দ হলে তাকে مُضَاعَفِ ثُلَاثِيْ বলে।
যেমন: سَدَّ- مَدَّ
* চার অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের মধ্যে এক জাতীয় দুইটা শব্দ হলে তাকে مُضَاعَفِ رُبَاعِيْ বলে।
যেমন: زَلْزَلَ- وَسْوَسَ

(২৭) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ مُعْتَلْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার?

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে فِعْلُ এর আলোচনা ব্যাপক। فِعْلُ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ **اَلْمُعْتَلُ لُغَةً (মু'তালের আভিধানিক অর্থ):**

- -اَلْعِلَّةُ: ব্যাপার
- -اَلسَّبَبُ: কারণ

☒ **اَلفَعْلُ اِصْطِلَاحًا (পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

فِعْلُ مُعْتَلْ এর বিবরণ : শব্দের মূল অক্ষরে এক বা একাধিক হরফে ইল্লাত থাকলে উহাকে মুতাল বলে। যেমন : -ولد، يوم، ليل

هُوَ الْفِعْلُ الَّذِيْ تَتَضَمَّنَ اُصُوْلَهُ حَرْفُ عِلَّةٍ اَوْ حَرْفَيْنِ

عِلَّةٌ এর বিবেচনায় فعل ৪ প্রকার:

১. مِثَالْ ফা কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে মিছাল বলা হয়। যেমন- وَلَدَ- وَجَدَ

২. اَجْوَفْ আইন কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে আযওয়াপ বলা হয়। যেমন- دَيْنٌ

৩. نَاقِصْ লাম কালিমায় হরফে ইল্লাত আসলে নাকিছ বলা হয়। যেমন-رَمَيَ- سَعْيَ

৪. لَفِيفْ : শব্দের মূল অক্ষরে একাধিক হরফে ইল্লাত থাকলে তাকে লাফিফ বলে।

لَفِيفْ : আবার দুই প্রকার:

* لَفِيْفِ مَفْرُوقْ : দুইটি হরফে ইল্লাত আলাদা আলাদা আসলে তাকে মাফরুক বলে। যেমন: شَوَيَ- غَوَيَ،

*لَفِيْفِ مَقْرُونْ : দুইটি হরফে ইল্লাত পাশাপাশি আসলে তাকে মাকরুন বলে। যেমন وَصَيَ- وَقَيَ

(২৮) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ اللَّازِمِ এবং مُتَعَدِّيْ কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখ।

فِعْلُ مُتَعَدِّيْ (সকর্মক ক্রিয়া) ঃ ঐ ফে'ল যাহার অর্থ বুঝা কর্তা ছাড়া আরও কোন সংশ্লিষ্ট বস্তুর উপর নির্ভর করে। যেমন-(نَصَرَ خَالِدٌ زَيْدًا)

قَالَ الصَّاحِبُ لِمِيْزَانِ الصَّرْفِ: هُوْ الْفِعْلُ الَّذِيْ يَحْتَاجُ اِلَي مَفْعُوْلِ بِهِ لِاِتْمَامِ مَعْنَي الْجُمْلَةِ –

❖ **فِعْلُ لَازِمْ (অকর্মক ক্রিয়া)** ঃ ঐ ফে'ল যাহার অর্থ বুঝা কর্তা ছাড়া আর কোন বস্তুর উপর নির্ভর করে না। যেমন-نَجَحَ الطَّالِبُ

قَالَ الصَّاحِبُ لِمِيْزَانِ الصَّرْفِ: هُوْ الْفِعْلُ الَّذِيْ لَا يَحْتَاجُ اِلَي مَفْعُوْلِ بِهِ لِاِتْمَامِ مَعْنَي الْجُمْلَةِ -

(২৯) প্রশ্ন ঃ فِعْلُ مُجَرَّدْ কাকে বলে? فِعْلُ مُجَرَّدْ এর প্রকারগুলো লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**: আরবী ব্যাকরণে فِعْلُ مُجَرَّدْ এর আলোচনা ব্যাপক। فِعْلُ مُجَرَّدْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلْمُجَرَّدُ لُغَةً (মুজাররাদের আভিধানিক অর্থ):**

১. -اَلْخَالِيُ : ত্রুটিমুক্ত করা।

২. -اَلسَّلَامَةُ: ত্রুটিমুক্ত করা।

❖ **اَلْمُجَرَّدُ اِصْطِلَاحًا (মুজাররাদের পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

সহজ করার জন্য হরফে ইল্লাতকে পরিবর্তন করাকে ইলাল বলে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِمِيْزَانِ الصَّرْفِ: هُوْ الْفِعْلُ الَّذِيْ مَا كَانَ جَمِيْعُ حُرُوْفِهِ اَصْلِيَّةٌ-

যেমন-(نَصَرَ)

❖ **اَقْسَامُ اَلْمُجَرَّدِ (মুজাররাদের প্রকার):**

মুজাররাদ মোট ২ প্রকার

১. ثُلَاثِيْ : তিন অক্ষর বিশিষ্ট

২. رُبَاعِيْ : চার অক্ষর বিশিষ্ট

❖ ثُلَاثِيْ مجرد : উহার তিনটি ওজন ৮টি বাবে বিভিক্ত:

اَوْزَانُ لثَلَاثِيْ مُجَرَّدِ		
فَعَلَ	نَصَرَ- يَنْصُرُ	دَخَلَ- يَدْخُلُ
	فَتَحَ- يَفْتَح	مَنَعَ – يَمْنَعُ
	ضَرَبَ- يَضْرِبُ	جَلَسَ- يَجْلِسُ
فَعِلَ	سَمِعَ- يَسْمَعُ	حَمِدَ – يَحْمَدُ
	حَسِبَ- يَحْسِبُ	وَرِثَ- يَرِثُ
	فَضِلَ- يَفْضُلُ	فَضِلَ- يَفْضُلُ
فَعُلَ	كَرُمَ- يَكْرُمُ	قَرُبَ- يَقْرُبُ
	كَادَ/كَوَدَ- يَكَادُ	كَادَ- يَكَادُ

❖ رباعي مجرد : উহার মাত্র ১টি বাব:

فَعْلَلَ يُفَعْلِلُ-

যেমন: : زَلْزَلَ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে فِعْلُ مُجَرَّد এর গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

(৩০) প্রশ্ন ঃ اِسْمُ مُشْتَقْ কাকে বলে? উহার প্রকারগুলো লিখ।

☒ اَلْمُشْتَقُّ لُغَةً- (মুশতাকের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْمُخْرَجُ -বের হওয়ার স্থান
- اَلْمَنْبَعُ- উৎপত্তির স্থান

☒ اَلْمُشْتَقُّ اِصْطِلَاحًا- (মুশতাকের পারিভাষিক সংজ্ঞা):

ফেল থেকে উৎপন্ন ইসিমসমূহকে ইসমু মুশতাক বলে।

قَالَ الصَّاحِبُ لِقَوَاعِدِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ: هُوَ مَا اُخِذَ مِنْ غَيْرِهِ

- **اِسْمُ مُشْتَقْ এর প্রকার:**

اِسْمُ مُشْتَقْ মোট সাত প্রকার:

১- -اِسْمُ الْفَاعِلِ : কর্তাবাচক ইসম। যেমন- ضَارِبٌ، قَائِمٌ

২- -اِسْمُ الْمَفْعُوْلِ : কৃতবাচক ইসম। যেমন-مَضْرُوْبٌ، مَنْصُوْرٌ

৩- -اِسْمُ الْمُبَالَغَةِ: চূড়ান্ত খবরবাচক ইসম। যেমন- عَلَّامٌ

৪- -اِسْمُ الْمُشَبَّهَةِ: সাদৃশ্যবাচক ইসম। যেমন- حَسَنٌ

৫- -اِسْمُ التَّفْضِيْلِ: তুলনাবাচক ইসম। যেমন-اَحْسَنُ، اَفْضَلُ

৬- -اَلزَّمَانُ وَالْمَكَانُ: স্থান ও কালবাচক ইসম। যেমন-مَكْتَبٌ

৭- -اِسْمُ الْاٰلَةِ: যন্ত্রবাচক ইসম। যেমন-مِغْسَلَةٌ

(৩১) প্রশ্ন ঃ اسْمُ الْفَاعِلِ কাকে বলে? উহার সীগাহ গঠন পদ্ধতি উদাহরণসহ লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ:** আরবী ব্যাকরণে اسْمُ الْفَاعِلِ এর আলোচনা ব্যাপক। اسْمُ الْفَاعِلِ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

☒ اَلْفَاعِلُ لُغَةً (ফা'য়েলের আভিধানিক অর্থ):

- اَلْعَامِلُ— কর্তা।
- اَلْاٰمِرُ— আদেশকারী।

☒ اَلْفَاعِلُ اِصْطِلَاحًا (ফা'য়েলের পারিভাষিক অর্থ):

❖ فَاعِلْ **(কর্তৃকারক)** ঃ ইহা এমন একটি ইসম যাহার পূর্বে একটি ফে'ল বা ছিফাত হইতে সেই ইসমের দিকে এইভাবে সম্বন্ধযুক্ত করা হইয়াছে যে **فعل** টি ইসমটির সহিত বিদ্যমান হইবে, কিন্তু ইসমটির উপর উহা পতিত হবে না।

❖ কেউ কেউ বলেন: কর্ম সম্পাদনকারীকে فَاعِلْ বলে। যেমন: قَامَ زَيْدٌ

قَالَ الصَّاحِبُ لِهَدَايَةِ النَّحْوِ: كُلُّ اِسْمٍ قَبْلَهُ فِعْلٌ اَوْ صِفَةٌ —

❖ اسْمُ الْفَاعِلِ **এর সীগাহ গঠন পদ্ধতি:**

اسْمُ الْفَاعِلِ এর সীগাহ গঠন পদ্ধতি দুইটি:

১. -مِنْ فِعْلٍ ثُلَاثِيٍ : فِعْلُ ثَلَاثِيٍ থেকে এর فَاعِلٌ ওজনে আসে।

نَصَرَ : نَاصِرٍ، ذَهَبَ : ذَاهِبٌ، قَالَ : قَائِلٍ-

২. مِنْ فِعْلٍ غَيْرُ ثُلَاثِيٍ : (فِعْلُ ثَلَاثِيٍ ব্যতীত অন্যান্য ওজনে আসে)- فِعْلِ مُضَارِعْ এর আলামতকে পেশযুক্ত মীম দ্বারা পরিবর্তন করে শেষ অক্ষরের আগের অক্ষরকে যের প্রদান করা।

اِنْكَسَرَ: مُنْكَسِرٌ، اِسْتَعْمَلَ: مُسْتَعْمِلٌ-

(৩২) প্রশ্ন ঃ اِدْغَامٌ কাকে বলে? উহার শর্তগুলো লিখ।

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে اِدْغَامْ এর আলোচনা ব্যাপক। اِدْغَامْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلاِدْغَامُ لُغَةً (ইদগামের আভিধানিক অর্থ):** ❖

১. اَلدُّخُوْلُ: প্রবেশ করা।

২. اَلشُّمُوْلُ: শামিল করা।

❖ **اَلاِدْغَامُ اِصْطِلَاحًا (ইদগামের পারিভাষিক সংজ্ঞা):** ❖

একজাতীয় দুটি হরফের একটির সাথে অন্যটিকে মিলিয়ে পড়াকে ইদগাম বলে।

هُوَ اِدْخَالُ حَرْفٍ سَاكِنٍ فَيْ حَرْفٍ مُتَحَرِّكٍ مِنْ جِنْسِهِ بِلَا فَصْلٍ بَيْنَهُمَا بِحَيْثُ يُصِيْرَانِ مَعًا حَرْفًا وَاحِدًا مُشَدَّدًا۔

❖ **مَوَاضِعُ الْاِدْغَامِ (ইদগামের স্থানসমূহ):** ❖

ইদগাম মোট ২ প্রকার

১.-اَلْمِثْلَيْنِ اَوْ اَلْمَتَمَاثِلَيْنِ (হরফে ইল্লাতকে পরিবর্তন করে ইলাল করা)

يُقْصَدُ بِهِمَا الْحَرْفَانِ الْمُتَشَابِهَانِ الْمُتَجَاوِزَانِ فِيْ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ۔

যেমন: مَدَّ، اَصْلُهُ: مَدَدَ

২. -الْإِدْغَامُ الْمُتَقَارِبَيْنِ(হরফে ইল্লাতকে সাকিন করে ইলাল করা)

يُقْصَدُ بِهِمَا الْحَرْفَانِ الْمُتَجَانِسَانِ الْمُتَجَاوِزَانِ فِيْ الْكَلِمَةِ الْوَاحِدَةِ۔

যেমন:اِدَّكَرَ، اَصْلُهُ: اِذْتَكَرَ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ইদগামের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

☒ **اَلْخَاتِمَةُ:** الْإِدْغَامُ لَهُ اَهْمِيَّةٌ عَدِيْدَةٌ فِيْ عِلْمِ الصَّرْفِ۔

(৩৩) প্রশ্ন ঃ اِعْلَالْ কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

❖**اَلْمُقَدَّمَةُ**❖: আরবী ব্যাকরণে اِعْلَالْ এর আলোচনা ব্যাপক। اِعْلَالْ সম্পর্কে আলোচ্য প্রশ্নের আলোকে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

❖ **اَلاعْلَالُ لُغَةً** ❖ **(ইলালের আভিধানিক অর্থ):**

১. اَلْاِصْلَاحُ: ত্রুটিমুক্ত করা।

২. اَلاِحْلَالُ: সংশোধন করা।

❖ **اَلاعْلَالُ اِصْطِلَاحًا** ❖ **(ইলালের পারিভাষিক সংজ্ঞা):**

সহজ করার জন্য হরফে ইল্লাতকে পরিবর্তন করাকে ইলাল বলে।

هُوَ تَغْيِيْرُ حَرْفُ الْعِلَّةِ لِلتَّخْفِيْفِ-

❖ **اَقْسَامُ الْاعلال** ❖ (ইলালের প্রকার):

ইলাল মোট ৪ প্রকার

১.اَلْاِعْلَالُ بِالْقَلْبِ (হরফে ইল্লাতকে পরিবর্তন করে ইলাল করা)

যেমন: عَادَ , আসলে শব্দটি ছিলো: عَوَدَ

২.اَلْاِعْلَالُ بِالتَّسْكِيْنِ (হরফে ইল্লাতকে সাকিন করে ইলাল করা)

যেমন: يَجْرِيْ , আসলে শব্দটি ছিলো: يَجْرِيُ

৩.اَلْاِعْلَالُ بِالنَّقْلِ (হরফে ইল্লাতকে স্থানান্তর করে ইলাল করা)

যেমন: يَقُوْلُ, আসলে শব্দটি ছিলো: يَقْوُلُ

৪.اَلْاِعْلَالُ بِالْحَذْفِ (হরফে ইল্লাতকে গোপন করে ইলাল করা)

যেমন: يَعِدُ , আসলে শব্দটি ছিলো: يَوْعِدُ

❖**اَلْخَاتِمَةُ**❖: বিস্তারিত আলোচনার মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, আরবী ব্যাকরণে ইলালের গুরুত্ব এবং প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

☒ **اَلْخَاتِمَةُ:** اَلْاِعْلَالُ لَهُ اَهْمِيَّةٌ عَدِيْدَةٌ فِيْ عِلْمِ النَّحْوِ-

ভুল বাক্য শুদ্ধ করণ:

❖ مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ তার ইসিমকে নসব এবং খবরকে রফা প্রদান করে। إنَّ اَبَا خَالِدٍعَالِمًا

❖ أَفْعَالِ نَاقِصْ ইসিমকে রফা এবং খবরকে নসব প্রদান করে। كَانَ الْمُسْلِمِيْنَ صَالِحِيْنَ

❖ ذُوْالْحَالْ এবং حَالْ একই ইরাব হবে। وَصَلَتْ فَاطِمَةُ رَاكِبًا -

❖ أسْمَاءِ سِتَّهْ مُكَبَّرَةْ গুলোতে হালতে নসবীতে আলিফ হবে। إنَّ اَبُوْ زَيْدٍ قَائِمٌ -

❖ نَكِرَةْ কখনো মুবতাদা হতে পারে না। رَجُلٌ فِيْ الْمَسْجِدِ -

❖ فَاعِلْ إسْمِ ظَاهِرْ হলে ফেল অবশ্যই একবচন হবে। - ذَهَبُوْا النَّاسُ إلَي الإجْتِمَاعِ -

❖ أسْمَاءِ سِتَّهْ مُكَبَّرَةْ গুলোতে হালতে নসবীতে আলিফ হবে। - رَايْتُ اَبُوْكَ فِيْ الْحَدِيْقَةِ -

❖ ذُوْالْحَالْ এবং حَالْ একই ইরাব হবে। وَصَلَ بَكْرٌ رَاكِبَةً -

❖ مَوْصُوفْ এবং صِفَتْ একই ইরাব হবে। جَاءَ رَجُلٌ صَالِحَةٌ مِنَ الْمَشْرِقِ -

❖ ثَلَاثَـةٌ- عَشَرَةٌ পর্যন্ত বিপরীত লিঙ্গ ব্যবহৃত হয়। আর مَعْدُودْ বহুবচন এবং مَجْرُورْ ব্যবহৃত হয়।
إشْتَرَيْتُ ثَلَاثَةَ قَلَمًا -

❖ ২৩-২৯ পর্যন্ত معدود এর কাছাকাছি একই ইরাব হবে। এক্ষেত্রে مَعْدُودْ টা واحد এবং مَنْصُوبْ হবে।
رَايْتُ اَرْبَعَةَ عَشَرَةَ بَقَرَةً -

❖ أسْمَاءِ سِتَّهْ مُكَبَّرَةْ গুলোতে হালতে নসবীতে আলিফ হবে। - نَصَرَ بَكْرٌ اَبُوْ خَالِدٍ

❖ فَاعِلْ مُؤَنَّثْ হলে ফেলও مُؤَنَّثْ হবে। - نَصَرَ فَاطِمَةُ بَكْرًا

❖ جَمْعِ سَالِمْ এর حَالَتِ نَصْبِيْ তে يـن হবে। - لِلْمُسْلِمُوْنَ عِيْدَانِ فِيْ السَّنَةِ

❖ عِشْرِيْنَ শব্দটি حَالَتِ نَصْبِيْ তে ون হবে - عِنْدِيْ عِشْرِيْنَ كِتَابًا

❖ مُنَادَي গুলো مَفْعُولْ হিসেবে নসব হবে। يَا رَجُلٌ خُذْ بِيَدِيْ -

❖ أفْعَالِ نَاقِصْ তার ইসিমকে নসব এবং খবরকে রফা প্রদান করে আর مبتدأ-خبر একই ইরাব
كَانَ اَبَا زَيْدٍ غَائِبَةُ -

❖ حَالْ গুলো مَفْعُولْ হিসেবে নসব হবে। وَقَفَ خَالِدُ حَزِيْنٌ -

❖ ذُوالْحَالْ- حَالْ একই ইরাব وَصَلَ طَلْحَةُ رَاكِبَةً -

❖ صِفَتْ-مَوْصُوفْ একই ইরাব এবং مُشَبَّهْ بِالْفِعْلِ ইসিমকে রফা এবং খবরকে নসব প্রদান করে।
إنَّ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاهِبَةٌ اِلَي السُّوْقِ -

❖ فَاعِلْ مُؤَنَّثْ হলে ফেলও مُؤَنَّثْ হবে। ذَهَبَ الْهِنْدُ اِلَي الْمَدْرَسَةِ -

❖ أسْمَاءِ سِتَّهْ مُكَبَّرَةْ গুলোতে হালতে জররীতে ইয়া হবে। سَمِعْتُ الْقِصَّةَ مِنْ أخَاكَ -

❖ مَعْطُوفْ -مَعْطُوفِ عَلَيْهِ একই ইরাব مَالِيْ كِتَابٌ وَلَا قِرْطَاسًا -

❖ نَكِرَةْ কখনো মুবতাদা হতে পারে না। إنَّ لِيْ ثَوْبٌ -

* মুবতাদা হওয়ার জন্য শর্ত ৬টি:

১. إسْمْ তথা নাম হওয়া।	৪. عَامِلِ لَفْظِيْ তথা প্রকাশ্য আমেল থেকে মুক্ত হওয়া।
২. ضُمَّةْ তথা পেশ হওয়া।	৫. مُسْنَدُ إلَيْهِ তথা তার মুসনাদের।
৩. إبْتِدَا তথা বাক্যের শুরুতে আসা।	৬. مَعْرِفَةْ তথা নাম নির্দিষ্ট হওয়া।
বি.দ্র: ছয়টি শর্তের মধ্যে যদি যেকোন একটিও না পাওয়া যায় তাহলে মুবতাদা হবে না।	

* صِفَتْ-مَوْصُوفْ এর জন্য দশটি বিষয়ের মধ্যে চারটি মিল থাকা আবশ্যক:

مُذَكَّرْ – مُؤَنَّثْ – وَاحِدْ – تَثْنِيَّةْ – جَمَعْ – مَعْرِفَةْ – نَكِرَةْ – رَفَعْ- نَصَبْ – جَرْ

* Money is lost nothing is lost, Health is lost something is lost, Corrector is lost everything is lost.

ভুল বাক্য শুদ্ধ করণ: ভুল হলে সঠিকটি লিখ

সঠিক বাক্য	ভুল বাক্য
(١) إنَّ اَبَا خَالِدٍعَالِم	(١) إنَّ اَبَا خَالِدٍعَالِمًا
(٢) ذَهَبَ النَّاسُ اِلَي الإِجْتِمَاعِ-	(٢) ذَهَبُوْا النَّاسُ اِلَي الإِجْتِمَاعِ-
(٣) رَايْتُ اَبَاكَ فِيْ الْحَدِيْقَةِ-	(٣) رَايْتُ اَبُوْكَ فِيْ الْحَدِيْقَةِ-
(٤) وَصَلَ بَكْرٌ رَاكِبًا-	(٤) وَصَلَ بَكْرٌ رَاكِبَةً-
(٥) وَقَفَ خَالِدٌ حَزِيْنًا-	(٥) وَقَفَ خَالِدٌ حَزِيْنٌ-
(٦) إنَّ لِيْ ثَوْبا-	(٦) إنَّ لِيْ ثَوْبٌ-
(٧) جَاءَ رَجُلٌ صَالِحٍ مِنَ الْمَشْرِقِ-	(٧) جَاءَ رَجُلٌ صَالِحَةٌ مِنَ الْمَشْرِقِ-
(٨) إِشْتَرَيْتُ ثَلَاثَةَ اَقَلَام-	(٨) إِشْتَرَيْتُ ثَلَاثَةَ قَلَمًا-
(٩) كَانَ الْمُسْلِمِون صَالِحِيْنَ	(٩) كَانَ الْمُسْلِمِيْنَ صَالِحِيْنَ
(١٠) وَصَلَتْ فَاطِمَةُ رَاكِبة-	(١٠) وَصَلَتْ فَاطِمَةُ رَاكِبًا-
(١١) نَصَرَ بَكْرٌ اَبا خَالِدٍ-	(١١) نَصَرَ بَكْرٌ اَبُوْ خَالِدٍ-
(١٢) نَصَرَت فَاطِمَةُ بَكْرًا-	(١٢) نَصَرَ فَاطِمَةُ بَكْرًا-
(١٣) وَصَلَ طَلْحَةُ رَاكِبًا-	(١٣) وَصَلَ طَلْحَةُ رَاكِبَةً-
(١٤)إِنَّ اَبا بَكْرٍ ذَاهِبٍ اِلَي السُّوْقِ-	(١٤)إِنَّ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاهِبَةٌ اِلَي السُّوْقِ-
(١٥) ذَهَبَت الْهِنْدُ اِلَي الْمَدْرَسَةِ-	(١٥) ذَهَبَ الْهِنْدُ اِلَي الْمَدْرَسَةِ-
(١٦) سَمِعْتُ الْقِصَّةَ مِنْ أَخيكَ	(١٦) سَمِعْتُ الْقِصَّةَ مِنْ أَخَاكَ
(١٧) مَالِيْ كِتَابٌ وَلَا قِرْطَاس-	(١٧) مَالِيْ كِتَابٌ وَلَا قِرْطَاسًا-
(١٨) لِلْمُسْلِمينَ عِيْدَانِ فِيْ السَّنَةِ-	(١٨) لِلْمُسْلِمُوْنَ عِيْدَانِ فِيْ السَّنَةِ-
(١٩) عِنْدِيْ عِشْرِيْنَ كِتب –	(١٩) عِنْدِيْ عِشْرِيْنَ كِتَابًا –
(٢٠) إنَّ اَبا زَيْدٍ قَائِمٌ-	(٢٠) إنَّ اَبُوْ زَيْدٍ قَائِمٌ-
(٢١) فِيْ الْمَسْجِدِ رَجُلٌ -	(٢١) رَجُلٌ فِيْ الْمَسْجِدِ-
(٢٢) رَايْتُ اَرْبَعَ عَشَرَةَ بَقَرَةً-	(٢٢) رَايْتُ اَرْبَعَةَ عَشَرَةَ بَقَرَةً-
(٢٣) يَا رَجُلا خُذْ بِيَدِيْ-	(٢٣) يَا رَجُلٌ خُذْ بِيَدِيْ-
(٢٤) كَانَ ابو زَيْدٍ غَائِب-	(٢٤) كَانَ اَبَا زَيْدٍ غَائِبَةٌ-
(٢٥)إِنَّ لِيْ ثَوْبٌ-	(٢٥)إِنَّ لِيْ ثَوْبٌ-
(٢٦)نَصَرَ بَكْرٌ اَبا خَالِدٍ-	(٢٦)نَصَرَ بَكْرٌ اَبُوْ خَالِدٍ-
(٢٧)مَالِيْ كِتَابٌ وَلَا قِرْطَاس-	(٢٧)مَالِيْ كِتَابٌ وَلَا قِرْطَاسًا-
(٢٨)إِنَّ اَبا بَكْرٍ ذَاهِبٍ اِلَي السُّوْقِ-	(٢٨)إِنَّ اَبُوْ بَكْرٍ ذَاهِبَةٌ اِلَي السُّوْقِ-
(٢٩)عِنْدِيْ عِشْرِيْنَ كتب –	(٢٩)عِنْدِيْ عِشْرِيْنَ كِتَابًا –
(٣٠) إنَّ اَبا زَيْدٍ قَائِمٌ-	(٣٠) إنَّ اَبُوْ زَيْدٍ قَائِمٌ-

صار زيد اغني- كم دراهم عندك- كان بكرا جالس- إن زيد عالم- يشتري زيد قلم-مسلون البنغلة صالح- العلماء وارث لأنبياء- زينب العاقل جاء-حمل الأم ولدها-جاء رجلان صالحين- جاء الطلاب نفسهم-

* رتب الجمل التالية لتكون فقرة مفيدة:

(الف) وصل ركعتين خلف مقام ابراهيم-	(الف) ثم نال الفطور قليلا واستعد للعمل-
(ب) فطاف حول الكعبة سبعة اشواط-	(ب) وبعد ذلك ذهب الي الميدان للزراعة-
(ج) ثم حلق راسه وذهب الي الفندوق-	(ج) استيقظ الرجل بعد طلوع الفجر وقضئ حاجته ثم توضأ-
(د) وبعد الصلوة سعي بين الصفا والمروة-	(د) ثم عاد الي البيت وقرأ القران وذكر الله كثيرا-
(ه) دخل المعتمر في المسجد الحرام -	(ه) لما سمع اذان الفجر مشي الي المسجد وصلي في جماعة-

** দার্শনিক স্ট্যানলি হল বলেছেন: যদি তুমি তোমার সন্তানকে ৩টি "R" শিক্ষা দাও অর্থাৎ পড়া, লেখা, গণিত কিন্তু ৪র্থ "R" অর্থাৎ ধর্ম শিক্ষা না দাও তাহলে সে তোমাকে ৫ম "R" তথা দুশ্চরিত্র উপহার দিবে।

** If you teach your children the three "R"s (Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth "R" (Religion), you will get fifth "R" (Rascality).

Name of Animals & Birds

দোয়েল	Magpie	اَبُوْ الْحِنَاءِ	বাঘ	Tiger	نَمِرٌ
ময়না	Myna	مَيْنَةٌ	সিংহ	Lion	اَسَدٌ
টিয়া	Parrot	بَبْغَاءُ	হরিণ	Deer	غَزَالٌ
চড়ুই	Sparrow	عُصْفُورٌ	বানর	Monkey	قِرْدٌ
কবুতর	Pigeon	حَمَامَةٌ	খরগোশ	Hare	اَرْنَبٌ
ঘুঘু	Dove	قُمْرِيٌ	জেব্রা	Zebra	حِمَارُ الزَّرْدِ
পেঁচা	Owl	بُوْمٌ	খেঁকশিয়াল	Fox	ثَعْلَبُ
কোকিল	Cuckoo	وَقْوَاقٌ	হাতি	Elephant	فِيْلٌ
কাক	Crow	غُرَابٌ	গরু	Cow	بَقَرٌ
বক	Heron	مَالِكُ الْحَزِيْنِ	ছাগল	Goat	غَنَمٌ
বাঁদুড়	Bat	خَفَّاشٌ	কুকুর	Dog	كَلْبٌ
ঈগল	Eagle	عِقَابٌ	বিড়াল	Cat	هِرَّةٌ
ময়ূর	Peacock	طَوُوْسٌ	সাপ	Snake	حَيَّةٌ
বুলবুলি	Nightinglale	بُلْبُلٌ	ঘোড়া	Horse	فَرَسٌ
উটপাখি	Ostrich	نَعَامَةٌ	উট	Camel	جَمَلٌ

Name of Rose & Fruits

গোলাপ	Rose	وَرْدٌ	আম	Mango	مَانْجُوْ
জবা	China-rose	خَبَّازِيٌّ	কলা	Banana	مَوْزٌ
শাপলা	Lily	زَنْبَقٌ	কাঁঠাল	Jack-Fruit	شَوْكِيٌّ
পদ্ম	Lotus	نِيْلُوْفَرْ	লিচু	Lichi	لِيْسِيُ
রজনীগন্ধা	Tuberose	مِسْكُ الرُّوْمِ	আপেল	Apple	تُفَّاحٌ
সূর্যমুখী	Sunflower	دُوَارُ الشَّمْسِ	কমলা	Orange	بُرْتُقَالٌ
গাদা	Marigold	اَذْرِيُوْنَ	জাম	Berry	عَلِيْقٌ
বকুল	Bakul	بُكَّوْلٌ	আঙ্গুর	Grape	عِنَبٌ
বেলী	Bela	يَاسْمِيْنُ عَرَبِيْ	পেঁপে	Papaya	بَبُوْ
ডালিয়া	Dahlia	الدَّلِيَا	ফুটি	Melon	بِطِّيْخَةٌ
টগর	Foolfoot	مِهْرُ	তরমুজ	Water-melon	بِطِّيْخٌ
মল্লিকা	Tulip	خُزَامِيٌّ	খেজুর	Date	تَمَرٌ
গন্ধরাজ	Gardenia	غَرْدِيْنَاءُ	চম্পা	Champak	شَنِيْقٌ
হাসনাহেনা	Night queen	حَسْنَاءُ حِنَاءُ	চামেলী	Chameli	يَاسْمِيْنُ الَّيْلِ
জুঁই	Jasmine	يَاسْمِيْنُ	করবী	Oleander	حَبِيْنٌ

তিন ভাষায় ১২ মাসের নাম

বাংলা	ইংরেজি	আরবি	আরবিতে ইংরেজি
১. বৈশাখ	১. জানুয়ারি	১. মুহাররম	١. يَنَايِرُ
২. জ্যৈষ্ঠ	২. ফেব্রুয়ারি	২. সফর	٢. فَبْرَائِرُ-
৩. আষাঢ়	৩. মার্চ	৩. রাবি. আউয়াল	٣. مَارْسُ-
৪. শ্রাবণ	৪. এপ্রিল	৪. রাবিউস সানি	٤. إبْرِيْلُ-
৫. ভাদ্র	৫. মে	৫. জামা. আওয়াল	٥. مَايُوْ-
৬. আশ্বিন	৬. জুন	৬. জামাদিউস ছানি	٦. يُوْنِيُوْ-
৭. কার্তিক	৭. জুলাই	৭. রাজাব	٧. يُوْلِيُوْ
৮. অগ্রহায়ণ	৮. আগস্ট	৮. শা'বান	٨. أغَسْطَسْ
৯. পৌষ	৯. সেপ্টেম্বর	৯. রমযান	٩. سِبْتِمْبَرْ
১০. মাঘ	১০. অক্টোবর	১০. শাওয়াল	١٠. اُكْتُوْبَرْ
১১. ফাল্গুন	১১. নভেম্বর	১১. জুল কা'দাহ	١١. نُوْفِمْبَرْ
১২. চৈত্র	১২. ডিসেম্বর	১২. জুল হাজ্জাহ	١٢. دِيْسِمْبَرْ

তিন ভাষায় সাত দিনের নাম

বাংলা	ইংরেজি	আরবি
১. শনিবার	1. Saturday	١. يَوْمُ السَّبْتِ–
২. রবিবার	2. Sunday	٢. يَومُ الْاَحَدِ–
৩. সোমবার	3. Monday	٣. يومُ الإثْنَيْنِ–
৪. মঙ্গলবার	4. Tuesday	٤. يوم الثُّلَاثَاءِ
৫. বুধবার	5. Wednesday	٥. يوم الأرْبِعَاءِ–
৬.বৃহস্পতিবার	6. Thursday	٦. يومُ الْخَمِيْسِ
৭. শুক্রবার	7. Friday	٧. يومُ الْجُمْعَةِ

*** আরবিতে দিকসমূহ : ১. দক্ষিণ : جُنُوْبٌ ২. উত্তর : شِمَالٌ ৩. পশ্চিম : مَغْرِبٌ ৪. পূর্ব : مَشْرِقٌ**

আরবিতে রচনা/প্রবন্ধ

اَلْقُرْاٰنُ الْكَرِيْمُ

اَلْقُرْانُ كِتَابُ اللّٰـهِ-
اَلْقُرْانُ يَهْدِيْ اِلٰي الْجَنَّةِ -
اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْانِ -
اَلْقُرْانُ دَسْتُوْرٌ لَنَا –
خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْانَ وعلمه–
اَلْقُرْانُ يهدي الي البِرِّ–
عَلَيْنَا اَنْ نَقْرَأَ الْقُرْانَ-
عَلَيْنَا اَنْ نَتَّبِعَ الْقُرْانَ –
اَنْزَلَ اللّٰـهُ الْقُرْانَ لِهِدَايَةِ النَّاسِ -
اَنْزَلَ اللّٰـهُ الْقُرْانَ عَلي مُحَمَّدٍ ﷺ
اَنْزَلَ اللّٰـهُ الْقُرْانَ بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ -
اَنْزَلَ اللّٰـهُ الْقُرْانَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ-
اَنْزَلَ اللّٰـهُ الْقُرْانَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ

مَدْرَسَتُنَا

اَنَا اَدْرُسُ فِيْ الْمَدْرَسَةِ الْعَالِيَّةِ بِسَاتْخِيْلَ-
إِسْمُ مَدْرَسَتِنَا مَدْرَسَةُ الْعَالِيَّةُ بِسَاتْخِيْلَ-
هِيَ مَدْرَسَةٌ جَمِيْلَةٌ- هِيَ مَدْرَسَةٌ قَدِيْمَةٌ-
هِيَ مَدْرَسَةٌ مَشْهُوْرَةٌ-هِيَ مَدْرَسَةٌ كَبِيْرَةٌ-
وَفِيْ مَدْرَسَتِنَا مَكْتَبَةٌ كَبِيْرَةٌ-
وَفِيْ مَدْرَسَتِنَا مَكْتَبَةٌ جَمِيْلَةٌ-
وَفِيْ مَدْرَسَتِنَا ٣٠ غُرْفَةً-
وَفِيْ مَدْرَسَتِنَا ٣٠ مُدَرِّسًا-
وَفِيْ مَدْرَسَتِنَا ١٠٠٠ طَالِبًا-
نَحْنُ نُحِبُّ مَدْرَسَتَنَا-
نَحْنُ نُحِبُّ اَسَاتِذَتَنَا-اَسَاتِذَتُنَا يُحِبُّنَا-
وَفِيْ جَانِبِ الْمَدْرَسَةِ مَيْدَانٌ جَمِيْلٌ-
وَمُدِيْرُ الْمَدْرَسَةِ مَاهِرٌ –

الصَّلَاةُ

الصَّلَاةُ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ
مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ
أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاةُ
مَنْ اَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ
مَنْ هَدَمَ الصَّلَاةَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ
الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِيْنَ-
الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ مَفْرُوْضَةٌ-
الصَّلَاةُ عِبَادَةٌ اَهَمِيَّةٌ-
الصَّلَاةُ مَفْرُوْضَةٌ فِيْ وَقْتِهَا-
الصَّلَاةُ لَهَا اَهَمِيَّةٌ كَثِيْرَةٌ
الصَّلَاةُ لَهَا فَضْلٌ عَظِيْمٌ-

اَلْإِسْلَامُ

اَلْإِسْلَامُ حَقٌّ-
اَلْإِسْلَامُ نُوْرٌ-
اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ مَقْبُوْلٌ-
اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ مَحْمُوْدٌ-
اَلْإِسْلَامُ دِيْنٌ يُسْرٌ-
اَلْإِسْلَامُ ضِدُّ الْكُفْرِ-
إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ-
خُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ-
بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ-
إِفْشَاءُ السَّلَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ-
إِطْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الْإِسْلَامِ-

اَلْعِلْمُ

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ-
لِلْعِلْمِ فَائِدَةٌ كَثِيْرَةٌ-
اَلْعِلْمُ هُوَ الْمَعْرِفَةُ
اَلْعِلْمُ هُوَ الْإِدْرَاكُ
العلم نُوْرٌ مِنَ اللّٰـهِ
العلم نِعْمَةٌ مِنَ اللّٰـهِ
الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ-
اَلْعِلْمُ هُوَ ضِدُّ الْجَهْلِ-
اَلْعِلْمُ هُوَ مَصْدَرُ الشَّرْفِ-
العلم يَهْدِيْ إِلٰي الْجَنَّةِ-
حُصُوْلُ الْعِلْمِ عِبَادَةٌ–

اَلصِّدْقُ

اَلصِّدْقُ يُنْجِي-
اَلْكِذْبُ يُهْلِكُ-
اَلصِّدْقُ ضِدُّ الْكِذْبِ -
اَلصِّدْقُ يَهْدِيْ إِلٰي الْبِرِّ-
اَلصِّدْقُ يَهْدِيْ إِلٰي الْجَنَّةِ-
اَلْكِذْبُ يَهْدِيْ إِلٰي الْفُجُوْرِ-
اَلْكِذْبُ يَهْدِيْ إِلٰي النَّارِ-
اَلصِّدْقُ صِفَةٌ مَحْمُوْدَةٌ-
اَلْكِذْبُ صِفَةٌ مَذْمُوْمَةٌ-
اَلصِّدْقُ صِفَةٌ مَقْبُوْلَةٌ-
اَلْكِذْبُ صِفَةٌ مَتْرُوْكَةٌ-

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ

اَلْوَالِدَانِ هُمَا الْأَبُ وَالْأُمُّ-
بِرُّ الْوَالِدَيْنِ هُوَ خِدْمَةُالْوَالِدَيْنِ
اَلْبِرُّ هُوَ الْخِدْمَةُ-
اَلْبِرُّ هُوَ الْإِحْسَانُ-
اَلْبِرُّ هُوَ حُسْنُ السُّلُوْكِ-
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَطِعْ أَبَاكَ

اَلْبِرُّ هُوَ قَوْلٌ مَعْرُوْفٌ-
اَلْبِرُّ هُوَ قَوْلٌ لَيِّنٌ-
رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ
سَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ
رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُوصِيْ امْرَأً بِأُمِّهِ ثَلَاثًا-

اَلْعِلْمُ

اَلْمُقَدَّمَةُ: اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ- وعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.اَمَّا بَعْدُ-

اَهْمِيَّةُ الْعِلْمِ:

إِنَّ الْعِلْمَ لَهُ اَهْمِيَّةٌ كَثِيْرَةٌ وَفَضِيْلَةٌ عَظِيْمَةٌ – كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (١) خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (٢) اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ (٣) الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (٤) عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ-

❖ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (اِبْنُ مَاجَهْ)

فَضْلُ الْعِلْمِ :

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ (بُخَارِيْ)-

❖ قَالَ اللهُ تَعَالَي: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ-

❖ عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ -(بُخَارِيْ)

هَدَفُ حُصُوْلِ الْعِلْمِ:

بِاِمْتِثَالِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَي: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ- (البقرة:١٢٩)

الخاتمة:

وَفِيْ الْآخِيْرَةِ نَحْنُ نَدْعُو اللهَ تعالي كَيْ نَكُوْنَ عَالِمًا وَ دَاعِيًا اِلَي اللهِ لِإعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا –

اَلْقُرْآنُ الْكَرِيْمُ

اَلْمُقَدَّمَةُ: اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، اَلذي الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ- وعَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.اَمَّا بَعْدُ-

فَضْلُ الْقُرْآنِ :

اَلْقُرْآنُ الْعَظِيْمِ لَهُ اَهْمِيَّةٌ كَثِيْرَةٌ وَفَضْلٌ عَظِيْمٌ هُوَ كِتَابُ اللهِ تَعَالَي- كَمَا قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي:اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ- وَقَالَ اللهُ تَعَالَي اَيْضًا:وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ-

❖ وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْآنِ-

❖ وَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ (بُخَارِيْ)-

نُزُوْلُ الْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ:

قَالَ اللهُ تَعَالَي: شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ (البقرة١٨٥) وَاِنَّ الْقُرْآنَ دَسْتُوْرٌ لَنَا ، اَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ لِهِدَايَةِ الْبَشَرِيَّةِ ، وَاَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ عَلَي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَاسِطَةِ جِبْرَائِيْلَ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ-

كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَي: إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ (١) وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ (٢) لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ (٣)

وَاجِبٌ عَلَيْنَا لِلْقُرْآنِ :

فَعَلَيْنَا اَنْ نَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَ نَتَّبِعَهُ – اِنَّ اللهُ تَعَالَي قَالَ:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى (١٢٤طه)-

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (المائدة)

بِاِمْتِثَالِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَي: رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (البقرة:١٢٩) –

اَلْخَاتِمَةُ:

وَفِيْ الْآخِيْرَةِ نَحْنُ نَدْعُو اللهَ تعالي كَيْ نَكُوْنَ عَالِمًا وَ دَاعِيًا اِلَي اللهِ لِإعْلَاءِ كَلِمَةِ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا –

আরবিতে কথোপকথন : اَلْحِوَارُ

(١) اَلْحِوَارُ عَنِ الْقُرْآنِ الْكَرِيْمِ:

الابُ: السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ -
الابْنُ: السلام عليكم ورحمة اللهِ، كَيْفَ حَالُكَ يَا اَبِيْ؟
الابُ: اَلْحَمْدُ للهِ، مَاذَا تَقْرَأ؟
الابْنُ: اَقرأُ القُرْآنَ الكريمَ-
الاب: مِنْ اَيِّ سُوْرَةٍ؟
الابن: مِنْ سُوْرَةِ يٰسٓ-
الاب: بَيِّنْ بَعْضَ فَضِيْلَةَ عَنْ تِلَاوَةِ الْقُرْانِ الْكَرِيْمِ-
الابن: قَالَ النَّبِيِّ صَلَّعم: اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ تِلَاوَةُ الْقُرْانِ-
عن عُثْمَانُ قَالَ النَّبِيِّ صَ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
الاب: شُكْرًا جَزِيْلًا-
الابن: ادْعُ اللهَ تَعَالَي لِيْ كَيْ اكُوْنَ عَالِمًا–
الاب: اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ-

(٢) اَلْحِوَارُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اَبِيْكَ فِيْ الرِّحْلَةِ اِلَي مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ

اَلْإِبْنُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، كَيْفَ حَالُكَ يَا اَبِيْ؟
اَلْاَبُ: وعَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، اَلْحَمْدُ للهِ، مَاذَا تُفَكِّرُ؟
الابن: اُفَكِّرُ لِزِيَارَةِ مَكَّةَ الْمُكَرَّمَةَ-
الاب: مَتَي تُرِيْدُ اَنْ تُسَافِرَ؟
الابن: فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ-
الاب: نَحْنُ نُوْدِّيُ الْعُمْرَةَ فِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ-
الابن: اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَي-
الاب: بَيِّنْ بَعْضَ فَضِيْلَةَ الْعُمْرَةِ -
الابن: قَالَ الله تعالي: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ (البقرة:١٩٦)
الاب: شُكْرًا جَزِيْلًا-
الابن: ادْعُ لِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَي –
الابُ: اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ-

(٣) اَلْحِوَارُ عَنْ زِيَارَةِ حِصْنِ لَالْ بَاغْ–

اَلْإِبْنُ: السلامُ عليكُمْ ورحمةُ اللهِ -
الابُ: وعليكم السلام ورحمة اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، مَاذَا تُفَكِّرُ؟
الابنُ: اُفَكِّرُ لِزِيَارَةِ حِصْنَ لَالْ بَاغْ-
الاب: مَتَي تُرِيْدُ اَنْ تُسَافِرَ؟
الابن: فِيْ شَهْرِ اِبْرِيْلَ-
الاب: اَنَا اَذْهَبُ مَعَكُمْ-
الابن: اِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَي-
الاب: بَيِّنْ عَنْ حِصْنِ لَالْ بَاغْ -
الابن: فِيْهِ مَسْجِدُ الْمُغُوْلِيَّةِ وَقَبْرُ فَوْرِيْ بِيْبِيْ وَنُسْخٌ قَدِيْمَةٌ لِلْقُرْانِ-
الاب: شُكْرًا جَزِيْلًا-
الابن: ادْعُ لِتَوْفِيْقِ اللهِ تَعَالَي –
الابُ: اَللّٰهُمَّ تَقَبَّلْ-

(٤) الحوار بين اَلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيُ فِيْ المكتبة-

اَلْبَائِعُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَهْلًا وَسَهْلًا؟
الْمُشْتَرِيُ: وعليكم السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ؟
اَلْبَائِعُ: مَاذَا تُرِيْدُ؟
الْمُشْتَرِيُ: اُرِيْدُ كِتَابَ الْحَدِيْثِ-
اَلْبَائِعُ: مَا اِسْمُ الْكِتَابِ؟
الْمُشْتَرِيُ: مَشْكَوةُ الْمَصَابِيْحَ-
اَلْبَائِعُ: تَفَضَّلْ، مِشْكَوةَ الْمَصَابِيْحَ-
الْمُشْتَرِيُ: كَمِ الثَّمُنُ؟
اَلْبَائِعُ: مِائَتَيْنِ فَقَطْ-
الْمُشْتَرِيُ: شُكْرًا جَزِيْلًا-
اَلْبَائِعُ: اِلَي اللِّقَاءِ –
الْمُشْتَرِيُ: مَعَ السَّلَامَةِ-

(٥) بَيْنَ اَلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِيُ فِيْ دُكَانِ الْمَلَابِسِ-

اَلْبَائِعُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، اَهْلًا وَسَهْلًا؟
الْمُشْتَرِيُ: وعليكم السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ-
اَلْبَائِعُ: مَاذَا تُرِيْدُ؟
الْمُشْتَرِيُ: اُرِيْدُ الْمَلَابِسَ-
اَلْبَائِعُ: مَا اِسْمُ الْمَلَابِسِ؟
الْمُشْتَرِيُ: الإِزَارُ وَالْقَمِيْصُ-
اَلْبَائِعُ: تَفَضَّلْ، الإِزَارَ وَالْقَمِيْصَ-
الْمُشْتَرِيُ: كَمِ الثَّمُنُ؟
اَلْبَائِعُ: مِائَتَيْنِ فَقَطْ-
الْمُشْتَرِيُ: شُكْرًا جَزِيْلًا-
اَلْبَائِعُ: اِلَي اللِّقَاءِ –
الْمُشْتَرِيُ: مَعَ السَّلَامَةِ-

(٦) الحوار بَيْنَ اَلْاُسْتَاذِ وَالطَّالِبِ-

الطَّالِبُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ،
اَلْاُسْتَاذُ: وعليكم السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، مِنْ اَيْنَ اَنْتَ؟
الطَّالِبُ: اَنَا مِنْ نُوَاخَالِيْ-
اَلْاُسْتَاذُ: ماذا تُرِيْدُ؟
الطَّالِبُ: اُرِيْدُ اَنْ اَلْتَحِقَ فِيْ هَذِهِ الْمَدْرَسَةَ-
اَلْاُسْتَاذُ: فِيْ اَيِّ صَفٍّ؟
الطَّالِبُ: فِيْ الصَّفِّ الثَّامِنِ-
اَلْاُسْتَاذُ: خُذِ الإِسْتِمَارَةَ-
الطَّالِبُ: كَمِ الثَّمُنُ؟
اَلْاُسْتَاذُ: مِائَتَيْنِ تاكا فَقَطْ-
الطَّالِبُ: شُكْرًا جَزِيْلًا-
اَلْاُسْتَاذُ: اِلَي اللِّقَاءِ –
الطَّالِبُ: مَعَ السَّلَامَةِ-

বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম

এ+ প্রত্যাশীদের জন্য ২৪ ঘন্টার রুটিন

(যেদিন মাদরাসা বন্ধ থাকবে)

** ক্লাসেই ৮০% পড়া বুঝে শেষ করে আসার চেষ্ঠা করা আবশ্যক।

** সময় নষ্ট করা যাবে না।

০১	০৫.০০(ভোর)-০৫.৪৫	শয্যা ত্যাগ, তাহারাত, সালাতুল ফজর, হালকা নাস্তা
০২	০৫.৪৫-০৬.৩০	কুরআন অধ্যয়ন (সিলেবাসের পড়া)
০৩	০৬.৩০-০৮.৩০	গণিত
০৪	০৮.৩০-০৯.০০	আরবী ২য়
০৫	০৯.০০-১০.০০	গোসল+নাস্তা
০৬	১০.০০-১১.০০	ইংরেজি ১ম
০৭	১১.০০-১২.০০	বাংলা ১ম
০৮	১২.০০-০১.০০	আই.সি.টি
০৯	০১.০০-০২.০০	হাতের লিখা, সালাতুয যোহর এবং দুপুরের খাবার
১০	০২.০০-০৩.৩০	ঘুম
১১	০৩.৩০-সালাতুল আসর	ইংরেজি ২য়
১২	সালাতুল আসর-০৫.৪৫	বাংলা ২য়
১৩	০৫.৪৫-০৬.৩০	২০ মিনিট হাটাহাটি করা+সালাতুল মাগরিব+হালকা নাস্তা
১৪	০৬.৩০-০৮.০০	আরবী ১ম +ইশা
১৫	০৮.০০-০৯.০০	বিজ্ঞান
১৬	০৯.০০-১০.০০	আকাইদ
১৭	১০.০০-১১.০০	রাতের খাবার+ শারীরিক শিক্ষা
১৮	১১.০০-১২.০০	বিশ্ব পরিচয়+কৃষি (একদিন পরপর)
১৯	১২.০০-০৫.০০	ঘুম

- শুক্রবার এবং বন্ধের দিনসমূহে হাতের লিখা সুন্দর করা ও গণিত চর্চায় সময় দিবে।
- মেজর বিষয়গুলোর পড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে না পারলে পরের বিষয় থেকে একটু সময় নেয়া যেতে পারে।
- দুপুরে ঘুম+সকালে গোসল কিছুতেই বাদ দেয়া যাবে না।
- বিকাল বেলা একটু চা খাওয়া যেতে পারে।

** উন্নত জীবন গঠনে রুটিন মাফিক কাজের বিকল্প নেই।

** সকলে অবশ্যই রুটিন অনুসরন করে চলবে।

** পড়ার সময় অন্যের রুমে অবস্থান নিষেধ।

(মহান আলাহ তায়ালা আমাদেরকে রুটিন মাফিক জীবন গঠনের তাওফিক দিন। আমীন)

সৌজন্যে: মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল,
আরবী প্রভাষক, চাটখিল কামিল (এম.এ) মাদরাসা

বিসমিলাহির রাহমানির রাহীম

এ+ প্রত্যাশীদের জন্য ২৪ ঘন্টার রুটিন

(যেদিন মাদরাসা খোলা থাকবে)

** ক্লাসেই ৮০% পড়া বুঝে শেষ করে আসার চেষ্ঠা করা আবশ্যক।

** সময় নষ্ট করা যাবে না।

০১	০৫.০০(ভোর)-০৫.৪৫	শয্যা ত্যাগ, তাহারাত, সালাতুল ফজর, হালকা নাস্তা
০২	০৫.৪৫-০৬.৩০	কুরআন+আকাইদ (একদিন পরপর)
০৩	০৬.৩০-০৭.১৫	গোসল+নাস্তা+ক্লাসে গমন
০৪	০৭.১৫-০৩.০০	ক্লাস+সালাতুয যোহর+দুপুরের খাবার
০৫	০৩.০০-০৫.০০	ঘুম+সালাতুল আসর
০৬	০৫.০০-মাগরিব পর্যন্ত	গণিত+২০ মি. হাটাহাটি করা
০৭	০৬.১৫-০৬.৪৫	সালাতুল মাগরিব+হালকা নাস্তা
০৮	০৬.৪৫-০৭.৪৫	আরবী ১ম+আরবী ২য় (একদিন পরপর)
০৯	০৭.৪৫-০৮.৪৫	বাংলা ১ম+বাংলা ২য় (একদিন পরপর)+ইশা
১০	০৮.৪৫-০৯.৪৫	ইংরেজি ১ম+ইংরেজি ২য় (একদিন পরপর)
১১	০৯.৪৫-১০.৩০	আই.সি.টি+শারীরিক শিক্ষা (একদিন পরপর)
১২	১০.৩০-১১.৩০	রাতের খাওয়া+ বিজ্ঞান
১৩	১১.৩০-১২.০০	বিশ্ব পরিচয় +কৃষি (একদিন পরপর)
১৪	১২.০০-০৫.০০	ঘুম

- শুক্রবার এবং বন্ধের দিনসমূহে হাতের লিখা সুন্দর করা ও গণিত চর্চায় সময় দিবে।
- মেজর বিষয়গুলোর পড়া নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে না পারলে পরের বিষয় থেকে একটু সময় নেয়া যেতে পারে।
- দুপুরে ঘুম+সকালে গোসল কিছুতেই বাদ দেয়া যাবে না।
- বিকাল বেলা একটু চা খাওয়া যেতে পারে।

✓ দুপুরে ঘুম+সকালে গোসল এবং বিকাল বেলা একটু চা খাওয়া কিছুতেই বাদ দেয়া যাবে না।

** উন্নত জীবন গঠনে রুটিন মাফিক কাজের বিকল্প নেই।

** সকলে অবশ্যই রুটিন অনুসরন করে চলবে।

** পড়ার সময় অন্যের রুমে অবস্থান নিষেধ।

(মহান আলাহ আমাদেরকে রুটিন মাফিক জীবন গঠনের তাওফিক দিন। আমীন)

সৌজন্যে: মোহাম্মদ ইব্রাহিম খলিল,
আরবী প্রভাষক, চাটখিল কামিল (এম.এ) মাদরাসা